মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পরিস্থিতি বড়ই নাজুক।
শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য পাতালে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা,
সেইসঙ্গে আপনিও।
ওকে যমের বাড়ি পাঠানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন।
ওদিকে বন্দি হয়েছে বিজ্ঞানী দম্পতি
আসিফ আর তানিয়া রেজাও। স্কটিশ উপকূলের
এক নির্জন দ্বীপে পুরো রহস্যের জড় খুঁজে পেয়েছে ওরা।
দেখা পেয়েছে মনুষ্য আকৃতির জলজ্যান্ত একদল পিশাচের।
নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।
কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, পাঠক, আপনি রানার সঙ্গে আছেন।
আপনি জানেন, চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি নয় ও,
রাজি নয় প্রিয় বন্ধুদেরকে মরতে দিতেও।
তাই এবার তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের জন্য।
কথা দিচ্ছি, দম ফেলবার ফুরসত পাবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪০৭

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7407-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-407
KURUKSHETRA
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ষাট টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য
সবসময় ভিজিট করুন
www.DOWNLOADPDFBOOK.com
STOP
বিনা অনুমতিতে
সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক
শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

এক

উথাল-পাথাল জলরাশির মাঝখানে ডলফিনের মত ভেসে উঠল সাবমারসিবল *আলভিন*, পানি সরে যেতেই সবেগে আছড়ে পড়ল ধাতব মেঝের উপর। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেল ভিতরের তিন আরোহী, আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

বাল্কহেডের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেছে ড. আসিফ রেজার, চোখের সামনে লাল-নীল ফুল দেখতে পাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে স্বামীর কাছে এল ড. তানিয়া। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'বেশি লেগেছে?'

'মাথায় একটা আলু গজাবে, আর কিছু না,' হালকা গলায় বলল আসিফ। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল।

'কী ঘটল?' হতভম্বের মত বলল সাবমারসিবলের পাইলট জয়েস কোর্ট। 'কোথায় আমরা?'

'এখুনি জানা যাবে।' বলে হামাগুড়ি দিয়ে ভিউপোর্টের কাছে গেল আসিফ, বাইরে তাকাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

নিষ্ঠুর, রুক্ষ চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কাঁচের ওপাশে। তাকিয়ে আছে আসিফের চোখে চোখ রেখে। প্রথমে মনে হলো দৃষ্টিবিভ্রম—মাথায় আঘাত পেয়ে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কিন্তু ভুলটা ভেঙে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। টুক টুক করে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ভিউপোর্টের গায়ে টোকা দিল লোকটা,

আঙুল তুলে উপরদিক দেখাল। হ্যাচ খুলতে বলছে।

তানিয়াও অন্যপাশের ভিউপোর্টে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে। বলল, 'বিচ্ছিরি চেহারার একটা লোক দেখতে পাচ্ছি। হাতে রাইফেল।'

'এদিকেও,' বলল আসিফ। 'আমাদেরকে বেরুতে বলছে।'

ঠং ঠং করে বাড়ি পড়তে শুরু করল আলভিনের খোলে।

'অভ্যর্থনা জানাতে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা,' বলল তানিয়া। স্বামীর দিকে তাকাল। 'কী করতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। 'আলভিনকে যেহেতু অ্যাটাক সাবমেরিনে পরিণত করতে পারছি না, ওদের কথা মেনে নেয়াই ভাল।'

উঠে গিয়ে হ্যাচ খুলে দিল ও। উষ্ণ... আর্দ্র বাতাস ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। ভিউপোর্টের লোকটার চেহারা দেখা গেল হ্যাচের মাথায়, ওদেরকে বেরিয়ে আসার ইশারা করে সরে গেল। মই ধরে উপরে উঠল আসিফ, হ্যাচের ফুটো দিয়ে মাথা আর কাঁধ বের করতেই লক্ষ করল, ছোট্ট সাবমারসিবলটাকে ছ'জন সশস্ত্র লোক ঘিরে রেখেছে।

শান্ত ভঙ্গিতে আলভিন থেকে নেমে এল ও। এরপর হ্যাচ দিয়ে মাথা বের করল জয়েস। অভ্যর্থনাকারীদের দেখতে পেয়ে মুখের রক্ত সরে গেল তার, জমে গেল মূর্তির মত। নীচ থেকে ঠেলা-গুঁতো দিয়ে ওকে উপরে ওঠাল তানিয়া, আসিফ সাহায্য করল নেমে আসতে। খানিক পর তানিয়াও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

চারপাশে নজর বোলাল রেজা দম্পতি। উজ্জ্বলভাবে আলোকিত বিশাল একটা কম্পার্টমেন্ট—আকারে ওটা তিনটে গাড়ি রাখার উপযোগী গ্যারাজের সমান। বাতাসে সাগরের নোনা গন্ধ ভাসছে। আলভিনের গা থেকে ঝরতে থাকা পানি গড়িয়ে

যাচ্ছে মেঝের ড্রেন দিয়ে। দূরে কোথাও গুঞ্জন করছে ইঞ্জিন। দেয়াল ভেজা, একপ্রান্তে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটো প্রেশার ডোর—চোয়ালের মত খোলা এবং বন্ধ করা যায়। বোঝা গেল, অতিকায় কোনও সাবমেরিনের এয়ার-লক চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। প্রেশার ডোরের ওপেনিং দিয়ে ছোট্ট আলভিনকে গিলে নিয়েছে ডুবোজাহাজটি।

অস্ত্রধারী এক গার্ড দেয়ালের গায়ে বোতাম চাপল। পরমুহূর্তে মেকানিক্যাল মাউথের উল্টোপাশের দেয়ালে একটা দরজা খুলে গেল। পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে সেদিকে এগোল বন্দিরা, দরজা পেরিয়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল। দেয়ালে অন্তত এক ডজন *মুন-সুট* ঝোলানো আছে। ওগুলো আসলে মনুষ্য-আকৃতির সাবমারসিবল—চরম গভীরতায় ডাইভ দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এসকর্ট করে বন্দিদের একটা সংকীর্ণ করিডোর ধরে নিয়ে চলল গার্ডরা—তিনজন সামনে, তিনজন পিছনে। উদ্বিগ্ন চোখে লোকগুলোকে জরিপ করল আসিফ। নেভি ব্লু জাম্পসুট পরেছে সবাই, তাতে কোনও ধরনের আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নেই। প্রত্যেকে শক্ত ধাঁচের, লড়াকু গড়নের মানুষ; হাঁটাচলায় সামরিক প্রশিক্ষণের ছাপ দেখা যাচ্ছে। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, মিশ্র জাতীয়তা। প্রাক্তন সৈনিক বলে আন্দাজ করল আসিফ—মার্সেনারি। সম্ভবত টাকার বিনিময়ে কাজ করছে।

ঘোরানো-প্যাঁচানো করিডোর পেরিয়ে ছোট একটা কেবিনে ঢোকানো হলো তিন বন্দিকে, বাইরে থেকে আটকে দেয়া হলো দরজা। ভিতরে দুটো বাঙ্ক, একটা চেয়ার, ক্লজিট আর অ্যাটাচড্ বাথরুম ছাড়া আর কিছু নেই।

'মনে হচ্ছে থার্ড ক্লাসের কামরা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে,'

কেবিনের ভিতর চোখ বুলিয়ে বলল তানিয়া।

মাথা টনটন করছে আসিফের, ব্যথা পাওয়া জায়গাটা বেঢপভাবে ফুলে উঠেছে। ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'খারাপ লাগছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল তানিয়া।

মাথা ঝাঁকাল আসিফ। 'আলুটা টনটন করছে।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করল তানিয়া। বাথরুমে গিয়ে ভিজিয়ে নিল পানিতে। ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে দিতে লাগল স্বামীর ফুলে ওঠা কপাল। জয়েস সাহায্য করল ওকে।

খানিক পর ফোলা কিছুটা কমে গেল। সোজা হয়ে বসল আসিফ। পোশাক ঠিকঠাক করল। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল।

'এখন কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'এমন সেবাযত্ন পেলে ভাল না লেগে উপায় আছে?' হাসল আসিফ।

তানিয়াও হাসল।

'আপনারা হাসছেন?' বিস্মিত গলায় বলল জয়েস। 'কীসের মধ্যে পড়েছি, সে খেয়াল আছে? ভয় করছে না?'

'ভয় পেয়ে লাভ নেই কোনও,' বলল আসিফ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন। তা হলে হয়তো মুক্তির একটা পথ বেরিয়ে যাবে।'

রেজা দম্পতির এই সাহসী চরিত্র দেখে অবাক হবার কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে দুজনেই ওরা দুঃসাহসী, রোমাঞ্চপ্রিয়। অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে ভালবাসে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগে পড়েনি বটে, কিন্তু বিপদ-আপদ ওদের জন্য নতুন কিছু নয়। পর্বতারোহণ, কিংবা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে অতীতেও বহুবার বিপদ মোকাবেলা করেছে। তা ছাড়া নুমার স্টাফ হিসেবে সার্ভাইভালের উপর ছোটখাট একটা কোর্সও করতে হয়েছে ওদেরকে।

'আমরা আসলে বাস্তবকে মেনে নিয়েছি,' জয়েসকে বলল তানিয়া। 'পছন্দ করুন বা না-ই করুন, আপাতত এখানে আটকা পড়েছি আমরা। হাতে যেহেতু করার কিছু নেই, আসুন ভেবেচিন্তে বোঝার চেষ্টা করি—এখানে আসলে কী ঘটছে।'

'তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কল্পনার সাগরে ভেসে লাভ কী?' জয়েস বলল। 'আমরা তো কিছুই জানি না।'

'সায়েন্টিফিক মেথডের কথা বলছেন আপনি,' বলল আসিফ। 'এ-মুহূর্তে সেটা অচল। আপাতত যুক্তি-তর্কই আমাদের ভরসা। প্রথমেই যেটা জানি, সেটা দিয়ে শুরু করা যাক। অদ্ভুত ডিজাইনের একটা সাবমেরিনে আটকা পড়েছি আমরা, কারেক্ট?'

'হুঁ,' সায় দিল জয়েস। 'সি-বেডে সম্ভবত এটারই ট্র্যাক দেখেছি আমরা।'

'এই তো ঠিক পথে ভাবতে শুরু করেছেন। হাতে তথ্য-প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু আমরা জানি, সাগরের তলায় হামাগুড়ি দেবার মত সাবমেরিন তৈরি করা সম্ভব। এই ধরনের ডুবোযান নুমা-তেই আছে... তবে সেটা এত বড় নয়।'

'বেশ, মানলাম আপনার কথা। কিন্তু এখানে কী করছে জাহাজটা? ভিতরের মানুষগুলো কারা? কী চায় আমাদের কাছে?'

'আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রি প্রশ্নগুলোর জবাব পাবো আমরা।'

'এবার কিন্তু জ্যোতিষীর মত ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।'

'উঁহুঁ, বুঝেশুনেই করছি। ওই দেখুন।'

দরজার হাতল ঘুরতে শুরু করেছে। পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকল নতুন একজন মানুষ। বেশ লম্বা, মাথায় সোনালি চুল। বয়স চল্লিশের কোঠায়। গার্ডদের মত জাম্পসুট পরে আছে, রঙ ভিন্ন... সবুজ। তবে চেহারাসুরতে মোটেই মার্সেনারি বলে মনে হচ্ছে না। হাতেও কোনও অস্ত্র নেই।

ভিতরে ঢুকে বন্দিদের দেখল নবাগত, তারপর আশ্বাসের

ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'রিল্যাক্স, ভয়ের কিছু নেই। আমি আপনাদের ক্ষতি করব না।' উচ্চারণে স্কটিশ টান।

'সত্যি?' সন্দিহান কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'অবশ্যই। আমি ভাল মানুষ...'

বাঁকা সুরে আসিফ বলল, 'এ-কথা বলবেন না যে, আপনি ক্যাপ্টেন নিমো, আর আমরা এ-মুহূর্তে *নটিলাস*-এ আছি।'

বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করল লোকটা। বন্দিরা ভয়ে আধমরা হয়ে থাকবে বলে ভেবেছিল, এরা তো ঠাট্টা-মশকরা করছে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'না, তা বলব না। আমার নাম ওয়েসলি হেণ্ডারসন... ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। কেমিস্ট। তবে হ্যাঁ... এই সাবমেরিন জুল ভার্নের নটিলাসের মতই অনবদ্য একটা ভেসেল।'

'ধারণা করছি সাবমেরিনের চমক দেখানোর জন্য ধরে আনা হয়নি আমাদের?'

'না, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস,' গাম্ভীর্য ফুটল হেণ্ডারসনের চেহারায়। 'কয়েকটা প্রশ্ন করব, তার উপর আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। দয়া করে সত্যি কথা বলবেন। এখানে কাউকে বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা নেই। মিথ্যে বললে আপনাদের খুন করে পানিতে ফেলে দেবে ওরা।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করল আসিফ-তানিয়া। সেই সঙ্গে এটাও বুঝল, হেণ্ডারসন ওদের শত্রু নয়।

'ঠিক আছে, বলুন কী জানতে চান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আসিফ।

'প্রথমেই আপনাদের পরিচয়।'

'আমি ড. আসিফ রেজা। ইনি আমার স্ত্রী... ড. তানিয়া রেজা। উনি হচ্ছেন ড. জয়েস কোর্ট... আলভিনের পাইলট।'

'আপনাদের সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউণ্ড?'

'আমি ওশন জিয়োলজিস্ট। তানিয়া আর জয়েস... দুজনেই মেরিন বায়োলজিস্ট।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'থ্যাঙ্ক গড! তা হলে আশা আছে।'

'আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?' বলল আসিফ। 'আমাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে কেন?'

'ওসবের কিছুই আমি জানি না। আপনাদের মত আমিও এখানে একরকম বন্দি।'

'মানে!' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন। শুধু এটুকু জানুন, প্রফেশনাল এক্সপার্টিজের কারণে আপাতত বেঁচে গেলেন আপনারা। তবে কতক্ষণ বাঁচবেন, সেটা নির্ভর করবে ওরা আপনাদের কতটা কাজে লাগাতে পারবে, তার ওপর। নইলে...'

'ওরা কারা?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বোলাল হেণ্ডারসন। 'ওদের পরিচয় না জানাটাই মঙ্গল আপনাদের জন্য।'

'হোয়াটএভার, ড. হেণ্ডারসন,' বলল তানিয়া। 'আপনার বসদের গিয়ে বলুন, আমাদেরকে কিডন্যাপ করে মস্ত ভুল করেছে ওরা। আলভিন গায়েব হয়ে যাওয়া মাত্র সাপোর্ট শিপ থেকে সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন শুরু করা হবে। আপনাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার এখন।'

শ্রাগ করল হেণ্ডারসন। 'আমাকে বলা হয়েছে, তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। ওদের কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখছি না।'

'কী বলতে চাইছেন? কেন ঝুঁকি থাকবে না?'

'আমি সত্যিই জানি না, ড. তানিয়া। শুধু জানি, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওরা যে-কোনও কিছু করতে পারে। আপনাদের

সাপোর্ট শিপকে যদি বাধা বলে মনে করে, সেটাকে সরাবার আয়োজনও করে রেখেছে।'

'কী চায় ওরা?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন কিংবা উত্তর... দুটোই আমাদের জন্য বিপজ্জনক। কাজেই প্রসঙ্গটা ভুলে যান।' ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল হেণ্ডারসন, চোখের ইশারায় বোঝাল—কামরায় লুকানো মাইক্রোফোন আছে। 'আমাকে যেতে হয়। আপনাদের কাছ থেকে কী জানতে পারলাম, তা রিপোর্ট করতে হবে। খাবার আর পানি নিয়ে আসব একটু পরে। আপনারা বিশ্রাম নিন।'

উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

'কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল জয়েস। 'ওর কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না,' বলল আসিফ।

'আমারও তা-ই ধারণা,' একমত হলো তানিয়া।

'আমরা এখন কী করব?' জয়েস জানতে চাইল।

'করার তো কিছু দেখছি না,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ। 'আপাতত ওর কথামত বিশ্রাম নেব। তোমাদের আপত্তি না থাকলে নীচের বাঙ্কটা দখল করছি আমি।'

শুয়ে পড়ল ও।

আধঘণ্টা পর ফিরে এল হেণ্ডারসন। হাতে খাবারের ট্রে—তাতে পনিরের স্যাণ্ডউইচ, কফির ফ্লাস্ক আর তিনটে মগ। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সুসংবাদ! আপনাদেরকে অফিশিয়ালি আমাদের প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে।'

স্যাণ্ডউইচের মোড়ক খুলে কামড় বসাল তানিয়া। 'কীসের প্রজেক্ট?'

'সবকিছু খুলে বলতে পারব না। তবে জানিয়ে রাখছি, একটা রিসার্চ টিমে জায়গা পেয়েছেন আপনারা। নিড-টু-নো বেসিসে

কাজ করবেন। কাজের ব্যাপারে ধারণা পাবার জন্য সাবমেরিনের ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখাব আপনাদের। খাওয়া শেষ করুন, আমাদের বেবিসিটার অপেক্ষা করছে।'

কফি-স্যাণ্ডউইচ শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। বন্দিরা হাত-মুখ ধুয়ে নিলে দরজায় টোকা দিল হেণ্ডারসন, বাইরে থেকে তালা খুলল ষণ্ডামার্কা এক গার্ড, হাতের অস্ত্র তৈরি রেখেছে। তিন বিজ্ঞানীকে নিয়ে বেরিয়ে এল হেণ্ডারসন, করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করল লোকটা।

একটু পর বড় একটা কামরায় প্রবেশ করল ওরা। চারদিকের দেয়াল টিভি মনিটর আর ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলে ঢাকা পড়ে গেছে। ভিতরে কোনও মানুষ নেই।

'এটা আমাদের কণ্ট্রোল রুম,' বলল হেণ্ডারসন।

'কোনও ক্রু বা টেকনিশিয়ান দেখছি না কেন?' প্রশ্ন করল আসিফ।

'ভেসেলটা পুরোপুরি অটোমেটেড,' ব্যাখ্যা করল হেণ্ডারসন। 'অল্প ক'জন ক্রু, একদল গার্ড ও ডাইভার ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।'

'ডাইভার? হুম, এয়ারলকের বাইরে অনেকগুলো মুন-সুট দেখেছি। ওগুলো তা হলে ওদের জন্য।'

'আপনার নজর বেশ চোখা,' হাসল হেণ্ডারসন। 'স্ক্রিনের দিকে তাকান, ডাইভারদের কাজ দেখতে পাবেন।'

মাঝখানের বড় পর্দায় গোস্ট সিটির একটা কলাম ফুটে উঠেছে। নীচের দিকে আলোড়ন উঠল, পরমুহূর্তে মুন-সুট পরা একজন ডুবুরিকে উপরদিকে উঠে আসতে দেখা গেল—পায়ের তলার ভার্টিক্যাল থ্রাস্টার ব্যবহার করছে। পিছু পিছু আরও কয়েকজন উঠে এল। সবার হাতে মোটা রাবারের হোস আর মেকানিক্যাল ম্যানিপুলেটর শোভা পাচ্ছে।

কলামের একদম মাথায় গিয়ে থামল ডুবুরি-দল। মৌমাছি যেভাবে মধু সংগ্রহ করে, সেভাবে কী যেন তুলতে শুরু করেছে হোসের সাহায্যে।

'কী করছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'আমি জানি,' বলে উঠল জয়েস। 'ভেন্টের মাথার মাইক্রোব কলোনি থেকে বায়ো-অর্গানিজম সংগ্রহ করছে।'

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল হেণ্ডারসন। 'পুরো কলোনিই তুলে আনছে ওরা। হোসের মাধ্যমে লিভিং অর্গানিজম আর ওখানকার লিকুইড টেনে আনা হচ্ছে আমাদের হোল্ডিং ট্যাঙ্কে।'

'বলতে চাইছেন, এটা একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'নট এগজ্যাক্টলি। দেখতে থাকুন।'

দু'জন ডুবুরিকে রেখে বাকিরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। ওরা নীচে নেমে পুরো কলামটাই কেটে ফেলতে শুরু করল বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে।

'মাই গড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জয়েস। 'কলামটা ধ্বংস করছেন আপনারা! কেন?'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকাল হেণ্ডারসন, মেরিন বায়োলজিস্টের প্রতিক্রিয়া দেখে না জানি ব্যাটা কী করে বসে! কিন্তু লোকটা অলস ভঙ্গিতে এককোণে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়েছে। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। স্বস্তি অনুভব করল হেণ্ডারসন। ইশারায় পাশের একটা দরজা দেখাল গার্ডকে, ওখানে যেতে চায়। হাত নেড়ে অনুমতি দিল লোকটা, চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

দরজা পেরিয়ে নতুন একটা কামরায় তিন বন্দিকে নিয়ে এল হেণ্ডারসন। বেশ বড়, ভিতরে অনেকগুলো বৃত্তাকার চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছে।

'এখানে কথা বলতে পারি আমরা,' বলল সে। 'ওগুলো আমাদের স্টোরেজ ভ্যাট—বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়েল রাখা হয়।'

'হোল্ডিং ক্যাপাসিটি তো বিশাল!' মন্তব্য করল তানিয়া।

'ন্যাচারাল হ্যাবিটাট থেকে সরিয়ে আনার পর অর্গানিজমগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন,' বলল হেণ্ডারসন। 'সেজন্যেই কলাম কেটে আনছি আমরা, পরিবেশটা অক্ষত রাখার জন্য। তারপরও যা সংগ্রহ করি, তার খুব সামান্য পরিমাণ পৌঁছাতে পারি মেইনল্যাণ্ডে।'

'কোথায় সেটা?'

'একটা দ্বীপে। ওখানে একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে। আমাদের সংগ্রহ করা স্পেসিমেনগুলো প্রসেস করা হয়। কিছুদিন পর পর গিয়ে সবকিছু আনলোড করে আসি আমরা।'

'দ্বীপটার লোকেশন জানেন?'

'উঁহুঁ। সেটা গোপন রাখা হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।' খোলা দরজা দিয়ে গার্ডকে উঠে দাঁড়াতে দেখল হেণ্ডারসন। 'দুঃখিত, আলোচনার সমাপ্তি এখানেই টানতে হচ্ছে। আমাদের বেবিসিটার অধৈর্য হয়ে উঠেছে কিনা! চলুন ফিরি।'

'দাঁড়ান!' খপ্ করে তার হাত ধরল আসিফ। 'দ্বীপটা সম্পর্কে যা জানেন, বলুন। ওটাই হয়তো আমাদের পালানোর একমাত্র সুযোগ।'

'পালাবেন?' মুখ বাঁকাল হেণ্ডারসন। 'অসম্ভব! কোনও আশা নেই।'

'আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই।'

'দ্বীপটা দেখলে হাল-বৈঠা... সবকিছুই ছেড়ে দেবেন আপনারা।'

'কেন? কী আছে ওখানে?'

তিক্ত হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'জীবন্ত দুঃস্বপ্ন... যা পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

দুই

শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখতে দেখতে নির্মাতাদের প্রতি আশ্চর্য এক শ্রদ্ধা অনুভব করল মাসুদ রানা। কতশত বছর আগে বানানো হয়েছে কে জানে, কিন্তু একবিন্দু খুঁত নেই কোথাও। রক্তপিপাসু শক্রদেরকে তো ঠেকাবেই, সেই সঙ্গে ভিতরের কাউকেও বাইরে যেতে দেবে না এ-প্রাচীর।

'কী বুঝছ?' পাশ থেকে প্রশ্ন করল লুনা পারসেল।

'অ্যালকাট্রায কারাগার যদি দ্বীপের বদলে মেইনল্যাণ্ডে বানানো হতো, তা হলে বোধহয় এমনই দেখাত।'

'আমরা তা হলে কী করব?'

লুনার কনুইয়ের ভাঁজে নিজের হাত ঢোকাল রানা। 'যেভাবে বেড়াচ্ছিলাম, বেড়াব।'

বেরুনোর পথ বন্ধ, সেইসঙ্গে নিজেদের গাড়িটা গায়েব হয়ে যেতে দেখে আঙিনার চারধারে ঘুরতে শুরু করেছে ওরা। মনের ভিতরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চেহারায় ফুটতে দিচ্ছে না, আচরণ করছে বেড়াতে আসা একজোড়া কপোত-কপোতীর মতই। মাঝে মাঝে থামছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, ফেটে পড়ছে উচ্ছ্বাসে। শক্ররা বুঝুক, বন্দিদশা নিয়ে ওরা মোটেই ঘাবড়াচ্ছে না।

অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীরের উপর নজর বোলাচ্ছে রানা—কোথাও যদি একটু দুর্বলতা পাওয়া যায়... যদি পালাবার একটা উপায় পাওয়া যায়! কিন্তু অল্পক্ষণেই ও বুঝতে পেরেছে, পুরনো আমলের কারিগরদের খাটো করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের কীর্তি অম্লান হয়ে আছে উঁচু, ভীমদর্শন দেয়ালের চেহারা নিয়ে। কিছুতেই তা পেরুনো সম্ভব নয়।

প্রাচীরের উপরের ব্যাটলমেণ্টে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে কয়েক জায়গায়। কিন্তু সবগুলোর মুখই গ্রিলের দরজা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা টের পেয়ে মুখ কালো হয়ে গেল লুনার। বলল, 'মনে হচ্ছে ডানা ছাড়া দেয়াল টপকানো যাবে না।'

'আমার ডানাদুটো বাড়িতে ফেলে এসেছি,' রসিকতার সুরে বলল রানা। 'কাজেই ওড়ার চিন্তা বাদ দিতে হচ্ছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

'হ্যাঁ। যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? অন্য কোনও বুদ্ধি বের করতে হবে। চলো, ভিতরে ফিরে যাই।'

সদর দরজার সামনে ফিলিপ বুভারির দেখা পাওয়া গেল। এক গাল হাসি দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন আমাদের শ্যাতো?'

'চমৎকার! আজকাল তো এমন জিনিস চোখেই পড়ে না,' প্রশংসা করল রানা। 'একটা কথা... আমাদের গাড়িটা দেখলাম না কোথাও। ব্যাপার কী?'

'ওহ্, দুঃখিত। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। অন্যান্য গেস্টদের গাড়ি রাখার জন্য জায়গাটা খালি করতে হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো রানার—গাড়ির চাবি পেয়েছ কোথায়? কিন্তু করল না। এখুনি সংঘাতে জড়ানো ঠিক হবে না। ও শুধু বলল, 'আশা করি ফেরার সময় ফেরত পাবো ওটা?'

'ছি! ছি! এ কেমন কথা? আপনার গাড়ি... যখন যাবেন, অবশ্যই নিয়ে যাবেন ওটা। ট্যাঙ্কে ফুয়েলও ভরে দেয়া হবে। ইয়ে... বিনা অনুমতিতে গাড়ি সরানোয় আপনি কিছু মনে করেননি তো?'

'উঁহুঁ, আপনারা না সরালে তো আমাকেই সরাতে হতো।'

'শুনে খুশি হলাম। আসুন ভিতরে। গেস্টরা একটু পরেই এসে যাবে। আপনারা ফ্রেশ হয়ে পোশাক পাল্টে নিন।'

শ্যাতোর পিছনের অংশে, চওড়া একটা সিঁড়ি ধরে ওদেরকে দোতলায় নিয়ে গেল ফিলিপ। বিশাল এক বারান্দা আছে ওখানে, লাগোয়া দুটো গেস্ট রুম। নামে রুম হলেও আসলে ওগুলো স্যুইট—বেডরুম আর সিটিং এরিয়া রয়েছে আলাদাভাবে। এ ছাড়া আছে অ্যাটাচড্ বাথ। পুরো অভ্যন্তর মার্বেল পাথর আর দামি কার্পেট দিয়ে মোড়ানো। দেয়ালে গিল্টি করা সোনালি কারুকাজ। পছন্দ হলো না রানার, সৌন্দর্যের চেয়ে অতিথিদের সামনে বাড়ির মালিকের টাকার গরম দেখাতেই এতসব করা হয়েছে।

বিছানার উপর পার্টির কস্টিউম বিছিয়ে রাখা হয়েছে। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে নিল রানা, তারপর গায়ে চড়াল পোশাকটা। ফিটিং মন্দ হয়নি, শুধু কাঁধের কাছটা একটু টান টান হয়ে আছে। আয়নায় নিজেকে দেখল ও, তারপর রুম থেকে বেরিয়ে লুনার দরজায় টোকা দিল।

পাল্লা ফাঁক করে শুধু মাথা বের করল লুনা। রানাকে দেখেই ফেটে পড়ল হাসিতে। বলল, 'মাদাম বুভারির সেন্স অভ হিউমারকে ছোট করে দেখেছি। অত্যন্ত রসিক মানুষ তিনি!'

সাদা-কালো চেক-কাটা একটা ভাঁড়ের পোশাক দেয়া হয়েছে রানাকে। মাথায় চোঙার মত টুপি, তাও একই রকম। খুবই হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে।

লুনার মন্তব্যে বিব্রত হলো না রানা। বলল, 'স্কুলের টিচাররা সবসময় আমাকে ক্লাসের ভাঁড় বলতেন। মনে হচ্ছে ওঁদের কথা এতদিনে হাতেনাতে ফলে গেছে।'

'এক্কেবারে!'

'তোমার কী দশা, দেখতে পারি?'

দরজা খুলে ধরল লুনা, রানা ভিতরে ঢুকতেই মোহনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল ওর সামনে। জিমন্যাস্ট এবং ব্যালে নর্তকীদের মত একটা কালো রঙের ওয়ান-পিস স্কিনটাইট পোশাক পরেছে ও—শরীরের প্রতিটা বাঁক... প্রতিটা উত্থান-পতন বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। পায়ে পশমি স্লিপার, হাতে পশমি গ্লাভস্। মাথায় রয়েছে একটা হেডব্যাণ্ড, তাতে ছুঁচালো দুটো কান উঁচু হয়ে আছে।

'কেমন দেখাচ্ছে?' জানতে চাইল লুনা।

'মিঁয়াও!' নাকি সুরে বেড়ালের ডাক নকল করল রানা।

হেসে উঠল লুনা।

ঠিক তখুনি দরজায় উদয় হলো বাটলার ভ্যাসিলি। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। মাদাম বুভারি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে ককটেল আর ডিনারের জন্য আর্মারিতে নিয়ে যেতে।'

কথা বলার ফাঁকে লুনার উপর লোভী দৃষ্টি বোলাচ্ছে লোকটা। চকিতের জন্য রানার দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটদুটো। ভ্যাসিলিকে পছন্দ হলো না রানার। বাটলারসুলভ কোনও গুণই দেখতে পাচ্ছে না ওর মধ্যে, তারচেয়ে ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবেই ব্যাটা বেশি মানানসই।

ভেলভেটের দুটো মুখোশ পরে নিল রানা-লুনা। তারপর অনুসরণ করল ভ্যাসিলিকে। একটু পরেই কোলাহলে মুখর আর্মারিতে প্রবেশ করল ওরা। রঙ-বেরঙের কস্টিউম পরে

বিশ-পঁচিশজন নারী-পুরুষ জমায়েত হয়েছে ওখানে। এককোণে বার স্থাপন করা হয়েছে, সেখান থেকে ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেন নিয়ে ভিড়ের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে টাক্সিডো-পরা কয়েকজন ওয়েইটার—চেহারা-সুরতে ভ্যাসিলির ক্লোন বলা যায় ওদেরকে। ইঁদুরের সাজ নিয়ে একদল মিউজিশিয়ান হালকা সঙ্গীত পরিবেশন করছে।

ড্রিঙ্কের দুটো গ্লাস নিল রানা—নিজে একটা রেখে লুনার হাতে তুলে দিল অন্যটা, তারপর ভাল একটা জায়গা বেছে অবস্থান নিল। সবার উপর নজর রাখার ইচ্ছে। পুরুষ আর মহিলার সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না, কস্টিউমের কারণে তাদের চেহারা আর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে গেছে।

পার্টির থিম অনুমান করার চেষ্টা করছিল রানা, এমন সময় কালো পাখির বেশে লম্বা-চওড়া একজন মানুষ এগিয়ে এল। মদ্যপানে মাতাল, সারা শরীর দুলছে। জড়ানো গলায় ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, 'ওয়ানস্ আপন আ মিডনাইট ড্রিয়ারি... ধ্যাত্, এরপর যেন কী?'

লাইনটা চিনতে পারল রানা। দ্রুত বলে দিল পরেরটুকু। 'হোয়াইল-আই পণ্ডারড্, উইক অ্যাণ্ড ওয়্যারি...'

ডানা-সদৃশ দু'হাতে তালি দিয়ে উঠল কালো পাখি। পাশ দিয়ে একজন ওয়েইটারকে যেতে দেখে ছোঁ মেরে তুলে নিল মদের গ্লাস। তাতে চুমুক দেয়ার জন্য সরিয়ে ফেলল পাখির মুখোশ। থলথলে একটা চেহারা বেরিয়ে এলো। মাঝবয়েসী।

'কাব্যমনা আরেকজনের দেখা পেয়ে খুশি হলাম,' জড়ানো গলায় বলল আগন্তুক। 'আপনার পরিচয়?'

নাম বলল রানা, লুনাকেও পরিচয় করিয়ে দিল।

হাত মিলিয়ে লোকটা বলল, 'আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমার নাম *নেভারমোর।* তবে অন্য সময়ে... মানে যখন অ্যালান

পো-র বিষণ্ন পাখি সেজে থাকি না, তখন লোকে আমাকে ওয়ালটন বলে ডাকে। লর্ড ওয়ালটন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুরবস্থা বুঝতেই পারছেন, আমার মত একটা মানুষকে নাইট বানিয়ে দিয়েছে!' মাতলামির তোড়ে এলোমেলো কথা বেরুচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। 'মাফ করবেন, আমার গ্লাস খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ড্রিঙ্ক দরকার।'

শব্দ করে ঢেঁকুর তুলে বারের দিকে চলে গেল ওয়ালটন। পার্টির থিম পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। এডগার অ্যালান পো! বিখ্যাত লেখকটির বিভিন্ন চরিত্রের সাজ নিয়েছে সবাই। লুনাকে বানানো হয়েছে *দ্য ব্ল্যাক ক্যাট*-এর কালো বেড়াল, ও হয়েছে *দ্য কাস্ক অভ অ্যামন্টিলাডো*-র হতভাগ্য ভাঁড়।

অন্যান্য অতিথিদের উপর নজর বোলাল রানা। লাশের মত সাজ নিয়েছে এক মহিলা—পরনে ময়লা, রক্তমাখা বিয়ের পোশাক। *দ্য ফল অভ দ্য হাউস অভ আশার।* আরেক মহিলার পোশাকে হাজারো পিতলের ঘণ্টা। *দ্য বেল।* বনমানুষের সাজে বারে হেলান দিয়ে মার্টিনি খাচ্ছে এক লোক। *দ্য মার্ডারস্ ইন দ্য রু মর্গ।* পাশে দাঁড়ানো লোকটির বুকে শোভা পাচ্ছে একটা বিশাল পোকা। *দ্য গোল্ড বাগ।*

অ্যালান পো-র প্রতিটি লেখাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভায়োলেন্স আর বীভৎসতার উপকরণ। মাদাম বুভারি মনে হচ্ছে দুটোরই ভক্ত। কিন্তু কোথায় সে?

হঠাৎ থেমে গেল সঙ্গীত। ঝট্ করে খুলে গেল আর্মারির দরজা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কলরব। দীর্ঘাঙ্গিনী একটা মূর্তি উদয় হয়েছে প্রবেশপথের সামনে। লর্ড ওয়ালটনের হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস পড়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল সে, 'মাই গড!' নিজের অজান্তেই সবাই পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দরজায় দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছে,

এইমাত্র কবর থেকে উঠে এসেছে সে। জিন্দালাশ! গায়ের গাউনে কাদামাটির আস্তর, মুখোশটা প্রায়-নিখুঁত, যেন খুলির গায়ে সেঁটে আছে চামড়া, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। অক্ষিকোটরের গভীরে বসে গেছে চোখদুটো।

যেন বাতাসে ভেসে রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জিন্দালাশ। থামল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সবার দিকে। তারপর হাততালি দিয়ে খনখনে গলায় বলল, '*মাস্ক অভ রেড ডেথ*-এ স্বাগতম! প্লিজ, উপভোগ করুন সময়টা। কারণ লাল মৃত্যু যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত মূল্যবান।'

নার্ভাস হাসি ফুটল অতিথিদের মুখে। আইরিন বুভারিকে চিনতে পেরেছে। বাজনা শুরু হয়ে গেল আবার। ওয়েইটাররা ঘুরতে শুরু করল খাবার আর ড্রিঙ্কের ট্রে নিয়ে।

রানা ভেবেছিল অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবে মাদাম বুভারি, কিন্তু তা না করে সোজা ওর দিকেই এগিয়ে এল মহিলা। মুখ থেকে মুখোশ খুলে হাসল। বলল, 'ভাঁড়ের পোশাকে আপনাকে দেখি চমৎকার মানিয়েছে, মসিয়ো রানা!' কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

'ধন্যবাদ, মাদাম বুভারি,' বলল রানা। পাল্টা খোঁচা মারল। 'কোনও মহামারীর এমন জীবন্ত রূপ আমিও আগে দেখিনি।'

ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'কথার মারপ্যাঁচ ভাল জানেন আপনি।' লুনার দিকে তাকাল। 'কালো বেড়াল হিসেবে আপনাকেও দারুণ লাগছে, মাদমোয়াজেল দুঁমো।'

'ধন্যবাদ, মাদাম,' হাসল লুনা। 'কথা দিচ্ছি, আপনার মিউজিশিয়ানদের খেয়ে ফেলব না। ইঁদুর আমার যতই পছন্দ হোক না কেন।'

ঈর্ষার দৃষ্টিতে লুনাকে দেখছে মাদাম বুভারি। নিজের ফেলে আসা যৌবনের সঙ্গে তুলনা করছে যেন। বলল, 'চাইলেও

পারবেন না। ওরা রাক্ষুসে ইঁদুর।' রানার দিকে ফিরল। 'পোশাক বাছাই করার সুযোগ দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। ভাঁড় সাজতে আপনার খারাপ লাগছে না তো?'

'মোটেই না,' মাথা নাড়ল রানা। 'রাজসভার ভাঁড়েরা এককালে যথেষ্ট খাতির পেত। রাজাকে পরামর্শ দিত ওরাই। হাসির পাত্র সাজতে আপত্তি নেই আমার, সত্যি সত্যি না বানালেই চলে।'

'বিয়েন,' হেসে বলল মাদাম বুভারি। চোখ চলে গেল প্রবেশপথের দিকে। 'এই তো, আমার *প্রিন্স প্রসপেরো* এসে পড়েছে।'

আঁটোসাঁটো পাজামা আর বেগুনি ভেলভেটের টিউনিক পরা একজনকে ঢুকতে দেখা গেল আর্মারিতে। কাছে এসে টুপি আর মুখোশ খুলে ফেলল। ফিলিপ বুভারি। বাউ করে বলল, 'তোমার এণ্ট্রান্সের তারিফ শুনছি সবখানে, মা। অতিথিদের নাকি বুকে কাঁপন তুলে দিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল মাদাম বুভারি। 'এ-পার্টির কথা ভুলতে পারবে না ওরা। তুমি যাও, ওদের সবার সঙ্গে কথা বলো। আমি আসছি একটু পরে।'

আবার বাউ করে চলে গেল ফিলিপ।

'ইন্টারেস্টিং লোকজন দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা, ভিড়ের উপর দৃষ্টি বোলাচ্ছে। 'সবাই কি আপনার প্রতিবেশী?'

'উঁহুঁ,' মাদাম বুভারি মাথা দোলাল। 'এদের বেশিরভাগই বিভিন্ন অস্ত্র-ব্যবসায়ী পরিবারের অংশ। অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ আর বিত্তের প্রতিনিধিত্ব করছে এরা, যার পুরোটাই গড়ে উঠেছে মৃত্যু আর ধ্বংসের উপর ভর করে। ওদের পূর্বপুরুষরা তীর-ধনুক আর বর্শা থেকে শুরু করে কামান আর বোমা পর্যন্ত সব ধরনের অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, ওদের অস্ত্রেই খুন হয়েছে

লক্ষ-কোটি মানুষ, তছনছ হয়ে গেছে পৃথিবীর অনেক দেশ-জাতি। এমন একটা সমাবেশে অংশ নিতে পারা যে-কারও জন্য ভাগ্যের ব্যাপার।'

'উল্টো মনোভাব পোষণ করলে আশা করি আপনি অপমানিত হবেন না।'

তাচ্ছিল্য ফুটল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'আপনাকে দোষ দিই না। নাচ-গানে মশগুল এই গর্দভগুলোকে দেখে শ্রদ্ধা অনুভব করা সত্যি কঠিন। বাপ-দাদাদের রক্ত আর ঘাম ঝরানো টাকায় ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে ওরা। এককালের মহা-পরাক্রমশালী কোম্পানি আর কার্টেলগুলো এখন স্টক একচেঞ্জের নামমাত্র কর্পোরেশন ছাড়া আর কিছু নয়। কেন ভয় করবেন ওদের? কেন সম্মান দেখাবেন?'

'লর্ড ওয়ালটনও কি ওদের দলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরও খারাপ অবস্থা। পরিবারের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর। বিশ্বাস করা কঠিন, এককালে ফর্জড্ স্টিলের রহস্য ওরা ছাড়া আর কেউ জানত না। একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ওদের। পরে অবশ্য ফর্মুলাটা চুরি করে আনি আমরা।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুভারিদের ক্ষয় নেই,' মন্তব্য করল রানা।

'তা বলছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'সামাজিক এবং পারিবারিক অবক্ষয় হলো চিরন্তন সত্য, কেউ তা এড়াতে পারে না। কিন্তু চোখের সামনে পরিবারের অধঃপতনও সহ্য করতে পারব না। তাই যতদিন বেঁচে আছি, *স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ*-এর নিয়ন্ত্রণ ছাড়ছি না আমি।'

'চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না,' বলে উঠল লুনা।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। চোখের তারায় আগুন জ্বলছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললেন

আপনি?'

থতমত খেয়ে গেল লুনা। কথাচ্ছলে যা বলেছে, তার জন্য এমন প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। কোনোমতে বলল, 'না... মানে... বলছিলাম যে, কেউই অমর নয়। কতদিনই বা আর পরিবারকে রক্ষা করতে পারবেন আপনি?'

'মানুষ মরণশীল, তা আমি জানি, মাদমোয়াজেল দুঁমো,' বলল মাদাম বুভারি। 'তবে কথা হলো, কেউ তাড়াতাড়ি মরে, কেউ বেঁচে থাকে বহুদিন। নিশ্চিত থাকুন, খুব শীঘ্রি বুভারিদের পতন ঘটছে না। শৌর্য-বীর্য নিয়ে আরও শত শত বছর টিকে থাকব আমরা।' কথাটা বলে একটু যেন শান্ত হলো সে। 'মাফ করবেন, বাকি গেস্টদের কাছে যেতে হয় এবার। অপেক্ষা করুন আপনারা, একটু পরেই ডিনার সার্ভ করা হবে।'

বীভৎস মুখোশটা পরে চলে গেল মহিলা। রানাকে জিজ্ঞেস করল লুনা, 'কী ঘটল, বলো তো? আমার কথায় উনি এমন খেপে গেলেন কেন?'

'স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছ হয়তো,' বলল রানা। 'বুড়িয়ে যাবার কথা শুনতে চান না ভদ্রমহিলা। বয়সকালে নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। আমিও হয়তো প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'অনুভূতিহীন একটা লাশকে ভালবাসতে পারতে?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

হাসল রানা। 'ওরে বাবা! বেড়াল দেখি নখের আঁচড় কাটে!'

'আমার নখ যে কত ধারালো, তা এখনও টের পাওনি তুমি।' শ্রাগ করল লুনা। 'যাক গে... তোমার খবর জানি না, তবে আমি ভীষণ বোর ফিল করছি।'

নতুন একদল ভৃত্যকে কামরায় ঢুকতে দেখল রানা। ডজনখানেক রুক্ষ চেহারার লোক... নিঃশব্দে অবস্থান নিল

আর্মারির প্রতিটি প্রবেশপথের সামনে।

'ধৈর্য ধরো,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'আমার ধারণা, পার্টির আসল মজা শুরু হতে যাচ্ছে এবার।'

তিন

পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছে লর্ড ওয়ালটন। কাকের মুখোশটা তুলে রেখেছে মাথার উপর, যাতে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে অসুবিধে না হয়। মধ্যযুগীয় স্টাইলে আয়োজন করা ডিনারের পুরো সময় ধরে সে পানির মত মদ গিলেছে। খাবার-দাবার চিবোয়নি বলতে গেলে, মদের স্রোতের সঙ্গে ঢুকিয়েছে পেটের ভিতর। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। রানা আর লুনা খেয়েছে খুব কম, ভদ্রতা বজায় রেখে। ড্রিঙ্ক করেছে খুব সামান্য, যাতে নেশা না হয়।

ডেজার্টের ডিশ সরিয়ে নেয়া হতেই উঠে দাঁড়াল ওয়ালটন। হাতের গ্লাসে টুনটুন করে টোকা দিল চামচ দিয়ে, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। জড়ানো গলায় বলল, 'একটা টোস্ট অফার করতে চাই আমাদের মেজবানের উদ্দেশে।'

গ্লাসে পাল্টা টোকা দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল বাকি অভ্যাগতরা।

উৎসাহ পেয়ে হাসল ওয়ালটন। 'আপনারা সবাই জানেন, ওয়ালটন আর বুভারি পরিবারের উৎস অনেকদিনের পুরনো।

আপনারা নিশ্চয়ই এ-ও জানেন, বুভারিরা ওয়ালটনদের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল ফর্জড্ স্টিল তৈরির ফর্মুলা। তাতে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে ওরা... আর আমরা হারিয়ে গেছি বিস্মৃতির অতলে।'

'যুদ্ধের ফসল,' গ্লাস উঁচু করে বলল রু মর্গের বনমানুষ।

'সেটা ভেবে পান করতে রাজি আছি আমি,' বলল ওয়ালটন। চুমুক দিল নিজের গ্লাসে। তারপর খেই ধরল কথার। 'দুর্ভাগ্য, কিংবা সৌভাগ্যক্রমে কখনও বুভারিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইনি আমরা, কারণ অকালে প্রাণ হারানোর একটা বাজে অভ্যাস আছে বুভারিদের।'

'ভালবাসার ফসল,' ঘণ্টিঅলা মহিলা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল অতিথিরা।

সবাই চুপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়ালটন। তারপর বলল, 'আমার সন্দেহ আছে, ভালবাসা নামক শব্দটা এ-বাড়িতে কখনও উচ্চারিত হয়েছে কি না। তবে তা নিয়ে বুভারিদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। ভাল তো যে কেউ বাসতে পারে, কিন্তু ক'টা পরিবারের সাধ্য আছে একার চেষ্টায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাধানোর?'

আচমকা নীরব হয়ে গেল সবাই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাদাম বুভারির দিকে। টেবিলের মাথায় একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে বসে আছে সে, পাশে ফিলিপ। মুখে একটা মেকি হাসি ঝুলছে, কিন্তু ওয়ালটনের কথা শুনে ক্রোধ ফুটে উঠল চোখের তারায়।

'বাড়িয়ে বলা লর্ড ওয়ালটনের অভ্যাস,' কণ্ঠ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল মহিলা। 'বুভারি পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলছেন উনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পিছনে বহু কারণ ছিল—লোভ, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ... আরও কত কী! ভুললে চলবে না, এখানে উপস্থিত প্রতিটা পরিবারই

যুদ্ধটা উস্কে দেয়ায় ভূমিকা রেখেছিল।'

গা জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসল ওয়ালটন। 'যেখানে কৃতিত্ব পাওনা, সেখানে কৃতিত্ব নাও, মাই ডিয়ার আইরিন! হ্যাঁ, সে-আমলের সমস্ত সংবাদপত্র আমাদের কথায় উঠত-বসত; অসৎ রাজনীতিকদেরও ঘুষ দিয়েছিলাম আমরা যুদ্ধটার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু বুভারি পরিবার ছিল কয়েক কাঠি সরেস, গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দকে খুনের জন্য টাকার জোগান দিয়েছিল ওরা। ওই হত্যাকাণ্ডই পুরো দুনিয়াকে জড়িয়ে ফেলেছিল রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ে। থিয়োডর বুভারি যে পরিকল্পনাটার বিপক্ষে ছিল, সে-গুজব আমরা সবাই শুনেছি। সম্ভবত সেজন্যেই অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে তাকে।'

'ওয়ালটন!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল মাদাম বুভারির কণ্ঠ।

কিন্তু কথায় পেয়ে বসেছে ইংরেজ লর্ডকে। মদে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'আপনারা যা জানেন না, তা হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনেও দারুণ কারিশমা রয়েছে বুভারিদের। জনৈক অস্ট্রিয়ান কর্পোরালের রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে সমস্ত খরচ দিয়েছিল ওরা, জাপানি ইম্পেরিয়াল আর্মি-কেও ঘুষ দিয়েছিল আমেরিকা আক্রমণের জন্য। তবে সেবারের বিনিয়োগ খুব একটা লাভজনক হয়নি বলে ব্যাপারটা চেপে গেছে ওরা। আমেরিকা ওদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে টের পেয়ে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের কারখানায় বোমাবর্ষণ করেছিল। অবশ্য তাতে কী এসে যায়? আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে আবারও পুরনো অবস্থানে ফিরে এসেছে ওরা। ওই যে... কী যেন বললেন... হ্যাঁ, যুদ্ধের ফসল।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে স্যালারির ভিতরে।

এক টানে মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলল মাদাম বুভারি। রাগ আর ক্রোধে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হলো,

পারলে খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে উদ্ধত লর্ডকে।

'ওয়ালটন, যথেষ্ট বলেছ,' বলে উঠল একজন অতিথি। 'এবার বসো।'

এই প্রথম মাদাম বুভারির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল ওয়ালটন। কুঁকড়ে গেল সে। বুঝতে পারছে, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ঠোঁট থেকে হাসি অদৃশ্য হলো তার, থেমে গেল মাতলামি। বোকার মত চাইল এদিক-সেদিক, তারপর বসে পড়ল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। যেন কুণ্ডলী খুলে খাড়া হলো একটা সাপ। ওয়ালটনের উপর থেকে দৃষ্টি ফেরাল না। বলল, 'চমৎকার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ, যদিও ওতে সত্যের লেশমাত্র নেই।' গ্লাস উঁচু করল সে। 'তাই নতুন একটা টোস্ট অফার করছি আমি। আসুন, ওয়ালটন পরিবারের হারানো সম্মানের উদ্দেশে পান করি।'

মৃদুস্বরে সায় জানাল অতিথিরা, ড্রিঙ্কে চুমুক দিল।

লর্ড ওয়ালটনের চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। কোনোমতে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'মাফ করবেন, আমি উঠব। শরীর ভাল লাগছে না, সম্ভবত বদহজম হয়েছে।'

তাড়াহুড়ো করে আসন ছাড়ল সে। টলমল পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ছেলের দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। 'ওঁকে সাহায্য করো। পা পিছলে পরিখায় পড়ে গেলেও আমাদেরকে দুষবে।'

কথাটা শুনে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু রানা গম্ভীর রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করেছে ইংরেজ লর্ড।

ওর দিকে ঝুঁকল লুনা। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

'হুঁ,' নিচু গলায় বলল রানা। 'নিজেদের নোংরা অতীত নিয়ে

ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করে না বুভারিরা। জনসমক্ষে তো নয়ই।'

ছেলের কানে কানে কী যেন বলল মাদাম বুভারি। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল ফিলিপ। বাটলার ভ্যাসিলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল আর্মারি থেকে। ফিরে এল দশ মিনিট পরে। একা। রানা আর লুনার দিকে তাকিয়ে মায়ের কানে ফিসফিসাল। জবাবে মৃদু মাথা ঝোঁকাল মাদাম বুভারি। চেহারা নির্বিকার। তবে কী ঘটেছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ওদের দুজনের নাম উচ্চারণ করেছে ফিলিপ। তারমানে ওয়ালটনের পরোয়ানায় ওদেরকেও যুক্ত করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ভ্যাসিলি। তাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ। হাততালি দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, প্রিন্স প্রসপেরোর পক্ষ থেকে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-লগ্নে বিশেষ এক চমকের আয়োজন করা হয়েছে।'

বাটলারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। জ্বলন্ত একটা মশাল তুলে দেয়া হলো তার হাতে। টিউনিকের ভিতর থেকে বড় একটা চাবি বের করল ফিলিপ, তারপর আর্মারির পিছনদিকে চলে গেল। গুপ্ত এক দরজা খুলে গেছে ওখানে, ওপাশে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার পাতালে। গুমোট গন্ধ পাওয়া গেল।

'সাহস থাকে তো আমাকে অনুসরণ করুন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ফিলিপ। নেমে গেল সিঁড়িতে।

হাসাহাসি করতে করতে ওর পিছু নিল অতিথিরা। লুনাও এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে বাধা দিল রানা।

'যেয়ো না,' বলল ও। 'ভাব দেখাও, যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছ।'

'হতে পারলে মন্দ হতো না,' বলল লুনা। 'ঘাড়ের কাছটা শিরশির করছে। মনে হচ্ছে ওখানে গেলে বিপদে পড়ব।'

'অভিনয় করো।'

সুযোগ পেল না লুনা, তার আগেই ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। বলল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে। দুঃখিত, আপনাদের সঙ্গে ভালমত আলাপ-পরিচয় হলো না।'

'আমিও দুঃখিত,' বলল রানা। 'লর্ড ওয়ালটনের বক্তৃতা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছি কি না!'

'বনেদি পরিবারগুলোর নামে গুজব ছড়াতে ভালবাসে লোকে। ওতে কান না দিলেই ভাল করবেন।' লুনার দিকে ফিরল মাদাম বুভারি। 'আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে আমাদের পরিবারের একটা জিনিস রয়ে গেছে।'

'কীসের কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই,' চেহারায় কাঠিন্য ভর করেছে মাদাম বুভারির। 'আমি জানি, আপনিই লুনা পারসেল। হেলমেটটা আপনার কাছেই আছে।'

'তারমানে জঘন্য ওই লোকটাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে?'

'গ্যাস্টন? না, ও আমার ছেলের পোষা কুকুর। জেনে খুশি হবেন, ব্যর্থতার উপযুক্ত শাস্তি পেতে চলেছে সে। আপনিও রেহাই পাচ্ছেন না। আমাদের পরিবারের সম্পদ কোথায় লুকিয়েছেন, তা বের করে ছাড়ব। মসিয়ো রানা, আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। কাজেই বিদায়!'

'আশা করি আবার দেখা হবে,' হাসিমুখে বলল রানা।

শীতল দৃষ্টি ফুটল মাদাম বুভারির চোখে। 'আমার তা মনে হয় না।'

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে গেল আর্মারি থেকে।

রানা-লুনার দিকে এগিয়ে এল ভ্যাসিলি। মুখে কুটিল হাসি।

বলল, 'চলুন। মসিয়ো ফিলিপ অনেক আয়োজন করেছেন আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য। সেগুলো দেখতে না গেলে মনে খুব কষ্ট পাবেন।'

'ওঁর মনে কষ্ট দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের,' হালকা সুরে বলল রানা।

আরেকটা মশাল জ্বালল ভ্যাসিলি, ওদেরকে ইশারা করল এগোতে। দ্রুত পা চালিয়ে অতিথিদের মিছিলে যোগ দিল রানা আর লুনা। ভ্যাসিলি থাকল পিছনে, যাতে ওরা অন্য কোথাও যেতে না পারে।

পাথুরে সিঁড়ি পেরিয়ে ছ'ফুট চওড়া একটা প্যাসেজে নেমে এল মিছিল। পরিবেশটা ভীতিকর, ক্লস্ট্রোফোবিয়া জাগানোর মত। নিজের অজান্তেই হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে দিল অতিথিরা, নীরব হয়ে গেল।

প্যাসেজ ধরে লম্বা একটা চেম্বারে ঢুকল ফিলিপ। দেয়ালে অনেকগুলো পাথুরে শেলফ দেখা গেল, প্রতিটিতে শুয়ে আছে একটা করে কঙ্কাল। কাছের একটা খুলি তুলে নিল ফিলিপ, দর্শকদের দিকে ফিরে বলল, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, শ্যাতো বুভারির ক্যাটাকুমে স্বাগতম! আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হোন। ওঁরা আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না বলে দুঃখিত।'

কেউ কোনও কথা বলল না। খুলিটা রেখে দিয়ে আবার এগোতে শুরু করল ফিলিপ। সবাইকে দ্রুত পা চালাতে বলছে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে নতুন একটা প্যাসেজে পৌঁছুল মিছিল। দু'পাশে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটার মুখে লোহার শিক লাগানো। ফিলিপ জানাল, শ্যাতোর ডানজনে পৌঁছেছে ওরা। প্রকোষ্ঠগুলো কারাগার এবং টর্চার চেম্বার হিসেবে ব্যবহার হতো এককালে।

এডগার অ্যালান পো-র বিভিন্ন গল্পের দৃশ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে একেকটা প্রকোষ্ঠ। নিখুঁত মোমের মূর্তি শোভা পাচ্ছে সবক'টায়, যেন এখুনি নড়ে উঠবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে এক তরুণীর লাশ ঠেসে চিমনিতে ঢোকাচ্ছে বিশাল এক লোমশ গরিলা। পরেরটাতে কবর খুঁড়ে উঠে আসছে এক লোক। মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক রোগীকে সম্মোহন করা হচ্ছে আরেকটি প্রকোষ্ঠে। অপূর্ব এই প্রদর্শনী, মাদাম তুসোর মিউজিয়ামকে হার মানাবে। সবাই মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকল প্রকোষ্ঠগুলো।

পিছিয়ে এসে রানা আর লুনার সঙ্গে যোগ দিল ফিলিপ। মশালের আভায় তার মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখছেন, মসিয়ো রানা?'

'চমৎকার!' তারিফ করল রানা। 'টিকেটের ব্যবস্থা রাখলে প্রচুর আয় হবে আপনার।'

'এখুনি এ-কথা বলছেন? আসল চমক-ই তো দেখেননি এখনও। আসুন।'

সামনে এগিয়ে গেল ফিলিপ, শেষ প্রকোষ্ঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওটার ভিতরে লাল আলো জ্বলছে। মেঝেতে মুখ ব্যাদান করে আছে একটা বড় গর্ত, তার উপরে... কাঠের তৈরি একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। ধারালো একটা পেণ্ডুলাম দুলছে কাঠামোর উপর, প্রতি দুলুনির সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নামছে ওটা। ঠিক তলায়, কাঠামোর গায়ে চিত হয়ে আটকে আছে কালো কাকের পোশাক পরা একজন মানুষ। গায়ের উপর কিলবিল করছে অনেকগুলো ইঁদুর, পেণ্ডুলামটা তাকে দু'টুকরো করে ফেলবে খুব শীঘ্রি। অ্যালান পো-র *দ্য পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডুলাম* গল্পের দৃশ্য, যেখানে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন একজন বন্দির উপর এভাবে অত্যাচার চালায়। অন্যান্য প্রকোষ্ঠের সঙ্গে পার্থক্য হলো, এখানে বন্দির জায়গায় মোমের পুতুল নয়, লর্ড ওয়ালটনকে বেঁধে রাখা

হয়েছে!

'বড়ই চমৎকার, কী বলেন আপনারা?' দর্শকদের দিকে ফিরে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল ফিলিপ। 'এখানকার সবকিছুই বাস্তব। ইঁদুরগুলো... সেই সঙ্গে আমাদের কয়েদিও! লর্ড ওয়ালটন অত্যন্ত আমুদে মানুষ, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বেচ্ছায় এ-দৃশ্যে অংশ নিচ্ছেন।'

হালকা হাততালি দিল কয়েকজন। তবে সেদিকে খেয়াল নেই বন্দি লর্ডের, শরীর মোচড়ামুচড়ি করছে বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। পেণ্ডুলামটা তার বুকের এক ইঞ্চি উপরে নেমে এল।

'করছেন কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা। 'ভদ্রলোক মারা পড়বেন তো!'

'নাটকীয়ভাবে!' হাসল ফিলিপ। 'দেহটা দু'টুকরো হয়ে যাবে ওঁর!'

অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকাল সবাই। লোকটা ঠাট্টা করছে নাকি!

'রিল্যাক্স,' ফিসফিসিয়ে বলল ফিলিপ। 'ভয়ের কিছু নেই। পেণ্ডুলামের ব্লেড-টা কাঠের তৈরি। ভেবেছেন সম্মানিত একজন অতিথির রক্তে হাত রাঙাব আমি?'

কেউ কোনও কথা বলল না।

'আপনারা দেখি মজাও বোঝেন না!' গোমড়ামুখে বলল ফিলিপ। 'বেশ, তা হলে ব্যাপারটার ইতি টানি এখানেই।' বলে তুড়ি বাজাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল পেণ্ডুলামের দুলুনি, ব্লেডের কিনার তখন বন্দির বুক স্পর্শ করেছে। ভয়ানক এক আর্তনাদ বেরুল লর্ড ওয়ালটনের মুখ দিয়ে। কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

অতিথিদেরকে গাইড করে ডানজনের শেষ কামরায় নিয়ে গেল ফিলিপ। চারপাশের দেয়াল কালো মখমলে ঢেকে দেয়া

হয়েছে, মশালের আলো যেন শুষে নিচ্ছে সেই মখমল। ভীতিকর পরিবেশ। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল সবাই।

ফিলিপ বলল, 'বুঝতে পারছি, এখানে আর ভাল লাগছে না আপনাদের। ঠিক আছে, ভ্যাসিলিকে অনুসরণ করুন। ও আপনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাবে।'

খুশি হয়ে উঠল অতিথিরা। মশাল উঁচিয়ে একটা প্যাসেজ ধরে বেরিয়ে গেল ভ্যাসিলি, তার পিছু নিল সবাই। রানা আর লুনাও এগোচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল ফিলিপ বাধা দেয়ায়।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনারা আমাদের বিশেষ অতিথি,' বলল ফিলিপ। 'তাই বিশেষ একটা শো রয়েছে আপনাদের জন্য... শুধুই আপনাদের জন্য। আসুন।'

একপাশে গিয়ে ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ফেলল সে। দু'ফুট চওড়া আরেকটা প্যাসেজ দেখা গেল ওখানে।

'শো-টা না দেখলে চলে না?' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'উঁহুঁ,' বলল ফিলিপ। 'দেখতেই হবে আপনাদেরকে।' প্রিন্স প্রসপেরোর অভিনয় করছে না আর, স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে। পোশাকের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল, তাক করল রানা-লুনার দিকে। 'প্লিজ, এগোন। আমি পিছনে থাকব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লুনাকে নিয়ে প্যাসেজে পা রাখল রানা। পাতালের দিকে আরেকটা সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে থামল। পিছন থেকে তাড়া দিল ফিলিপ, মুহূর্তের জন্য পিস্তল সরাচ্ছে না। কী আর করা, নামতে শুরু করল ওরা।

যতই নীচে নামল, ততই কমল তাপমাত্রা। দু'পাশে ভেজা দেয়াল দেখতে পেল রানা, গা বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। বাতাসেও ভেজা গন্ধ, জলাভূমির পরিবেশ। সিঁড়ির শেষে ছোট এক প্রকোষ্ঠের দেখা মিলল—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশ ফুটের বেশি হবে না।

এক পাশের দেয়ালে কুলুঙ্গির মত খোপ—একজন মানুষ দাঁড়াতে পারবে ভিতরে। ওখানে শেকল ঝুলছে।

প্রকোষ্ঠে পৌঁছেই দেয়ালের খাঁজে মশাল আটকাল ফিলিপ। তারপর এক কোণে গিয়ে ক্যানভাস সরাল ছোট একটা স্তূপের উপর থেকে। ইঁটের সারি আর সিমেন্টের ভেজা মিশ্রণ রাখা হয়েছে তলায়। আর আছে একটা মদের বোতল।

বোতলটা তুলে নিল ফিলিপ, দাঁত দিয়ে কামড়ে কর্কের ছিপি খুলল। তারপর বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। বলল, 'পান করুন, মসিয়ো রানা।'

নির্বিকার দৃষ্টিতে বোতলের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'উপরতলা থেকে কিছু আনা যায় না? আবর্জনা থেকে তুলে আনা জিনিসে মুখ দিতে আপত্তি আছে আমার।'

'আবর্জনা নয়, আপনার জন্যই এটা এনে রেখেছি এখানে,' বলল ফিলিপ। হুমকির ভঙ্গিতে নাড়ল হাতের পিস্তল। ধমকের সুরে হুকুম দিল, 'খান!'

হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল রানা, মুখে ঠেকাল।

'তাড়াতাড়ি খান,' অধৈর্য শোনাল ফিলিপের কণ্ঠ।

বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ মেনে নিল রানা, দ্রুত খেতে শুরু করল। তাড়াহুড়োয় মুখ থেকে উপচে পড়ল মদ, কষা বেয়ে গড়াতে শুরু করল। কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না। বোতলের অর্ধেক শেষ করে সোজা হলো ও। মদটা বাড়িয়ে ধরল ফিলিপের দিকে।

'নিন, এবার আপনার পালা।'

'ধন্যবাদ,' কপট ভদ্রতা দেখাল ফিলিপ। 'তবে জ্ঞান হারাবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'মানে?'

'যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছেন আপনি, মসিয়ো রানা,' কঠিন হয়ে

উঠল ফিলিপের গলা। 'আমার মা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন আপনার উপর। আমাকে বলেছেন আপনাকে পথ থেকে সরাতে। ওঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চলেছি আমি।' গলা চড়াল সে। 'গ্যাস্টন! এসো, মাদমোয়াজেল লুনাকে তোমার চাঁদমুখটা দেখাও।'

সিঁড়ির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী একজন মানুষ, মশালের আলোয় তার চেহারা চিনতে কষ্ট হলো না। দিদিয়ের দেশমের দোকানে দেখা সেই দৈত্য! স্লিঙে ঝুলছে তার ডান হাত। লুনার পায়ের কাছে একটা তীর ছুঁড়ে ফেলল সে, ক্রসবো-র সাহায্যে এই তীর দিয়েই লোকটার হাত এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল লুনা।

'এটা তোমার,' গমগম করে উঠল দৈত্যের গলা।

আতঙ্কে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না লুনার, স্থবির হয়ে গেছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এসবের মানে কী?'

'এখুনি বুঝতে পারবেন,' বলল ফিলিপ। 'মদের সঙ্গে একটা ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে আপনাকে। ফলে খুব শীঘ্রি সারা শরীর অসাড় হয়ে যাবে, তবে অনুভূতিগুলো নষ্ট হবে না। জিন্দালাশ হয়ে যাবেন আপনি, অসহায়ভাবে দেখতে পাবেন নিজের পরিণতি।'

'কী পরিণতি?'

'*দ্য কাস্ক অভ অ্যামন্টিলাডো*, মসিয়ো রানা!' সকৌতুকে বলল ফিলিপ। 'সিমেন্ট আর ইঁট দেখে কিছু বুঝতে পারছেন না? দেয়ালের ওই খোপে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে আপনাকে!'

'ইউ বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে টলে উঠল। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, হুড়মুড় করে বসে পড়ল মেঝেতে।

অট্টহাসি দিল ফিলিপ। 'গালি না দিয়ে ফরচুনাতো-র ভূমিকা নিন, মসিয়ো রানা। বলুন—*ফর দ্য লাভ অভ গড, মন্ট্রেসর!* তা

হলে হয়তো ছেড়েও দিতে পারি আমি।'

জবাব দিল না রানা, ওর সারা শরীর দুলছে।

বিপদ বুঝতে পেরে স্থবিরতা কেটে গেল লুনার। ফিলিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, পিস্তলটা কেড়ে নিতে চায়। বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্যাস্টনের শরীরে। পিছন থেকে ভাল হাতের ভাঁজে লুনার গলা আটকে ফেলল সে, একটানে সরিয়ে আনল মনিবের উপর থেকে। দমবন্ধ হয়ে এল লুনার, দুর্বলভাবে খামচি দিল দৈত্যের হাতে। অবশ্য তাতে কোনও লাভ হলো না।

'বাহ্, বাহ্! মাদমোয়াজেল দেখি লড়াইও করতে জানেন!' বিদ্রূপ ঝরল ফিলিপের কণ্ঠে। 'গ্যাস্টন, ঝামেলা শেষ করো...'

কথা শেষ হলো না তার, আচমকা নড়ে উঠল রানা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, হাতের বোতলটা সজোরে নামিয়ে আনল দৈত্যের মাথার উপর। কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো, আর্তনাদ করে লুনাকে ছেড়ে দিল গ্যাস্টন। লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। পিস্তল ঘোরাল ফিলিপ, কিন্তু বুকের উপর রানার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। লাফ দিয়ে তার গায়ের উপর চড়ে বসল রানা। ফিলিপও কম যায় না, পড়ে গিয়েও অস্ত্র ছাড়েনি, হাত উঁচু করে গুলি করল।

নিখুঁত রিফ্লেক্সের কারণে বেঁচে গেল রানা। কাত হয়ে পড়ে গেল ফিলিপের উপর থেকে। কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। মাটিতে গড়ান দিয়ে উঠে বসতেই থমকে গেল। পিস্তলের ব্যারেল নিষ্কম্প হাতে ওর দিকে তাক করে রেখেছে ফিলিপ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এসে ওর কপালে অস্ত্র ঠেকাল।

'আপনি ডেঞ্জারাস মানুষ, মসিয়ো রানা,' বলল সে। 'যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে দেখছি খতম করা যাবে না আপনাকে। সরাসরি পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হচ্ছে।'

'দুঃখিত, এবারও হতাশ করতে হচ্ছে আপনাকে।' বলেই ছোবল মারল রানার হাত। মেঝে থেকে তীরটা তুলেই ঘ্যাচ করে নামিয়ে আনল ফিলিপের পায়ের পাতায়। নরম স্লিপার ভেদ করে ঢুকে গেল ধাতব ফলা।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফিলিপ। তবে চিৎকার শেষ হলো না তার, ট্রিগার চাপারও সময় পেল না। বসা থেকে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল রানা, ওর মাথা সজোরে বাড়ি খেল ফিলিপের চোয়ালে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার বিকট শব্দ হলো। জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ল বুভারি পরিবারের সন্তান... পোষা কুকুরের মাত্র কয়েক হাত তফাতে!

হতভম্ব হয়ে রানার কাণ্ডকারখানা দেখছে লুনা। এগিয়ে গিয়ে ওকে পরীক্ষা করল রানা। গলা লাল হয়ে আছে। জানতে চাইল, 'শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল লুনা।

'গুড!' বলল রানা। ফিলিপ আর গ্যাস্টনকে দেখল। ভালমতই অজ্ঞান হয়েছে ওরা। সহসা জ্ঞান ফিরবে না। পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজল। 'এদিকে এসো,' লুনাকে বলল ও। 'বদমাশদুটোকে আটকে রাখতে হবে।'

নড়ল না লুনা।

'কী হলো?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ক্... কীভাবে... তুমি...' মুখের ভাষা আটকে যাচ্ছে লুনার। গলা খাঁকারি দিল। 'মদে ওষুধ মেশানো ছিল, তাও তোমার কিছু হয়নি কেন?'

'খেয়েছি নাকি যে কিছু হবে?' হাসল রানা। 'ঢোক গিলিনি, সব গড়িয়ে বের করে দিয়েছি মুখ থেকে। ফিলিপকে বোকা বানানোর জন্য অভিনয় করেছিলাম। কপাল ভাল, কৌশলটা কাজে লেগেছে। এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

দুজনে মিলে ফিলিপ আর গ্যাস্টনকে কুলুঙ্গিতে ঢোকাল। শেকল আটকে দিল হাতে। ভাঁড়ের টুপিটা বুভারি-তনয়ের মাথায় পরিয়ে দিল রানা। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ফর দ্য লাভ অভ গড, মন্ট্রেসর!'

মশালটা হাতে তুলে নিল ও, লুনাকে নিয়ে উঠে এল ডানজনের উপরের অংশে। বেরুনোর আগে পেণ্ডুলামের প্রকোষ্ঠে ঢুকল। কাঠের কাঠামোর গায়ে লর্ড ওয়ালটন এখনও বন্দি। নড়ছে না, মুখে ভয়ানক আতঙ্কের একটা মুখোশ যেন স্থির হয়ে আছে। নাড়ি পরীক্ষা করল রানা, কোনও স্পন্দন নেই।

'ভদ্রলোক মারা গেছেন,' জানাল ও।

'কীভাবে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লুনা। 'রক্ত তো দেখতে পাচ্ছি না।' পেণ্ডুলামের গায়ে হাত বোলাল। 'ফিলিপ মিথ্যে বলেনি। জিনিসটা সত্যিই কাঠের তৈরি।'

'লর্ড ওয়ালটন জানতেন না সেটা। দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার ভয়ে হার্টফেল করেছেন বেচারা। চলো, আপাতত ওঁর জন্য কিছু করার নেই আমাদের।'

সাবধানে ডানজন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কোথাও কেউ নেই। ইতিমধ্যে শ্যাতোর অলিগলি মুখস্থ হয়ে গেছে রানার। পথ চিনে সদর দরজায় পৌঁছুতে দেরি হলো না। কেউ আটকাল না ওদেরকে। শ্যাতোর গাড়ি-বারান্দায় বেরুতেই বাকি অতিথিদের দেখা পাওয়া গেল। একে একে বিদায় নিচ্ছে তারা। ভৃত্যরা একটা করে গাড়ি নিয়ে আসছে দরজার সামনে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা-লুনা। কীভাবে বেরুবে ভাবছে। ভাগ্যদেবী সদয় হয়ে উঠলেন ওদের প্রতি, হঠাৎ রোলস-রয়েসটাকে এগোতে দেখল রানা। ওটাকেও সম্ভবত কোনও অতিথির গাড়ি বলে ভেবেছে ভৃত্যরা।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে গাড়ির পাশে পৌঁছুল রানা-লুনা। গাড়ি

থামতেই পিছনের দরজা খুলে ধরল রানা, সঙ্গিনীকে উঠতে ইশারা করল। আর তখুনি পিছনে শোনা গেল চিৎকার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আঁতকে উঠল রানা। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে মাদাম বুভ্যরির বাটলার ভ্যাসিলি।

চোখের পলকে পাশে দাঁড়ানো এক ভৃত্য বদলে গেল। বিনয়ের খোলস ছেড়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে, হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের ভিতর—পিস্তল বের করতে চাইছে। দেরি না করে লোকটার বুকে বেমক্কা এক লাথি হাঁকল রানা। দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিদের গায়ের উপর ছিটকে পড়ল সে। শুরু হয়ে গেল আতঙ্কিত চেঁচামেচি।

লুনা ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে গাড়িতে। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে ফেলল রানা, ভিতরে বসা লোকটার চোয়ালে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। তারপর কলার চেপে ধরে বের করে আনল ভিতর থেকে, ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও। ইঞ্জিন চালুই আছে, গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসিলারেটর।

টায়ার ঘর্ষণের বিচ্ছিরি শব্দ হলো, জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল রোলস-রয়েস। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, আড়াআড়িভাবে আঙিনা পেরিয়ে শ্যাতোর ফটকে পৌঁছুতে চাইছে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, কোথায় লাগল বোঝা গেল না। তার আগেই সামনে ভীমদর্শন এক ভৃত্য উদয় হলো, হাতে উজি সাবমেশিনগান, উঁচু করে রেখেছে, ফায়ার করতে যাচ্ছে গাড়ির উপর।

নিচু হয়ে গেল রানা, কুঁকড়ে ফেলল শরীরকে, কিন্তু গতি কমাল না। প্রচণ্ড গতিতে মেশিনগানধারীকে আঘাত করল রোলস-রয়েস, বেচারা তখনও ট্রিগার চাপতে পারেনি। ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর, মড়মড় করে ভাঙল

কাঁচ। দলা-পাকানো লাশটা মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে।

আবার সোজা হলো রানা। চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রবেশপথের ওপাশে ড্র-ব্রিজটা উঠে যেতে শুরু করেছে। শ্যাতোর ভিতর থেকেই সম্ভবত কণ্ট্রোল করা হয় ওটা। উঠছেও খুব দ্রুত। দাঁতে দাঁত পিষল ও, অ্যাকসেলারেটরের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। গোঁ গোঁ শব্দে প্রতিবাদ করে উঠল ইঞ্জিন, তবে দুরন্ত বেগে ছুটছে রোলস-রয়েস। রকেটের মত পেরিয়ে গেল শ্যাতো-প্রাচীরের মূল ফটক, উঠে পড়ল ড্র-ব্রিজে।

অর্ধেক পথ যেতেই রানা বুঝতে পারল, হার হতে চলেছে ওদের। ব্রিজ প্রায় খাড়া হয়ে গেছে, থেমে যাবার দশা রোলস-রয়েসের। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খসে পড়বে নীচে... আঙিনায় আছাড় খাবে। তাতে মৃত্যু না ঘটলেও আটকা পড়বে শ্যাতোর সীমানার ভিতরে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না ও, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিক পাল্টাল, গাড়ি নিয়ে সোজা ঝাঁপ দিল ড্র-ব্রিজ আর ফটকের মাঝখানের ফাঁক গলে।

যেন অনন্তকাল বাতাসে ভেসে রইল অ্যান্টিক রোলস-রয়েস, তারপর আছড়ে পড়ল পরিখার বুকে। ফুলঝুরির মত কয়েকশ' লিটার পানি ছিটকে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সারফেসে স্থির রইল গাড়িটা, তারপরই ভাঙা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে দ্রুতবেগে ঢুকতে থাকা পানির কাছে হার মানল; তলিয়ে গেল নিমেষে।

চার

প্রচণ্ড ঝাঁকিতে দম আটকে এল রানার। ব্যথাটা যখন সয়ে এল, তখন পরিখার তলদেশ স্পর্শ করেছে রোলস-রয়েসের চাকা। কপাল ভাল বলতে হবে, উল্টে যায়নি। যুগ-যুগান্তর ধরে জমে থাকা ধুলো আর কাদার স্তরে আলোড়ন উঠল, তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল গাড়িটা। হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকা পানির মাঝে হামাগুড়ি দিল রানা, চলে এল ব্যাকসিটে। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে সঙ্গিনীকে খুঁজছে।

রানার ছোঁয়া পেয়েই ওর হাত খামচে ধরল লুনা। তাকে উঁচু হতে সাহায্য করল রানা। দু'জনে মুখ তুলল আটকা পড়া বাতাসের মাঝখানে। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। মুখ থেকে পানি বের করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

গড়গড়া করার মত শব্দ বেরুল লুনার মুখ দিয়ে। ইতিবাচক জবাব দিচ্ছে।

থুতনি পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি। বকের মত গলা বাড়িয়ে মুখটা বাতাসে রাখার প্রয়াস চালাল রানা। বলল, 'ভয় পেয়ো না, শান্ত থাকো। দম ফুরিয়ে গেলে আমার হাতে চাপ দিয়ো। বুঝতে পেরেছ?'

আরেকবার গড়গড়ার আওয়াজ হলো।

'গুড,' রানা বলল। 'তিনবার দম নাও। শেষটা আটকে রেখো।'

যতটুকু পারে, ফুসফুসে বাতাস ভরে নিল দু'জনে। তারপর ডুব দিল পানিতে। একপাশের দরজা খুলে ফেলল রানা, ওখান দিয়ে লুনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবুজাভ পানি ঝলমল করে উঠছে চারপাশে। উপর থেকে পরিখায় আলো ফেলছে শ্যাতো বুভারির প্রহরীরা। মাথা তোলামাত্র খুন করা হবে ওদেরকে। এঁকেবেঁকে আলোকরশ্মিগুলোকে ফাঁকি দিল রানা, সঙ্গিনীকে নিয়ে ডুবসাঁতার কেটে সরে যাচ্ছে দূরে।

কয়েক গজ যেতেই ওর হাতে চাপ দিল লুনা। সাঁতার থামাল না রানা, পাল্টা চাপ দিয়ে ধৈর্য ধরার সঙ্কেত পাঠাল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আরও জোরে ওর হাত চেপে ধরল লুনা, ওর দম ফুরিয়ে এসেছে। সারফেসের অন্ধকার একটা অংশ লক্ষ্য করে উঠতে শুরু করল রানা, তাড়াহুড়ো করছে না। নাক পর্যন্ত ভাসাল ও পানির উপরে, লুনাকেও একই ভঙ্গিতে ভাসতে বাধ্য করল।

রোলস-রয়েস থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্‌বুদ্ লক্ষ্য করে গুলি করছে ভ্যাসিলি আর তার চেলারা। অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। লুনাকে দম নেবার সময় দিল রানা, তারপর আবার টেনে নামাল নীচে। সাঁতার কাটতে শুরু করল। পর পর কয়েকবার পদ্ধতিটা অনুসরণ করল ওরা। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে দূরে সরে এল, কিন্তু পরিখা থেকে উঠল না। শেষ পর্যন্ত পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে পেল রানা। পরিখার কিনার ঘেঁষে জন্মেছে বিশাল এক ঝোপ, অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে পানির উপরে। ওটার তলায় গিয়ে থামল ওরা।

ততক্ষণে গোলাগুলিতে ক্ষান্ত দিয়েছে প্রহরীরা। কর্ডন করার ভঙ্গিতে পরিখার কিনার ধরে এগোতে শুরু করেছে। পানিতে থাকা আর নিরাপদ মনে হলো না রানার। নিচু গলায় লুনাকে জানাল কী করতে হবে।

'পানি থেকে এবার উঠব আমরা,' বলল ও। 'দাঁড়িয়ো না,

উপরে উঠেই মাটিতে শুয়ে পড়বে, ঠিক আছে? ক্রল করে এগোব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। নির্দেশটা বুঝতে পারছে। ওকে কোমর ধরে একটু উঁচু করল রানা, পরিখার কিনারে উঠে যেতে সাহায্য করল। কয়েক মুহূর্ত পর নিজেও উঠে এল পানি ছেড়ে। ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল দু'জনে। আশপাশে হাঁকডাক শোনা গেল, তল্লাশিতে কিছু পাওয়া না যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ছে প্রহরীরা, তাদেরকে চোখকান খোলা রাখতে বলছে ভ্যাসিলি।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা-লুনা। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, দুজনে টেরই পেল না, অস্ত্রধারী এক প্রহরীর পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা। মাটিতে খসখস শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটা, ইতিউতি তাকাল এদিক-সেদিক। আর ঠিক তখুনি মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, চারদিক ভেসে উঠল আলোতে।

ঠিক একই সময় পরস্পরকে দেখতে পেল রানা আর প্রহরী। প্রায় লাফিয়ে উঠল লোকটা, চেঁচিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না রানা, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ও প্রহরীর উপর, দু'হাতে চেপে ধরল টুঁটি। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াতে চাইল লোকটা, পারল না। অসুরের শক্তি এসে গেছে যেন রানার গায়ে। চেপে বসেছে লোকটার পেটের উপর। এক হাতে কোমর থেকে পিস্তল বের করল, উল্টো করে আঘাত হানল শত্রুর কপালের পাশে। মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো, খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল প্রহরী।

হতভম্ব হয়ে গেছে লুনা, কিছু বলতে চাইল। ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল রানা। উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে শুরু করল ছুটতে। এখন আর হামাগুড়ি দেবার মানে হয় না। যা ঘটেছে, তা কেউ দেখেছে কি

না—জানার উপায় নেই। দেখে না থাকলেও খুব শীঘ্রি আবিষ্কার করবে ওরা অজ্ঞান লোকটাকে। এখন আর লুকোচুরির চেষ্টা করে লাভ নেই।

দূর থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ, দুই শিকারকে দেখতে পেয়েছে। পরমুহূর্তে একটা গুলির আওয়াজ হলো। আলোকস্বল্পতার কারণে লক্ষ্যভেদ করতে পারল না বুলেট। চেঁচিয়ে গোলাগুলি থামাবার নির্দেশ দিল ভ্যাসিলি। রানা-লুনাকে জ্যান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য বলা হয়েছে তাকে। ওর কথা শুনে অস্ত্র নামিয়ে নিল প্রহরীরা, তবে হৈ-চৈ করে ধাওয়া করল দুই পলাতককে।

একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে এখন রানা—মাঠ পেরিয়ে শ্যাতোর চারপাশ বেষ্টন করে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে। লুনাকে নিয়ে ছুটল ওদিকে। গাছপালার ফাঁকে আবছা একটা সাদাটে রেখা চোখে পড়ছে, ওখানে পৌঁছে বুঝল—রেখাটা আসলে নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ। পথ হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইল না ও, পথটা ধরেই দৌড়াতে থাকল। ভেজা কাপড়ের কারণে যথেষ্ট দ্রুত এগোতে পারছে না, তারপরও চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব জোরে ছুটতে।

একটু পরেই চৌরাস্তার মত একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল দু'জনে। লুনা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোন্‌দিকে?'

বাছাবাছির সুযোগ নেই, ডান-বাম আর পিছন থেকে ভেসে আসছে প্রহরীদের উত্তেজিত চেঁচামেচি। সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। কিছুদূর যেতেই দু'পাশের জঙ্গল ঘন হয়ে এল। এখন চাইলেও আর পথ ছেড়ে নামা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। একটু বাঁক নিল পথটা, খানিক পরে পরিষ্কার একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। গলির মত দেখতে, দু'পাশে গাছপালার পরিবর্তে ঘন ঝোপ আর গুল্মের দেয়াল। অন্তত দশ ফুট উঁচু।

কোথায় পৌঁছেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, দৌড়ে চলল। আরেকটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। এটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। থেমে গেল রানা। ইতস্তত করে ডানদিকে কয়েক পা এগোল, তারপর আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। তাকাল বাঁয়ের পথে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল নিখুঁত সবুজ প্রাচীর। সময় নিয়ে জন্মানো হয়েছে ওগুলো। কিনারা একেবারে মসৃণ। আচমকা টের পেল কোথায় এসে ঢুকেছে।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করে উঠল ও।

'সেরেছে মানে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লুনা।

'আমরা সম্ভবত একটা *গার্ডেন মেইজ*-এ এসে ঢুকেছি। সোজা ভাষায় গোলকধাঁধাও বলতে পারো।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল লুনা। 'হা যিশু! এখন তা হলে কী করব?'

'সঙ্গে যেহেতু কোনও গাইড নেই, আপাতত ঠেকে শিখে পথ বের করে নিতে হবে। এসো।'

ডান-বামে কিছু এসে-যায় না এখন, তাই একটা পথ ধরে এগোতে শুরু করল রানা। কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, ওটাও দু'ভাগ হয়ে গেছে। বড্ড জটিল একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, বুঝতে পারছে ও। ফ্রি-হ্যাণ্ড ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে এই গোলকধাঁধা। বৃত্তাকার এবং বর্গাকার... দু'রকম পথই আছে ভিতরে—মনে মনে ম্যাপিং করা দুঃসাধ্য। দশ মিনিট ধরে বিশাল এক বক্র পরিভ্রমণ করার পর দেখা গেল, আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে ওরা।

ভ্যাসিলির লোকজন ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে গোলকধাঁধায়। কয়েকবার দমবন্ধ করে থেমে যেতে হলো, প্রাচীরের ঠিক অন্যপাশেই শোনা গেল প্রহরীদের কণ্ঠ... মাত্র কয়েক ফুট দূরে! মাঝে ঝোপ আর গুল্মের বাধা না থাকলে দেখে ফেলত

ওদেরকে। কিন্তু এ-অবস্থা খুব বেশি সময় থাকবে না। রানা বুঝতে পারছে, খুব শীঘ্রি আরও লোক এনে গোলকধাঁধায় ঢোকাবে ভ্যাসিলি। বেরুনোর সমস্ত পথেও পাহারা বসাবে। পালানোর কোনও উপায় নেই।

হতাশায় মাটিতে লাথি মারতে গিয়ে কী যেন ঠেকল রানার পায়ে। নিচু হয়ে হাত দিয়ে পরখ করল জিনিসটা, সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে উঠল। একটা মই, গোলকধাঁধার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার হয়। সম্ভবত কোনও মালী ফেলে গেছে।

দেয়ালের গায়ে মই ঠেকিয়ে উপরে উঠে গেল রানা, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। পেটের মধ্যে চোখা ডালের খোঁচা লাগছে, কিন্তু তা গ্রাহ্য করল না। ঝোপঝাড়ের পুরু দেয়াল ওর ওজন সইতে পারছে সহজেই। গোলকধাঁধার এখানে-ওখানে টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছে ও উপর থেকে। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দুটো আলো। ফিসফিসিয়ে লুনাকে ডাকল ও, মেয়েটা উপরে উঠে আসতেই মইটা টেনে তুলল। এবার আর নীচ থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।

রানা-লুনার দশ ফুট নীচ দিয়ে হেঁটে চলে গেল প্রহরীরা। লোকগুলো দূরে সরে গেলে নড়ল রানা। মই নামিয়ে ঠেকাল দেয়ালের অন্যপাশে, নেমে গেল। তারপর আবার উঠে পড়ল পরের দেয়ালে। রয়ে-সয়ে পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল। গোলকধাঁধার ভিতরে আর পথ হাতড়াতে হচ্ছে না, দেয়াল টপকেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে ওরা।

সরলরেখায় এগোচ্ছে দু'জনে। পনেরো মিনিট পরেই জঙ্গলের উঁচু গাছপালার মাথা দেখতে পেল রানা, আর তিনটে প্রাচীর পেরুলেই পৌঁছুনো যাবে ওখানে। খুশি হয়ে উঠছিল, হঠাৎ বেরসিকের মত ভারী রোটরের আওয়াজ শোনা গেল। পিছন দিকে তাকিয়ে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল ও।

শ্যাতোর দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার উড়ে আসছে গোলকধাঁধার দিকে। তলায় জ্বলছে উজ্জ্বল সার্চলাইট, চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। একটু পরেই ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবে কপ্টারের আরোহীরা।

'লুনা! তাড়াতাড়ি!!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। দ্রুত মই নামাল মাটিতে, তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পা ফসকাল, ধপাস করে আছড়ে পড়ল নীচে।

গুঙিয়ে উঠল রানা। পাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলায় লুনা জানতে চাইল, 'বেশি লেগেছে?'

সারা শরীর ব্যথা করছে, কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে রানা বলল, 'না। চলো, হাতে সময় নেই।'

পরের দেয়ালটা পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লেগে গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজে। এসে পড়েছে ওটা। তাড়াতাড়ি মইটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। দেয়ালের গোড়ায় শুয়ে পড়ল নিজেরা। লুনার পরনে কালো বেড়ালের সাজ, ওর গায়েও ডোরা-কাটা ভাঁড়ের পোশাক... নড়াচড়া না করলে উপর থেকে হয়তো বোঝা যাবে না।

ওর ধারণাই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। বাতাসের ঝড় বইয়ে ওদের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার, কিন্তু থামল না। চক্কর দিয়ে চলে গেল গোলকধাঁধার আরেক দিকে। লুনাকে দাঁড় করাল রানা। বার বার ভাগ্যের সহায়তা পাবে না, কাজেই এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে এই মৃত্যুপুরী থেকে।

কয়েক মিনিট পরে শেষ দেয়ালটা টপকে গোলকধাঁধার বাইরে পা রাখল দু'জনে। হেলিকপ্টারের সার্চলাইটের কল্যাণে আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। গাছপালার মাঝ দিয়ে একটা সংকীর্ণ ঘেসো পথ দেখতে পেল ওরা। ছুটল ওদিকে।

পিছনে নিষ্ফল তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে আছে শত্রুপক্ষ, ফলে নিরাপদে এগোতে পারল রানা-লুনা। অনেকক্ষণ হাঁটার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। গাছগাছালির আড়াল থেকে খোলা এক মাঠে বেরিয়ে এল ওরা। এক প্রান্তে বড় একটা বিল্ডিঙের মত কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় ভৌতিক অবয়ব ধারণ করেছে।

'কী ওটা?' রানার বাহু খামচে ধরে জানতে চাইল লুনা।

'বুঝতে পারছি না,' রানা বলল। 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমি দেখে আসছি।'

মাথা নুইয়ে এক ছুটে মাঠ পেরুল ও। বিল্ডিঙের পাশে গিয়ে থামল। দেয়ালটা পাথরের তৈরি। হাতড়ে হাতড়ে এগোতে থাকল, একটু পরেই ছোট একটা দরজা পেল। খোলা পাবে বলে আশা করেনি, কিন্তু হাতল ঘোরাতেই হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লা। সাবধানে বিল্ডিঙের ভিতর পা রাখল রানা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবে নাকে ভেসে এল তেল আর গ্রিজের গন্ধ। সম্ভবত গ্যারাজ, ভাবল ও, গাড়ি-টাড়ি রাখা হয়। দরজার পাশের দেয়ালে লাইটের সুইচ পাওয়া গেল। ওটা টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো বিল্ডিঙের অভ্যন্তর।

শিস দিয়ে উঠল রানা। গ্যারাজ না, ছোট একটা হ্যাঙারে এসে ঢুকেছে ও। মাঝখানে একটা লালরঙা ছোট্ট বিমান দাঁড়িয়ে আছে। লেজে বুভারিদের তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক। কাছে গিয়ে চমৎকৃত হলো ও। অ্যান্টিক বাইপ্লেন... রেস্টোরেশনের জন্য প্রচুর শ্রম দেয়া হয়েছে। ফ্যাব্রিকের ফিউজলাজের গায়ে হাত বোলাল। দু'পাশের ডানার তলায় লাগানো আছে টর্পেডো-আকৃতির দুটো মেটাল ট্যাঙ্ক—গায়ে মড়ার খুলি আর হাড় আঁকা। তারমানে বিষাক্ত জিনিস বহন করে ওগুলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, বিমানটা কীটনাশক ছিটানোর কাজে ব্যবহার

করে বুভারিরা।

টুইন ককপিটের ভিতর উঁকি দিল রানা। পাইলট বসে পিছনের সিটে। কন্ট্রোল বলতে রয়েছে একটা সিঙ্গেল লিভার আর ফুট প্যাডাল। লিভার সামনে-পিছনে নিলে এলিভেশন বাড়ে-কমে, ডানে-বাঁয়ে নিলে ডানার অ্যালেরন নড়ে—বিমান নাক ঘোরায়। বড্ড প্রাচীন পদ্ধতি, তবে সুবিধে হলো, এই বিমান এক হাতে চালানো যায়।

চালানোর পদ্ধতি পুরনো হলেও নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে ককপিটে। রেডিও, জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম, আর মডার্ন কম্পাস আছে ওখানে। দ্রুত বিমানটা চেক করে নিল রানা। ইকুইপমেন্ট আর ইঞ্জিনে কোনও গড়বড় নেই। চালানো যাবে ওটা। খুশি হয়ে উঠল, হ্যাঙারের বাতি নিভিয়ে ফিরে গেল লুনাকে নিয়ে আসার জন্য।

'এত দেরি করলে কেন?' অভিমানী গলায় জানতে চাইল লুনা। 'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল...'

মুচকি হেসে ওর গালে চুমো দিল রানা। বলল, 'সরি, ডার্লিং। রিজার্ভেশন কাউণ্টারে লম্বা লাইন পড়েছিল।'

'মানে!'

'এসো, নিজ চোখেই দেখবে।'

হ্যাঙারে ফিরে এল দু'জনে। বাতি জ্বালল রানা, বাউ করে বিমান দেখিয়ে বলল, 'বুভারি এয়ারওয়েজে স্বাগতম, মাদমোয়াজেল!'

ফ্যাল ফ্যাল করে অ্যান্টিক বাইপ্লেনের দিকে তাকাল লুনা। বলল, 'অদ্ভুত সুন্দর!'

'আশা করি উড়বেও সুন্দরভাবে।'

'তুমি ওড়াতে পারবে এটা?'

'মনে তো হয়।'

ভুরু কোঁচকাল লুনা। 'মনে হয় মানে? তুমি আগে কখনও এ-বিমান উড়িয়েছ?'

'বহুবার!' হাসিমুখে বলল রানা। লুনার চেহারা গম্ভীর হতে দেখে হার মানল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে... একবার মাত্র উড়িয়েছি। একটা বিমান মেলায়।'

'মেলা? কোথাকার মেলা?'

'আমেরিকায়... ওয়াশিংটনে। আরে বাবা, এত চিন্তা করছ কেন? স্বীকার করছি, আজকালকার বিমান অনেক সফিস্টিকেটেড হয়; কিন্তু ফ্লাইঙের বেসিক নিয়মকানুন সব বিমানের জন্যই এক।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। 'আশা করি ড্রাইভিঙের চেয়ে তোমার ফ্লাইং ভাল।'

'এ ভারি অন্যায়,' গোমড়ামুখে বলল রানা। 'মাঝরাতে সাঁতার কাটার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। বুভারিদের কারণে পানিতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। নাকি ভুলে গেছ সেটা?'

হেসে ফেলল লুনা। রানাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কিছুই ভুলিনি আমি, *সুইট হার্ট!* এখন চলো, এই নরক ছেড়ে পালাই।'

'তা হলে সাহায্য করো আমাকে,' বলল রানা। দেয়ালে লাগানো সুইচবোর্ড দেখাল। লেবেলগুলো ফরাসি ভাষায় লেখা। 'মুখে ফ্রেঞ্চ বলতে পারি বটে, পড়তে ততটা পারি না। কোনটা কীসের সুইচ, তা জানতে চাই আমি।'

অনুবাদ করে শোনাল লুনা। রানা ওকে বলে দিল কী করতে হবে, তারপর নিয়ে গেল বিমানের সামনে। প্রপেলার ব্লেড কীভাবে ধরতে হবে, শিখিয়ে দিল। বলল, 'ইঞ্জিন চালু করার জন্য পাখাটা ঘুরিয়ে দিতে হবে তোমাকে। এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিয়ে পিছনে সরে যেয়ো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। ককপিটে উঠে পাইলটের সিটে বসল

রানা। থ্রটল অ্যাডজাস্ট করে ইশারা দিল। প্রপেলারের পাখা এক ঝটকায় ঘোরাল লুনা, তারপর নির্দেশমত পিছিয়ে গেল কয়েক পা। কয়েক পাক ঘুরল প্রপেলার, তারপর কেশে উঠে থেমে গেল। থ্রটল বাড়িয়ে আবার ইশারা দিল রানা। আবার পাখা ঘোরাল লুনা। এবার চালু হলো ইঞ্জিন। কান ফাটানো আওয়াজ করে একরাশ কালো ধোঁয়া ছাড়ল। বদ্ধ হ্যাঙারের ভিতরটা কেঁপে উঠল সে-আওয়াজে।

রানার কথামত দেয়ালের সুইচবোর্ডের সামনে চলে গেল লুনা। হ্যাঙারের মেইন ডোর খুলল, জ্বেলে দিল ল্যাণ্ডিং লাইট, তারপর ছুটে এসে উঠে পড়ল ককপিটে। ব্রেক রিলিজ করে বাইপ্লেন আগে বাড়াল রানা। মেইন ডোর পেরিয়ে বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে।

ট্যাক্সিংয়ের জন্য সময় নষ্ট করল না রানা। থ্রটল ঠেলে ইঞ্জিনের আরপিএম সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেল। ল্যাণ্ডিং লাইটের দুটো সারির মাঝ দিয়ে উন্মত্তের মত ছুটতে শুরু করল বাইপ্লেন—প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। অনভ্যস্ত হাতে কণ্ট্রোল সামলাতে হিমশিম খেল ও, বিমানটা কাঁপছে ভীষণভাবে। তবে বেশিক্ষণ যুদ্ধ করতে হলো না, অল্পক্ষণেই টেকঅফ স্পিডে পৌঁছে গেল বাইপ্লেন। কণ্ট্রোল লিভার ধরে আলতোভাবে পিছনে টানল রানা, ধীরে ধীরে নাক জাগাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাটি ছাড়ল বিমানের চাকা। তবে উঠবার গতি বড্ড ধীর, সামনে গাছপালার মাথা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠল ও, ওখানে সংঘর্ষ ঘটাতে যাচ্ছে বাইপ্লেন! লিভারের উপর সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল রানা, টানছে পিছনদিকে। অবাধ্য বিমান গোঁ গোঁ করে উঠল, কিন্তু পাইলটের একরোখামির কাছে হার মানল। নাক আরেকটু উঁচু হলো, চাকাদুটো বাড়ি খেল একটা গাছের মাথায়, ভীষণ ঝাঁকুনি অনুভব করল দুই আরোহী। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, গাছপালার

সারি পেরিয়ে প্রাচীন আকাশযানটা উঠে এল আকাশে।

ক্রাইস্লের গতি স্থির রাখল রানা, ডানে-বাঁয়ে তাকাল বিয়ারিং পাবার জন্য। চারপাশের পুরো এলাকা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। আলোকিত হয়ে আছে কেবল শ্যাতো বুভারি—টারেটগুলোর মাথায় জ্বালানো হয়েছে উজ্জ্বল ল্যাম্প। দুর্গটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করল রানা, বিমানের নাক ঘোরাল জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া গাছপালার টানেলের দিকে, ওটার উপর দিয়ে উড়ে যাবে।

এক হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে বিমানকে লেভেলে আনল রানা। সামনে থেকে হালকা বাতাস বইছে, আশি মাইলের বেশি স্পিড তোলা গেল না। কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তিত হলো না ও, হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে। শ্যাতো বুভারি থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তাতেই খুশি। মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে সামনের ককপিটে বসা লুনার সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'টেকঅফ-টা ভাল হয়নি,' বলল রানা। 'তুমি ভয় পাওনি তো?'

'দাঁতের ঠোকাঠুকি থামার পর জবাব দেব,' ঠাট্টা করল লুনা।

'এখুনি থামাও,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'ঠোকাঠুকিতে দাঁতের ক্ষয়ক্ষতি হলে সমস্যা। ফোকলা মেয়েকে নিয়ে ডিনারে যেতে পারব না আমি।'

'আর কোনও চিন্তা নেই তোমার মাথায়?' কপট রাগ দেখাল লুনা। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, জানতে পারি?'

'যে-দিক থেকে এসেছিলাম, সেইদিকেই,' রানা বলল। 'চোখ খোলা রাখো, নীচে আলো দেখতে পেলে জানিয়ো। ল্যাণ্ড করব। তারপর গাড়ি ভাড়া করে ফিরে যাব প্যারিসে।'

ফ্লাইঙে মনোনিবেশ করল রানা। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। প্রায় অন্ধের মত, অচেনা একটা এলাকায় উড়তে

হচ্ছে ওদেরকে। বিমানটাও আদ্দিকালের, এ-ধরনের এয়ারক্র্যাফট চালাবার অভিজ্ঞতা ওর নেই বললেই চলে। ককপিটে কোনও ক্যানোপি নেই, ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি আঘাত হানছে নাকে-মুখে, ভেজা কাপড়ের কারণে কাঁপছে শরীর, সারাক্ষণ কানে দামামার মত বাজছে প্রাচীন ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ফ্লাইঙের আদর্শ পরিবেশ বলা চলে না মোটেই। হঠাৎ করেই পুরনো আমলের পাইলটদের প্রতি অদ্ভুত শ্রদ্ধা অনুভব করল রানা। এ-ধরনের বিপত্তি মোকাবেলা করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়তে হতো তাদেরকে, কাজটা মোটেই সহজ নয়।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও, চমক ভাঙল ইয়ারফোনে লুনার চেঁচামেচি শুনে। তৎক্ষণাৎ চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেল। ওদিকে মুখ ঘোরাতেই চমকে উঠতে হলো। গোলকধাঁধার উপরে যে-হেলিকপ্টারটাকে দেখেছিল, সেটা যেন ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে ত্রিশ ফুট দূরে। ককপিটের আলো জ্বলছে, ভিতরে বসে আছে শ্যাতো বুভারির কয়েকজন প্রহরী। খোলা দরজা দিয়ে অটোমেটিক ওয়েপন বের করে রেখেছে একজন।

পরমুহূর্তে রেডিওতে ভেসে এল ফিলিপ বুভারির পরিচিত গলা, 'গুড ইভ্নিং, মসিয়ো রানা। আবার আপনার দেখা পেয়ে সত্যিই খুশি হলাম।'

'হোয়াট আ প্লেয্যাণ্ট সারপ্রাইয, ফিলিপ!' হালকা গলায় বলল রানা। 'কই, হেলিকপ্টারে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'কারণ শ্যাতোর সিকিউরিটি সেণ্টারে বসে আছি আমি। কপ্টারের ক্যামেরায় দেখছি আপনাকে।'

খেয়াল করল রানা, যান্ত্রিক ফড়িংটার তলায় একটা ক্যামেরা পড আছে। হাত নাড়ল ওদিকে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এখনও তুমি ডানজনের ইঁদুরগুলোর সঙ্গে ঘুমাচ্ছ।'

খোঁচাটা হজম করল ফিলিপ। বলল, 'আমার *ফকার*

এভিয়াটাক টা পছন্দ হয়েছে আপনার, মসিয়ো রানা?'

'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলসহ একটা এফ-সিক্সটিন ফাইটার পেলে ভাল হতো, তবে আপাতত এটাই কাফি। ব্যবহার করতে দেয়ায় ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও খুঁত রাখি না আমরা। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত উল্টো ঘুরে শ্যাতোয় ফিরে আসুন, নইলে গুলি করে আপনাদেরকে মাটিতে ফেলে দেয়া হবে।'

হুমকিটা জোরালো করার জন্য কপ্টার থেকে ফাঁকা একটা গুলি ছোঁড়া হলো।

'হুম,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই ট্র্যাক করছ আমাদেরকে। আরও আগেই গুলি করোনি কেন?'

'বিমানটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেতে চাই আমি।'

'খুব শখের জিনিস, না?'

'গেট ব্যাক, মসিয়ো রানা। নাউ!'

বিমানকে একপাশে ভেসে যেতে দিল রানা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তড়িঘড়ি করে সরে গেল হেলিকপ্টারটা। মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'দুঃখিত, এভিয়াটাক চালানোর অভ্যাস নেই আমার,' বলল ও। 'আরেকটু হলেই তোমার শখের বিমানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'এসব ছেলেমানুষি করে কোনও লাভ নেই, মসিয়ো রানা,' রাগী গলায় বলল ফিলিপ। 'এভিয়াটাকের ক্ষমতা কতটুকু, তা ভাল করে জানি আমি। কিছুতেই পালাতে পারবেন না। দরকার হলে বিসর্জন দেব ওটা, কিন্তু আপনাকে বাঁচতে দেব না। বিশ্বাস না হলে দেখুন।'

রেডিওতে সাগরেদদের কাছে নির্দেশ পাঠাল সে। কয়েক

মুহূর্ত পরেই বাইপ্লেনের উপরে উঠে এল হেলিকপ্টার। দুই আকাশযানের মাঝে এখন মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব। শক্তিশালী ডাউনড্রাফটের কবলে পড়ে টালমাটাল অবস্থা হলো এভিয়াটাকের। রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো রানাকে বিমান ভাসিয়ে রাখার জন্য। মিনিটখানেক চলল এই অত্যাচার, তারপর আবার ফিলিপের নির্দেশ পেয়ে সরে গেল হেলিকপ্টার।

'দেখতেই পাচ্ছেন, চাইলেই আপনাদেরকে ল্যাণ্ড করতে বাধ্য করতে পারি আমি,' বিজয়ীর সুরে বলল বুভারি-তনয়। 'উল্টো ঘুরুন, নইলে আপনাকে আর আপনার বান্ধবীকে খুন করতে বাধ্য হব।'

'আমার কোনও দাম নেই তোমার কাছে,' বলল রানা। 'কিন্তু লুনা মারা গেলে হেলমেটটা খুঁজে পাবে না তোমরা।'

'ঝুঁকিটা নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'তোমার মা এ-কথা জানে? একটু জিজ্ঞেস করে নেবে নাকি?'

ফরাসিতে গাল দিয়ে উঠল ফিলিপ। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে এল মাথার উপর। প্রচণ্ড বাতাসে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেল এভিয়াটাকের। নাক নিচু করে ওটাকে এড়াবার চেষ্টা চালাল রানা, কিন্তু নাছোড়বান্দার মত কপ্টারও নেমে এল। বুঝতে পারল ও, যান্ত্রিক ফড়িংটার বিরুদ্ধে এই মান্ধাতা আমলের বাইপ্লেন কোনও লড়াই করতে পারবে না। চাইলেই ওদেরকে ক্র্যাশ করাতে পারবে ফিলিপ।

'ঠিক আছে, ফিলিপ,' বলল রানা। 'হার মানছি। কী করতে হবে বলো।'

'ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে ফিরে আসুন। কোনও চালাকি করবেন না। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

তা তো করবেই, বিড়বিড় করল রানা। কণ্ট্রোল স্টিক নেড়ে

ধীরে ধীরে বিমান ঘোরাতে শুরু করল ও। পিছন পিছন আসছে হেলিকপ্টারটা। ইয়ারফোনে কথা বলে উঠল লুনা, রেডিও-তে রানা আর ফিলিপের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে ও।

'রানা, কী করছ তুমি? ফিরে গেলে ও তোমাকে খুন করবে!'

'গেলে একা আমি খুন হব,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু না গেলে খুন হব দুজনেই।'

'আমার জন্য এতবড় ঝুঁকি নিচ্ছ?'

'ঝুঁকি নিচ্ছি? কই, না তো!'

'কথা ঘুরিয়ো না, রানা। আমি চাই না তুমি মারা যাও।'

'আমিও চাই না,' হাসল রানা। 'শোনো, বিনা লড়াইয়ে হার মানার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সিটবেল্ট শক্ত করে বাঁধো। আমি একটু খেলা দেখাব।'

জঙ্গলের উপর দিয়ে ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের কাছে ফিরে এল বাইপ্লেন। ওটাকে নামার সুযোগ করে দিতে একটু সরে গেল হেলিকপ্টার। মাটিতে বসানো আলোর সারির সঙ্গে বিমানকে অ্যালাইন করল রানা, নামতেও শুরু করল... কিন্তু হঠাৎ বিমানের নাক ঘোরাল ও। ছুটে গেল সোজা শ্যাতো বুভারির দিকে।

রেডিওতে চেঁচাতে শুরু করল ফিলিপ, গালাগাল দিয়ে রানার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে। হেলিকপ্টারটা চোখের পলকে কাছে চলে এল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, চক্কর দিতে শুরু করল প্রাসাদের সীমানার ভিতর, টারেটগুলোর ঠিক উপরে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে ওর পিছনে থাকল কপ্টার, গায়ে চড়ে বসছে না। এখন যদি জোর খাটিয়ে এভিয়াটাককে নীচে নামাতে চায়, তা হলে বিমানটা ক্র্যাশ করবে শ্যাতোর উপরে—সেটা চায় না প্রহরীরা।

সীমানার ভিতর কয়েকবার চক্কর দিল রানা, তারপর আচমকা দিক পাল্টে সবেগে ছুটল। রেডিওতে ফিলিপ চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরো

ওকে! পালাতে দিয়ো না!'

ভয়ঙ্কর গতিতে বাইপ্লেনের দিকে ধেয়ে এল হেলিকপ্টার। এঁকে-বেঁকে ওটার সামনে থেকে সরে গেল রানা, মাথার উপর পজিশন নিতে দিল না। শ্যাতো প্রাচীরের পাশের খোলা প্রান্তর পেরিয়ে গাছপালার সারির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এভিয়াটাকের নাক নিচু করল ও, ডাইভ দিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মাঝখানের প্রাকৃতিক টানেলের ভিতর। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লুনা। মাটি থেকে মাত্র ন'ফুট উঁচুতে উড়ছে এভিয়াটাক। টানেলের দেয়াল ডানা থেকে চার ফুটের বেশি নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ঘষা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু রানা নির্বিকার; অবিচল ভঙ্গিতে বিমান চালাচ্ছে ও।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হেলিকপ্টারও ঢুকে পড়ল টানেলে। বাইপ্লেনের ডানার চেয়ে ওটার রোটরের বিস্তার বেশি, ফলে বেশ কসরত করতে হচ্ছে পাইলটকে। গতি বাড়িয়ে এভিয়াটাকের কাছাকাছি আসতে পারছে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ব্যাটা গর্দভ! গাছপালার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে টানেলের অন্যপ্রান্তে ওদের অপেক্ষায় থাকলেই পারত। কিন্তু ফিলিপ বুভারির হৈ-চৈ শুনে ভড়কে গেছে লোকটা। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি কাজ করছে না।

কপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে গুলি করল এক প্রহরী। দুই আকাশযানের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বদ্ধ জায়গায় বিকট শব্দ হলো। আর অপেক্ষা করা চলে না, কণ্ট্রোল প্যানেলে হাত রাখল রানা, স্প্রে-পডের বোতাম চেপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে এভিয়াটাকের ডানার তলায় লাগানো দুই ট্যাঙ্কের মুখ খুলে গেল। বাষ্পের মত ওখান থেকে বেরিয়ে এল তরল কীটনাশক, ছড়িয়ে পড়ল পিছনদিকে। বদ্ধ টানেলে বেশিদূর

ছড়াতে পারল না বিষ, ঢুকে পড়ল কপ্টারের ভিতর। আরোহীরা চিৎকার জুড়ল, ককপিট এখন ছোটখাট একটা গ্যাস-চেম্বারে পরিণত হয়েছে। চোখ জ্বালাপোড়া করছে, স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের বশে পাইলটের দু'হাত চলে গেল মুখের কাছে। ফলাফল হলো ভয়াবহ।

নিয়ন্ত্রণ হারাল হেলিকপ্টার, গোঁত্তা খেল একপাশে। মোটাসোটা গাছপালার গায়ে বাড়ি খেল রোটরের ডানা, টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারপাশে। বাতাসের অবলম্বন হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার, টেনিস বলের মত ড্রপ খেতে শুরু করল—দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে ফিউজলাজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘটল বিস্ফোরণ।

শরীর শক্ত করে শকওয়েভের ধাক্কা হজম করল রানা, কণ্ট্রোল থেকে হাত সরাল না। একটু পরেই বেরিয়ে এল টানেল থেকে। পিছনে তখন লাল, হলুদ আর কমলা রঙের একটা আগুনের গোলা জ্বলছে। টানেলের দুই প্রান্ত দিয়ে আলো বেরিয়ে এসে আলোকিত করে ফেলেছে অনেকদূর। ধোঁয়াও বেরুচ্ছে গাছপালার মাঝ দিয়ে। হেসে উঠল রানা।

'কী ঘটল ওখানে?' জিজ্ঞেস করল লুনা। সামনে বসা থাকায় পিছনের ঘটনা দেখতে পায়নি ও।

'কিছু না,' বলল রানা। 'ওষুধ ছিটিয়ে পোকামাকড় মারলাম। তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। আগুন কীসের?'

'ওরা অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে।'

'আর কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের?'

'উঁহুঁ। খায়েশ মিটিয়ে দিয়েছি। রিল্যাক্স, এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

আধঘণ্টা পর ছোট্ট একটা শহরের পাশে ল্যাণ্ড করল এভিয়াটাক। ট্যাক্সিইং করে বিমানটাকে পাহাড়ি এক খাঁজের

ভিতরে নিয়ে গেল রানা। শুকনো খড়কুটো আর গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখল। তারপর লুনাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। যথেষ্ট ধকল গেছে, আর জার্নি করতে পারবে না। রাত কাটানোর মত একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।

ছোট্ট একটা সরাইখানা পাওয়া গেল শহরের শেষ প্রান্তে। সেখানে ঢোকার আগে রানাকে জড়িয়ে ধরল লুনা, ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমো খেল। বলল, 'একটাই রুম নিয়ো, কেমন?'

'যথাজ্ঞা!' মাথা নত করল রানা।

পাঁচ

সাবমেরিনের মৃদু কাঁপুনি আর ইঞ্জিনের আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আসিফ, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলল। কাঁপুনি থেমে গেছে, বদলে গেছে ইঞ্জিনেরও আওয়াজ। হালকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পুরোপুরি থেমে গেল সাবমেরিন, তারপর নেমে এল নীরবতা।

উপরের বাঙ্কে তানিয়ার ঘুমও ভেঙে গেছে। উঠে বসেছে ও। বলল, 'কী ব্যাপার, সব থেমে গেল কেন?'

'সম্ভবত ডাঙায় ভিড়েছি আমরা,' বলল আসিফ।

বাঙ্ক থেকে উঠে পড়ল ও, এগিয়ে গিয়ে কান পাতল দরজায়। কিছু শুনতে পেল না প্রথমে। খানিক পর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। অস্ত্রধারী দু'জন গার্ড দরজা খুলল, ইশারায় বিজ্ঞানী

দম্পতিকে বেরিয়ে আসতে বলল। করিডোরে বেরুতেই জয়েস কোটের দেখা পাওয়া গেল। হেণ্ডারসনের সঙ্গে সাবমেরিনের ভিতরটা দেখে আসার পরই ওকে অন্য একটা কেবিনে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, তারপর আর দেখা হয়নি আসিফ-তানিয়ার সঙ্গে। মাঝে কতটা সময় পেরিয়েছে, বলা কঠিন। সবার হাতঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, অ্যাকোমোডেশনের ভিতরেও কোনও দেয়াল ঘড়ি ছিল না। তা ছাড়া বদ্ধ সাবমেরিনে দিনরাতের পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

জয়েসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। চোখ টিপে ওকে আশ্বস্ত করল আসিফ। মাথা ঝাঁকাল জয়েস। সাহসী মেয়ে, কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও ভেঙে পড়েনি। গার্ডরা রুক্ষ কণ্ঠে আদেশ দিতেই হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। কয়েকটা সিঁড়ি আর করিডোর পেরিয়ে সাবমেরিনের আপার ডেকে উঠে এল ওরা, কোনিং টাওয়ারের সামনে।

চারপাশে তাকাল আসিফ-তানিয়া। চারশো ফুট লম্বা ডুবোজাহাজটা গুহা আকৃতির এক বিশাল সাবমেরিন-পেনে এসে থেমেছে। ছাদ এত উঁচু যে ঠিকমত দেখাই যাচ্ছে না। চেম্বারের একপ্রান্তে রয়েছে জটিল কলকব্জার এক সিস্টেম—কনভেয়ার বেল্ট আর ল্যাডার হয়েস্টের সারি বসানো হয়েছে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে। গ্যাঙওয়ে ধরে সাবমেরিন থেকে নামানো হলো তিন বন্দিকে। ড. হেণ্ডারসন ওদের অপেক্ষায় ডকে দাঁড়িয়ে আছে।

'গুড ডে, মাই ফ্রেণ্ডস্!' সহাস্যে বলল বিজ্ঞানী। 'অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের স্বাগতম! আসুন আমার সঙ্গে।'

ওদেরকে নিয়ে বড় এক ফ্রেইট এলিভেটরে চড়ল হেণ্ডারসন। বোতাম টিপে দিল গন্তব্যে যাবার জন্য। দরজা বন্ধ হতেই মুখের হাসি অদৃশ্য হলো তার। চকিতে ঘড়ি দেখল, বলল, 'কথা বলার জন্য বত্রিশ সেকেণ্ড পাবো আমরা।'

'কোথায় আনা হয়েছে আমাদেরকে, সেটা জানার জন্য আমি মাত্র দু'সেকেণ্ড চাই,' বলল আসিফ।

'এটা ঠিক কোন্ জায়গা, তা আমারও জানা নেই,' হেণ্ডারসন বলল। 'তবে আবহাওয়া আর মাটির গঠন দেখে মনে হচ্ছে নর্থ সি, বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোথাও হবে। স্কটল্যাণ্ডও হতে পারে, আমি শিয়োর না।' ঘড়ি দেখল সে। 'দুঃখিত, সময় শেষ!'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ছোট একটা কামরায় বেরিয়ে এল চারজনে। দু'জন অস্ত্রধারী গার্ড অপেক্ষা করছে ওখানে, বিজ্ঞানীদেরকে এলিভেটর থেকে নামতে দেখে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলল একজন, রিপোর্ট করল। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল বাইরে। একটা মিনিবাস পার্ক করে রাখা হয়েছে, দরজা খুলে তাতে ওঠানো হলো সবাইকে। গার্ডদু'জনও উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করার আগে জানালার কালো কাঁচ তুলে দেয়া হলো, যাতে বাইরেটা দেখতে না পায় আরোহীরা। এক পলকের জন্য রাস্তার প্রান্তে একটা খাঁড়ি চোখে পড়ল আসিফের, সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। সাবমেরিন-পেন নিশ্চয়ই ওটার শেষ মাথায় গড়ে তোলা হয়েছে।

কাঁচা রাস্তা ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলল মিনিবাস। বিশ মিনিট পর থামল। অস্ত্রের ইশারায় চার বিজ্ঞানীকে নামতে বলল গার্ড। বাস থেকে নেমেই কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা একটা কম্পাউণ্ড দেখতে পেল আসিফ-তানিয়া। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার দেখে বোঝা গেল, বেড়াটা বিদ্যুতায়িত। কম্পাউণ্ডের ভিতরে রয়েছে ছোট-বড় নানা আকারের বিল্ডিং। রুক্ষ চেহারার লোকজন অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সবখানে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পরিবেশ।

কম্পাউণ্ডের মাঝখানে রয়েছে ওয়ায়্যারহাউস আকৃতির একটা সাদা রঙের বড় বিল্ডিং। কাঁটাতারের আলাদা বেড়া দিয়ে আলাদা

করা। ওদিকে ওদেরকে নিয়ে চলল দুই গার্ড। কাছাকাছি পৌঁছুতেই অপার্থিব এক চিৎকার শোনা গেল, তার পিছু পিছু অনেকগুলো কণ্ঠের চেঁচামেচি। ভয়ঙ্কর আওয়াজ, নবাগতদের শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল।

'কী ওটা?' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল জয়েস। 'চিড়িয়াখানা?'

'একরকম চিড়িয়াখানাই বলতে পারেন,' হালকা গলায় বলল হেণ্ডারসন। 'অনবদ্য এক চিড়িয়াখানা। কারণ ওখানে যা আছে, তা দুনিয়ার আর কোনও চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবেন না।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না,' বলল তানিয়া। 'কী আছে ওখানে?'

'সবুর করুন, খুব শীঘ্রি বুঝতে পারবেন।'

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল আসিফ। হেণ্ডারসনের আস্তিন খামচে ধরল। 'হেঁয়ালি করবেন না, ডক্টর!' কড়া গলায় বলল ও। 'সোজা ভাষায় জবাব দিন। কী আছে ওখানে?'

'দুঃখিত,' বিব্রত কণ্ঠে বলল হেণ্ডারসন। 'ঠাট্টা করা উচিত হয়নি, আপনাদের মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বলা উচিত ছিল। এনিওয়ে, ওখানে যা আছে, তা সোজা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নিজ চোখে দেখলেই সব বুঝে যাবেন। একটাই পরামর্শ দিতে পারি—যা-ই দেখুন, ঘাবড়াবেন না। আপনাদেরকে স্রেফ ভয় দেখাতে চাইবে ওরা, কোনও ক্ষতি করবে না।'

তিক্ত হাসি ফুটল আসিফের ঠোঁটে। 'সাহস জোগানোয় আপনার তুলনা হয় না, ড. হেণ্ডারসন!'

'এবার কিন্তু আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। আমি নিরুপায়।'

'ভাল,' কাঁধ ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'এ-জায়গার সঙ্গে শুধু নরকের তুলনা চলে। হাসি-ঠাট্টা করতে পারলে জীবন কিছুটা

সহজ হবে।'

'নরক?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'ড. মরোর দ্বীপ বললেই বরং বেশি মানাবে।' এইচ. জি. ওয়েলস্-এর বিখ্যাত উপন্যাসের কথা বলছে হেণ্ডারসন।

বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ডাবল স্টিলের সিকিউরিটি ডোর খুলে ধরল একজন গার্ড। নাকে ভেসে এল উৎকট দুর্গন্ধ; তবে ভিতরে ঢুকে একটু পর ওরা যা দেখল, তার সামনে দুর্গন্ধটা কিছুই নয়।

বিশাল এক গুদামের মত অভ্যন্তর। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে অনেকগুলো খাঁচা—যেন এক চিড়িয়াখানা। খাঁচাগুলোর ভিতর রয়েছে মনুষ্য-আকৃতির একদল হিংস্র পশু—জান্তব হুঙ্কার ছাড়ছে, শিকের মাঝ দিয়ে হাত বের করে দিয়ে খামচি মারছে বাতাসে। সব মিলিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটা প্রাণী, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়; লম্বা, জট পাকানো চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমে এসেছে, ঢেকে দিয়েছে চেহারা। কদাচিৎ চোখে পড়ে রক্তলাল চোখ, তীব্র আক্রোশে জ্বলছে। উন্মুক্ত, কোঁচকানো চামড়ায় ছোপ ছোপ দাগ... বয়সের ভারে যেমনটা হয়।

ভয়াবহ দৃশ্য, যেন অন্যভুবন থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে এরা। দেখলেই শরীর জমে যায় আতঙ্কে। জয়েস চিৎকার করে উঠল, সাহস হারিয়ে ফেলেছে। উল্টো ঘুরে দৌড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল বিল্ডিং থেকে, কিন্তু একজন গার্ড খপ্ করে ধরে ফেলল ওকে, টানতে টানতে ফিরিয়ে আনল ঘরের মাঝখানে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নতুন একজন মানুষ উদয় হলো। মাঝবয়েসী, পরনে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম। মাথায় কালো বেরেট ক্যাপ। ঠোঁটের উপর পুরু গোঁফ, চুরুট টানছে। গটমট করে হেঁটে বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'গুড ডে, ড. হেণ্ডারসন!' ইয়োরোপীয় উচ্চারণে অভিবাদন জানাল সে। তীক্ষ্ণ চোখে তিন বন্দিকে দেখল। 'এরাই আমাদের নতুন রিক্রুট?'

মাথা ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'হ্যাঁ। তিনজনেই আমাদের ফিল্ড অভ স্টাডিতে এক্সপার্ট।'

দরজায় শব্দ হলো, বড় একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে দু'জন আর্দালি এসে ঢুকল বিল্ডিঙে।

'কী সৌভাগ্য!' বলল ইউনিফর্ম-পরা লোকটা। 'আমাদের অতিথিরা লাঞ্চটাইমে এসেছেন!'

ট্রলির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল আসিফ-তানিয়ার। থরে থরে সাজানো অনেকগুলো ইঁদুর-ধরার খাঁচা দেখা যাচ্ছে ওতে, তাতে কিচমিচ করছে অসংখ্য ইঁদুর। জ্যান্ত। ট্রলিটাকে এগোতে দেখেই দ্বিপদী পশুরা চঞ্চল হয়ে উঠল, সবাই এগিয়ে এল পরম প্রত্যাশায়। আর্দালিরা প্রতিটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে জ্যান্ত ইঁদুর ছুঁড়তে শুরু করল তাদের দিকে। রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পশুরা, খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল ইঁদুরগুলোকে, খেতে শুরু করল। বীভৎস!

ওয়াক ওয়াক করে উঠল জয়েস, উল্টো ঘুরে আবার ছুট লাগাল দরজার দিকে। বমি করবে। এবার তাকে বাধা দিল না গার্ডরা। একজন শুধু পিছু পিছু গেল ওকে পাহারা দেবার জন্য। আসিফ আর তানিয়া নির্বিকার রইল, কিন্তু ওদের পেটের ভিতরটাও পাক দিতে শুরু করেছে।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল মাঝবয়েসী লোকটা। বলল, 'আপনারা দেখছি আমাদের রি-সাইক্লিং সিস্টেমের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছেন না!'

'রি-সাইক্লিং?' জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'ইঁদুরের বড্ড উৎপাত এখানে। ওগুলোকে খতম করছি,

একই সঙ্গে খাবার যোগাচ্ছি পোষা প্রাণীগুলোর। রি-সাইক্লিং নয়?' হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল সে। 'জায়গাটা কত চমৎকার, তা আশা করি বুঝিয়ে বলেছেন ওদেরকে?'

'জী না,' হেণ্ডারসন বলল। 'আমার কথা বিশ্বাস করবেন না ওঁরা। আপনিই বুঝিয়ে দিন, কর্নেল।'

'বেশ।' জয়েস ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লোকটা। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি কর্নেল ভেগা—এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির কমাণ্ডার। এই যে... খাঁচার মধ্যে যে-নোংরা জানোয়ারগুলোকে দেখছেন, এরা কোনও এক সময়ে আপনার-আমার মতই স্বাভাবিক মানুষ ছিল। আপনারা যদি, আমার কথামত না চলেন, তা হলে এদের পরিণতি বরণ করবেন, কিংবা খাবার হয়ে যাবেন এদের। পুরোটাই নির্ভর করছে আমার মুড কেমন থাকে, তার ওপর। এখানকার নিয়মকানুন খুবই সরল। নাক-মুখ গুঁজে কাজ করবেন, বিনিময়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝেছি, কর্নেল,' আসিফ বলল। খোঁচা দেয়ার ঝোঁক সামলাতে পারল না। 'এমন সুযোগ দেয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ!'

'আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টা করবেন না,' কড়া গলায় বলল ভেগা। 'আমি ঠাট্টা-মশকরা পছন্দ করি না।'

গার্ডদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। গরু খেদানোর ভঙ্গিতে বিল্ডিং থেকে বের করে আনা হলো বিজ্ঞানীদের। পিছন পিছন কর্নেল ভেগাও বেরিয়ে এল। নিজের মার্সিডিজ কনভার্টিবলে চড়ে চলে গেল কম্পাউণ্ডের ভিতরদিকে।

'যা ঘটল, তার জন্য দুঃখিত,' বলল হেণ্ডারসন। 'নতুন যারা আসে, তাদেরকে এভাবে ভয় দেখানো কর্নেল ভেগার অভ্যেস।'

'শুধু ভয় বললে কম হয়,' কাঁপা গলায় বলল জয়েস। 'আমার বুকের ধড়ফড়ানি কিছুতেই কমছে না। আরেকটু হলে

জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেলতাম।'

'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ওদের কথামত চললে ভয়ের কিছু নেই। আর কখনও হয়তো দেখতেও পাবেন না ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীগুলোকে।'

'কিন্তু কী ওগুলো?' জানতে চাইল তানিয়া। 'সত্যিই কি মানুষ?'

'এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' হেণ্ডারসন বলল। 'আপনাদের উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে। চলুন এখন, লিভিং কোয়ার্টারে নিয়ে যাই। গোসল সেরে পোশাক পাল্টে নেবেন। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

আবার মিনিবাসে চড়ল ওরা। কম্পাউণ্ডের আধমাইল ভিতরে যেতেই অ্যাকোমোডেশন এরিয়ায় পৌঁছে গেল। বৃত্তাকার একটা জায়গা—মাঝখানে একটা বড় বিল্ডিং, চারপাশ ঘিরে একতলা বাসস্থান।

'ওটা আমাদের মেইন ল্যাবরেটরি,' বাস থেকে নেমে বড় বিল্ডিংটা দেখাল হেণ্ডারসন। 'আপনারা ওখানেই কাজ করবেন।' ঝকঝকে একটা কটেজ দেখাল এরপর। 'ওখানে কর্নেল ভেগা থাকে। পাশের ঘরগুলোয় থাকে গার্ডরা। আমাদের লিভিং কোয়ার্টার এদিকে।' পথ দেখিয়ে বিপরীত প্রান্তের একসারি কটেজের কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল সে।

ড. হেণ্ডারসনের লাগোয়া একটা কটেজ নিল আসিফ-তানিয়া। ওদের পাশেরটা নিল জয়েস।

'ফ্রেশ হয়ে আমার ঘরে চলে আসুন,' হেণ্ডারসন বলল। 'গল্প করা যাবে।'

বিদায় নিয়ে যার যার কটেজে চলে গেল ওরা। সময় নিয়ে গোসল করল। লাগেজ নেই কারও, তবে সাবান-তোয়ালে-টুথপেস্ট-টুথব্রাশ সহ নতুন একপ্রস্থ জাম্পসুট দেয়া

হয়েছে সবার জন্য। বাথরুমে ওয়ান-টাইম রেজার আর শেভিং ক্রিমও পেল আসিফ। ঘণ্টাখানেক পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজেদেরকে আবার সভ্য মানুষ বলে মনে হলো ওদের।

হেণ্ডারসনের কটেজে যাবার আগে জয়েসের দরজায় কড়া নাড়ল তানিয়া, তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে। বিরক্ত করল না তাই, স্বামীকে নিয়ে চলে গেল হেণ্ডারসনের কটেজে।

'আমার ছোট্ট কুটিরে স্বাগতম!' দরজা খুলে সহাস্যে বলল হেণ্ডারসন। 'আসুন ভিতরে। ড. কোর্ট কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে,' সংক্ষেপে বলল তানিয়া।

'হুঁ, ঘুমাক। আপনাদের তুলনায় ভদ্রমহিলা অনেক নাজুক, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।'

কটেজের ভিতরে নজর বোলাল আসিফ। আকার আয়তনে ওদেরটার মতই, তবে সাজসজ্জা অভিজাত। মেঝেতে নরম কার্পেট, আসবাবপত্রও অনেক আধুনিক। ছোট একটা টিভি, সঙ্গে ভিসিআর আছে। একটা মিনি-ফ্রিজও দেখা গেল ঘরের কোণে। এসি-র কল্যাণে হিমহিম ভাব বিরাজ করছে সবখানে। এসবের কিছুই নেই ওদের আবাসস্থলে।

'মনে হচ্ছে শ্রেণী বিভাজনের শিকার হয়েছি,' ঠাট্টার সুরে বলল ও। 'আপনার ঘরের সঙ্গে আমাদেরটার কোনও তুলনাই চলে না।'

হেসে উঠল হেণ্ডারসন। 'চিফ রিসার্চার হিসেবে একটু-আধটু সুযোগ-সুবিধা তো পেতেই পারি, তাই না? ডোণ্ট ওয়ারি, যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে এসব আপনাদের কপালেও জুটবে।'

'দুঃখিত, আমরা উচ্চাভিলাষী নই।'

'উচ্চাভিলাষের কিছু নেই, প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজেদের

সেরা কাজ দেখাতে হবে আপনাদেরকে,' গম্ভীর গলায় বলল হেণ্ডারসন। ফ্রিজ খুলে একটা উইস্কির বোতল বের করল। 'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'উঁহুঁ, কফি থাকলে খাওয়াতে পারেন।'

'পারব।'

কফিমেকার থেকে দু'মগ কফি ঢেলে অতিথিদেরকে দিল হেণ্ডারসন, নিজে উইস্কি নিল। তারপর প্রস্তাব দিল, 'চলুন, বাইরে গিয়ে বসি।'

আপত্তি করল না আসিফ-তানিয়া, তিনজনে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, দ্বীপাঞ্চলের চমৎকার পরিবেশ চারদিকে। বারান্দাটা কম্পাউণ্ডের পিছনদিকে, কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে সবুজ প্রকৃতি, কানে ভেসে আসে সাগরের গর্জন। ক্ষণিকের জন্য পরিস্থিতির কথা ভুলে গেল ওরা।

'সুন্দর জায়গা, ডক্টর,' বলল তানিয়া।

'সেজন্যে বাইরে আসিনি,' বলল হেণ্ডারসন। 'কর্নেল ভেগা আমার উপর কড়া নজর রাখে। ঘরের ভিতরে তাই আড়ি-পাতার যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ আমার। ওখানে মন খুলে কথা বলতে পারতাম না।'

'হুম, লোকটাকে এমনিতেই সুবিধের বলে মনে হয়নি আমার।'

'মিথ্যে হুমকি দেয়নি আপনাদের। ধীরে ধীরে ওর স্বরূপ টের পাবেন। বসনিয়ায় অনেকগুলো গণকবর রচনার জন্য ওকে খুঁজছে বিশ্ব-আদালত।'

আসিফ ভুরু কোঁচকাল। 'আপনি দেখি একের পর এক দুঃসংবাদ দিয়ে চলেছেন! অথচ আপনার আচার-আচরণ দেখে তো মনে হয় না কোনও বিপদের মধ্যে আছেন!'

হেণ্ডারসন কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি আসলে বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কল্পনার সাগরে ভেসে গিয়ে মনকে শান্ত রাখছি। দ্বীপটাকে আমি হলিডে রিসোর্ট হিসেবে কল্পনা করি... একটু অদ্ভুত ধরনের রিসোর্ট আর কী!'

'আমার জানামতে কোনও রিসোর্টের লাঞ্চে ইঁদুর সার্ভ করা হয় না।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল কিছুটা সময়ের জন্য। শেষ পর্যন্ত তানিয়া বলল, 'খাঁচার জন্তুগুলো আসলে কী, ডক্টর? প্লিজ, খুলে বলুন!'

একটু ভাবল হেণ্ডারসন, তারপর বলল, 'ওরা এই প্রজেক্টের সায়েণ্টিফিক ফেইলিওর... মানে ব্যর্থতা!'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়,' বলল আসিফ।

'আপনাদেরকে সবকিছু তা হলে গোড়া থেকেই খুলে বলি।' উইস্কিতে চুমুক দিয়ে গলা ভেজাল হেণ্ডারসন। 'ব্যাপারটার সূচনা ঘটেছে বছরখানেক আগে। ফরাসি একটা ল্যাব আমাকে এনযাইম, বা জীবদেহের জটিল প্রোটিন নিয়ে গবেষণার জন্য ভাড়া করে। ওদের মূল আগ্রহ ছিল এইজিং প্রসেস... মানে জীবজন্তুর বয়স বাড়ার ক্ষেত্রে এনযাইমের ভূমিকা নির্ণয়ে। ল্যাবটা ছোট, তবে বিশাল একটা কোম্পানি ওটার মালিক হওয়ায় সুযোগ-সুবিধার কোনও অভাব ছিল না...'

'কোম্পানিটা কাদের?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল আসিফ।

'জানতাম না আমরা, জানার ইচ্ছেও হয়নি। আসলে ওখানে সবাই ছিলাম আমরা সত্যিকার বিজ্ঞানী, মনের মত গবেষণা করতে পেরেই খুশি ছিলাম আমরা। গবেষণার খরচ কে জোগাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। বিধি-নিষেধের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাতে কিছু মনে করিনি কেউ।'

'কী ধরনের বিধি-নিষেধ?'

'সারাক্ষণ কড়া পাহারায় রাখা হতো আমাদেরকে। চলাফেরায় নানা রকম কড়াকড়ি ছিল। থাকতাম ল্যাবের খুব কাছে, কোম্পানির গাড়িতে আসা-যাওয়া করতে হতো। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়া হতো না। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হতো কালে-ভদ্রে... তাও আবার প্রহরীদের সামনে, বাড়ি যাওয়ার অনুমতি ছিল না। গবেষণার গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য শপথ করানো হয়েছিল আমাদেরকে। অবশ্য এসবের সবই আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলাম। বড় বড় কোম্পানিগুলো নিজেদের রিসার্চের খবর এমনিতেই গোপন রাখে, তার ওপর আমরা গবেষণা করছিলাম *ফিলোসফার'স্ স্টোন* নিয়ে...

'*ফিলোসফার'স্ স্টোন!* মানে পরশ পাথর? যা দিয়ে যে-কোনও ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন কেমিস্ট... আলকেমিস্ট নন।'

'পরশ পাথরের ব্যাপারে আপনি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। ওটা শুধু সোনা বানানোর জিনিস নয়, পুরনো আমলের বহু লোক বিশ্বাস করত, ওটা অনন্ত জীবনের উৎস। পাথরটার স্পর্শ পাওয়া পানি বা মদ খেলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, আয়ু বাড়ে। ওই বিশেষত্বের পরশ পাথর আসলে খুঁজছিলাম আমরা।'

'অমরত্বের অন্বেষা,' বলল আসিফ। 'এরচেয়ে ধাতুকে সোনা বানানো বরং অনেক সহজ।'

মলিন হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'ও-কথা আমিও বহুবার ভেবেছি। গবেষণার সময় অনিশ্চয়তায় ভুগেছি... কাজটা আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে মনে।'

'এই অন্বেষায় আপনিই প্রথম ব্যর্থ হচ্ছেন না।'

'না, ড. রেজা। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ব্যর্থ হইনি।'

'মানে? অনন্ত জীবনের উৎস আপনি খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলায়... গোস্ট সিটির হাইড্রো-থারমাল ভেন্টগুলোয় পেয়েছি আমি সেই উৎস।'

বোকা বোকা চোখে হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল রেজা দম্পতি। বোঝার চেষ্টা করছে, লোকটা ঠাট্টা করছে কি না। কিন্তু কেমিস্টের চেহারায় কোনও ভণিতা দেখতে পেল না।

'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর। সাগরের তলা নিয়েই কারবার আমার,' বলল আসিফ। 'কিন্তু ওখানে কোথাও অমরত্বের ঝর্ণা আছে বলে শুনিনি।'

তানিয়া সুর মেলাল। 'মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে গোস্ট সিটি সম্পর্কে আসিফের চেয়ে বেশি জানি আমি। মানুষকে অমর বানানোর মত কিছু ওখানে আছে বলে জানা নেই আমার।'

হেণ্ডারসনের চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠল। 'যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন আপনি, ম্যা'ম। দয়া করে বলবেন কি... কেন ওখানকার মাইক্রোব কলোনি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে এত তোলপাড় হয়েছে?'

'এ তো খুবই সহজ,' বলল তানিয়া। 'ওখানে যে-ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। ওগুলোকে জীবন্ত ফসিল বলা হচ্ছে। পৃথিবীর সূচনালগ্নের পরিবেশ বিরাজ করছে গোস্ট সিটিতে। আমরা যদি ওখানকার মাইক্রোবগুলোর জন্ম-রহস্য ভেদ করতে পারি, তা হলে পৃথিবীতে কীভাবে প্রাণের সূচনা হয়েছিল, তা জেনে ফেলব।'

'ঠিক বলেছেন। আমার চিন্তাধারাও ছিল একই ধরনের। আমি ভাবছিলাম, যে-জিনিস জীবনের সূচনা ঘটাতে পারে, সেটা জীবনকে প্রলম্বিতই বা করতে পারবে না কেন? গোস্ট সিটি থেকে সংগ্রহ করা স্যাম্পল ছিল আমাদের কাছে। মাইক্রোবগুলোর এনযাইম বিশ্লেষণ করতেই পেয়ে গেলাম সাফল্যের চাবিকাঠি!'

আগ্রহী হয়ে উঠেছে রেজা দম্পতি। আসিফ বলল, 'কীভাবে?'

চেয়ারে হেলান দিল হেণ্ডারসন। 'দেখুন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই একটা কমন লক্ষ্য আছে—বংশবিস্তার। নতুন প্রজন্মকে জন্ম দিই আমরা, সব কাজের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিই, তারপর অথর্ব হয়ে পড়ি। এক ধরনের সেলফ-ডেস্ট্রাক্টিং জিন আছে আমাদের শরীরে—পুরনো প্রজন্মকে হটিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে নবীন-রা জায়গা করে নিতে পারে পৃথিবীর বুকে। মানবজাতির ভিতর কখনও কখনও এ-জিন সময়ের আগেই সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার ফলে হয় *ওয়ার্নারস্ প্রোগেরিয়া*-র মত রোগ—ওতে আট বছরের শিশুকে আশি বছরের বৃদ্ধের মত চেহারা পেতে দেখা যায়। আমাদের থিয়োরি হলো—জিনটা যেহেতু অসময়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, ওটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়াও সম্ভব। বার্ধক্য আর জরাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে তাতে।'

'এ-ধরনের একটা থিয়োরি আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন কীভাবে?' বলল তানিয়া। 'টেস্ট সাবজেক্টরা সত্যিই স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি বাঁচে কি না, তা জানতে হলে দেড়শো-দুশো বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'গুড পয়েন্ট। এর পাশাপাশি পেটেন্ট নিয়েও ভাবতে হবে। ধরুন এনযাইম তৈরি করলাম, কিন্তু ওটার কার্যক্ষমতা নির্ণয়ের আগেই পেটেন্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। যে-কেউ তৈরি করতে পারবে ওই প্রোডাক্ট। অথচ তা হতে দেয়া যায় না। কারণ আমাদের এনযাইম শুধু বার্ধক্যই ঠেকাবে না, সুপার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে বার্ধক্যের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলোকেও হটিয়ে দেবে। চামড়া কুঁচকাবে না, দৃষ্টিশক্তি কমবে না... সোজা কথায় অনন্ত যৌবন এনে দেবে!'

'অমরত্বের পরশ-পাথর!' আপন মনে বলল আসিফ।

'এবার আপনারা বুঝতে শুরু করেছেন!' সন্তোষ ফুটল হেণ্ডারসনের কণ্ঠে। 'ড. তানিয়া, আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো? মানুষটা কতদিন বাঁচবে, সেটা পরের কথা। কিন্তু এনযাইমটা সত্যিই কার্যকর কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। জিনিসটা প্রয়োগ করা হলে যৌবন ফিরে পাবে বৃদ্ধরা।'

'এই এনযাইম আপনারা তৈরি করতে পেরেছেন?' তানিয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ। সাফল্যের সঙ্গে অ্যানিমেল-টেস্টিংও করেছি। বুড়ো কয়েকটা ইঁদুরের বয়স রাতারাতি কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা।'

'কতটা কমিয়েছেন?'

'অর্ধেক। পেশি আর হাড়ের গড়ন, শক্তিমত্তা, বংশবিস্তারের ক্ষমতা... এসব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কোনও ভুল নেই। বোঝার ক্ষমতা থাকলে ইঁদুরগুলোও চমকে যেত।'

'ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছেন, স্বীকার করছি,' বলল তানিয়া। 'কিন্তু ইঁদুরের চেয়ে মানবদেহ অনেক জটিল।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'সেটা এখন আমরা জানি।'

'তারমানে মানুষের উপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন আপনারা?'

'আমি না, আমার টিমও না। তড়িঘড়ি করে এতবড় পদক্ষেপ নেবার পক্ষপাতী ছিলাম না কেউই। কোম্পানির কাছে স্রেফ প্রিলিমিনারি টেস্টগুলোর ফলাফল জমা দিয়েছিলাম আমরা। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলাম, এনযাইমটা হিউম্যান টেস্টিঙের জন্য তৈরি নয়। আরও কাজ করতে হবে ওটার ওপর। রিপোর্ট পাবার পর কিছুদিন চুপচাপ রইল কোম্পানি, তারপর আমাদের রিসার্চ টিম ভেঙে দেয়া হলো, বন্ধ করে দেয়া হলো ল্যাব। না, অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। হাসিমুখে বিদায় দেয়া হয়েছে

আমাদেরকে, মোটাসোটা বোনাস-সহ। বলা হয়েছিল, প্রিলিমিনারি ডেটাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে গবেষণার পরবর্তী ধাপের জন্য আবার খবর দেয়া হবে। এরপরই ঘটল ঘটনাটা!'

'কী ঘটনা?'

'ল্যাবের কম্পিউটারগুলোর সমস্ত ফাইল আর্কাইভ করে রাখছিল আমাদের এক কলিগ, মাস্টার-কম্পিউটারে কয়েকটা ভিডিও আবিষ্কার করে বসে। তাতে মানুষের ওপর আমাদের এনযাইমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছবি ছিল। নির্জন এক দ্বীপে চলছিল ওই গবেষণা...'

'এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'এরপরই বিরাট এক ভুল করে বসি আমরা। দল বেঁধে কোম্পানির প্রতিনিধির অফিসে গিয়ে হাজির হই। প্রতিবাদ করি হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টের বিরুদ্ধে। ঝোঁকের বশে করেছি সেটা। লোকগুলো কতটা ভয়ঙ্কর, তা আমাদের কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। এনিওয়ে, অফিস থেকে জানানো হলো—ও-নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার হারিয়েছি আমরা; তা ছাড়া এক্সপেরিমেন্টের মানুষগুলো স্বেচ্ছায় অংশ নিচ্ছে ওতে। খেপে গিয়ে মিডিয়ায় সব ফাঁস করে দেবার হুমকি দিলাম আমরা। কোম্পানি আমাদেরকে শান্ত করল ভাবনাচিন্তার জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে। বোনাসের উপরে ডাবল বোনাস দেয়া হলো সবাইকে, ছুটিতে পাঠানো হলো। এরপরই আমার সঙ্গীসাথীরা বিভিন্ন *দুর্ঘটনা*-য় পড়ে মরতে শুরু করল। কার-অ্যাকসিডেন্ট, হার্ট-অ্যাটাক, আত্মহত্যা... আরও কত কী! সব মিলিয়ে একুশজন বিজ্ঞানী!'

'আপনার ধারণা, ওঁদের সবাইকে খুন করা হয়েছে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'ধারণা নয়, আমি নিশ্চিতভাবে জানি—ওদেরকে খুনই করা হয়েছে।'

'এতজন মারা গেল, পুলিশ কিছু সন্দেহ করেনি?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'দশটা দেশের নাগরিক ছিল ওদের ভিতর, ড. আসিফ। একেকজন একেক জায়গায়... ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মারা গেছে। এর ভিতর যোগসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। তা ছাড়া... পুলিশ কিছু সন্দেহ করলেও তো প্রমাণ নেই। গোপন গবেষণা করছিলাম আমরা, মারা যাওয়া মানুষগুলো যে একে অপরকে চিনত—এটাই তো জানে না ওরা।'

'আপনি বাঁচলেন কীভাবে?'

'কপালজোরে। প্রজেক্ট শেষ হবার পর বাড়িতে ফিরিনি, বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রাচ্যে। স্কটল্যাণ্ডে যখন ফিরলাম, তখন ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'আপনাকে খুন করল না কেন?'

'নতুন একটা রিসার্চ টিম গড়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন হয়েছে ওদের। অরিজিন্যাল টিমকে খুন করার পর ফর্মুলায় বিভিন্ন রকম খুঁত আবিষ্কার করে ওরা। অবাক হবার কিছু নেই, এমন জটিল একটা গবেষণা চট করে শেষ করা যায় না। অনেককিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। সেসবের সুযোগ দেয়া হয়নি আমাদেরকে। এখন সেগুলো শোধরাতে হচ্ছে আমাকে।'

'কী ধরনের খুঁতের কথা বলছেন?'

'খাঁচায় বন্দি খুঁত—সায়েন্টিফিক ফেইলিওর... আপনারা যেগুলো দেখে এসেছেন। একদল মিউট্যান্ট!'

চোখ বড় হয়ে গেল তানিয়ার। 'ওই জন্তুগুলো আপনার অমরত্বের এনযাইমের সৃষ্টি?'

মাথা ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'ঠিক ধরেছেন। মানুষের ভিতর অন্যরকম প্রতিক্রিয়া করে এনযাইমটা। আমাদের শরীরতত্ত্ব অনেক জটিল, একটু আগে সেটা নিজেই বলেছেন আপনি। কেমিক্যালটা কতখানি প্রয়োগ করতে হবে, সেটা একটা বড় ইস্যু। শরীরে বেশি পরিমাণে ইনজেক্ট করলে সাবজেক্ট মারা যাচ্ছিল, কম পরিমাণে করলেও দেখা দিচ্ছিল *প্রোগেরিয়া*, বা অকাল-বার্ধক্য। যাদের বেলায় কোনোটিই ঘটেনি, তারা পরিণত হয়েছে পশুতে—খাঁচার ওই মিউট্যান্টগুলোর কথা বলছি।'

'কেন এমন হলো?'

'যদ্দূর বুঝেছি, এনযাইমটা ওদের ভিতর থেকে মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তিগুলো বের করে এনেছে। প্রবর্তনের আগে... মানুষ যখন অন্যান্য পশুর মত ছিল, তখন মানবিক আবেগ-অনুভূতি ছিল না আমাদের মধ্যে। পাশবিকতা আর হিংস্রতাই ছিল একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ওদের জিনের মধ্যে সুপ্ত ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আবার জাগিয়ে তুলেছে এনযাইমটা। স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে গেছে, পশুর মত আচরণ করছে ওরা। কিন্তু বাইরেটা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, ওরা এখনও মানুষই বটে। কর্নেল ভেগা সেটা টের পেয়েছে।'

'মানে?'

'দু'ধরনের প্রাণী আছে ওদের মধ্যে—*আলফা* আর *বিটা* বলে ডাকি আমরা। আমাকে বলা হয়েছে, আলফা গ্রুপটা হলো বহুদিন আগে করা আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল। অপেক্ষাকৃত সফল এক্সপেরিমেন্টও বলা যায়। কারণ পশুর মত আচরণ করলেও আলফা-রা অত্যন্ত স্মার্ট। কিছুদিন আগে ওদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটা মিউট্যান্ট পালিয়ে গিয়েছিল দ্বীপ ছেড়ে। বিস্ময়কর একটা ঘটনা বলতে হবে... গাছের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বানিয়েছিল ওরা, চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আরেকটা দ্বীপে চলে গিয়েছিল! মানুষের

বুদ্ধি ছাড়া এ-কাজ সম্ভব নয়।'

'তারপর?'

'ওই দ্বীপে কী যেন একটা ফিল্মের শুটিং চলছিল, ওখানে হামলা চালায় মিউট্যাণ্টরা, ফিল্ম ক্রু-দেরকে খুন করে। পরে ভেগা ওদেরকে ধরে আনে। বেশ কয়েকটা আলফা-কে টরচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়... বাকি মিউট্যাণ্টদের শিক্ষা দেবার জন্য।'

'নিয়ন্ত্রণ করা যদি এতই কঠিন হয়, তা হলে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার মানে কী?'

'প্রজেক্টের মালিকদের চোখে যথেষ্ট মূল্য আছে প্রাণীগুলোর। ডিসপোজেবল টুলের মত। যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়, নষ্ট হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই কোনও। আলফা গ্রুপের পরিচয় জানি না, তবে বিটা গ্রুপটা হচ্ছে আমাদের এনযাইমের সৃষ্টি। অবৈধ ইমিগ্র্যাণ্ট... তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষ; ইয়োরোপ-আমেরিকায় কাজের লোভ দেখিয়ে আদম-ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। এদের খোঁজ নেবার কেউ নেই।'

আসিফের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। এমন অমানবিক পৈশাচিকতার কথা ভাবাই যায় না! কে করছে এসব?

তানিয়াও গম্ভীর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। আলভিনকে হাইজ্যাক করে আমাদেরকে ধরে আনা হলো কেন?'

'স্বাভাবিক পরিবেশে এনযাইমটা খুব বেশি সময় টিকে থাকে না,' হেণ্ডারসন বলল। 'তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা সংগ্রহ করে নিতে হয়। সাবমেরিনটা সে-কাজই করে। গোস্ট সিটির মাইক্রোব-কলোনি ভেঙে এনযাইম সংগ্রহ করে ওটা; ওখানেই স্ট্যাবিলাইজ করে নেয় জিনিসটা, তারপর এই দ্বীপে নিয়ে আসে গবেষণার জন্য। আপনাদের এক্সপিডিশনের কথা জানত ওরা।

ভয় পাচ্ছিল, গোস্ট সিটিতে ওদের মাইনিং অপারেশনের খবর ফাঁস হয়ে যাবে। তাই ঠেকানো হয়েছে আপনাদেরকে। দুর্ভাগ্যই বলব... অসময়ে ওখানে গিয়েছিলেন।'

'এতে ভাগ্যের কোনও ভূমিকা নেই, ডক্টর,' বলল আসিফ। 'আমরা ওখানে গরগন-উইডের উৎস খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

এবার হেণ্ডারসনের অবাক হবার পালা। 'গরগন-উইড! সে আবার কী জিনিস?'

'সাধারণ সামুদ্রিক-শৈবালের মিউটেটেড রূপ,' বলল তানিয়া। 'মস্ত এক উপদ্রব হিসেবে দেখা দিয়েছে ওটা। মিউটেশনের উৎস আমরা গোস্ট সিটি বলে ধারণা করছি।'

'মিউটেশন? কী ধরনের মিউটেশন?'

'সবচেয়ে বাজে ধরনের। শৈবালটাকে ঠেকানো না হলে সারা দুনিয়ার সাগর ঢেকে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে জলপথে বাণিজ্য। ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে পরিবেশের উপর। সামুদ্রিক সমস্ত প্রাণী মারা যাবে, আবহাওয়া বদলে যাবে। ক্ষুধা আর মন্দায় আক্রান্ত হবে পৃথিবী। মারা যাবে কোটি কোটি মানুষ!'

চুপ করে কথাটা শুনল হেণ্ডারসন, কোনও মন্তব্য করল না।

'কী ব্যাপার... আপনি মনে হয় অবাক হননি?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'এমন কিছু যে ঘটতে পারে, তা আমি আগেই ধারণা করেছি।'

'ধারণা করেছেন? কীভাবে?'

'গোস্ট সিটির মাইক্রোব আর এনযাইমের কথা বলছি... ওগুলোর ক্ষমতা কতখানি, ভাবুন। ইঁদুরের বয়স কমিয়ে দিচ্ছে, মানুষকে পশুতে পরিণত করছে... সবই ঘটছে জেনেটিক লেভেলে। মানে, অন্যান্য জীবের মধ্যে মিউটেশন ঘটাচ্ছে ওগুলো। নিজস্ব পরিবেশে মাইক্রোবগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে,

কিন্তু আমরা ওদের কলোনি ভেঙে দিচ্ছি। ফলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারছে। শৈবালের মিউটেশন এ-কারণেই ঘটেছে... আমি শিয়োর! জানতাম এমন কিছু ঘটবে!'

'মিউটেশনটা বন্ধ করা যায় না? মিউটেটেড শৈবালকে কি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব?'

'এখানে ওই মাইক্রোব আর এনযাইম নিয়েই গবেষণা করছি আমরা। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। একেবারে অসম্ভব বলে মনে করি না। কিন্তু অমরত্বের ফর্মুলা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে দেবে না ওরা।'

'কর্নেল ভেগাকে যদি বুঝিয়ে বলি? হাজার হোক, পুরো দুনিয়া এখন ঝুঁকির মুখে!'

হেসে উঠল হেণ্ডারসন। 'ভেগার চোখে এই দ্বীপই ওর দুনিয়া। আর ও এখানকার ঈশ্বর। কিছুই বুঝতে চাইবে না, খামোকা সময় নষ্ট করবেন।'

'তা হলে পালাতে হবে আমাদেরকে,' দৃঢ় গলায় বলল আসিফ।

'আগেই বলেছি, সেটা অসম্ভব। পালাতে পারবেন না। কেউ আপনাদেরকে উদ্ধার করতেও আসবে না।'

'আসবে,' বলল তানিয়া। 'আমরা নুমা-র বিজ্ঞানী। আমাদের খোঁজে দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না,' উইস্কির গ্লাস খালি করে ফেলল হেণ্ডারসন। 'কারণ কোথায় আপনাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানার উপায় নেই কারও। ভেগার মুখে শুনেছি, সমস্ত ক্লু মুছে দিয়েছে সে। কীভাবে, তা জানি না। তবে দ্বীপ থেকে বেশ কিছু মিউট্যান্টকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটায় ওদের নিশ্চয়ই কোনও ভূমিকা আছে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল আসিফ-তানিয়া। বুঝতে পারছে, বাইরের সাহায্য পাওয়া যাবে না। ওদেরকে ধরে আনার পাশাপাশি রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এরও নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতি করেছে শত্রুরা।

জাহাজের সহকর্মীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে সেটা চাপা দিল আসিফ। আগে হাতের সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।

'যেভাবে হোক, পালাব আমরা,' বলল ও। 'আপনার টিমে এখন কতজন বিজ্ঞানী আছে?'

'ছ'জন,' হেণ্ডারসন বলল। 'ডিনারের সময় দেখা পাবেন সবার। তবে ওদের কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না। সাদাসিধে মানুষ সবাই, ভেগার খুনে-বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। আমরাও ওই মিউট্যাণ্টদের মত ডিসপোজেবল টুল, ড. আসিফ। গবেষণার খাতিরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কাজ শেষ হলেই খতম করে দেয়া হবে।'

'কতটা সময় পাব আমরা, বলতে পারেন?'

'খুব বেশি না। সফল হলেই যে মারা যাব, তা জানি বলে আমরা ইচ্ছে করে গবেষণার জন্য বেশি সময় নিচ্ছি... মানে, সন্দেহ না জাগিয়ে যতটা পারা যায় আর কী! কিছুটা সাফল্য না দেখালেও মুশকিল। এসব করতে করতে শেষ সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। অলরেডি ফিনিশড্ প্রোডাক্টের একটা শিপমেণ্ট পাঠাতে হয়েছে আমাদেরকে।'

'ফিনিশড্ প্রোডাক্ট! তা হলে তো শেষ সীমা অতিক্রমই করে ফেলেছেন!'

'নির্ভর করছে আমাদের নিয়োগকর্তারা কতটা ধৈর্যশীল, তার ওপর। ফিনিশড্ প্রোডাক্টটা প্রাথমিক অবস্থায় চমৎকার কাজ করবে... রীতিমত জাদু দেখাবে বলতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

কী ঘটে, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওরা তা করে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। বলা যায় না, শুরুতেই খুশি হয়ে আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারে।'

'তা হলে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার মানে কী? ওরা যদি ফিনিশড্ প্রোডাক্ট পেয়ে যায়, তা হলে নতুন তিনজন বিজ্ঞানী দিয়ে কী করবে? প্রজেক্টই তো শেষ!'

'না, ড. আসিফ। এই প্রজেক্ট এখনও শেষ হয়নি। আস্থা রাখুন আমার উপর।' হেণ্ডারসন বলল। 'যথেষ্ট অগ্রগতি দেখিয়েছি আমি ওদেরকে খুশি করার জন্য, কিন্তু কাজ এখনও বাকি আছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্কটিশ বিজ্ঞানী মুখের ভাব জরিপ করল আসিফ। রহস্য করছে লোকটা। অভিযোগের সুরে বলল, 'কিছু একটা আপনি গোপন করছেন, ডক্টর!'

'সিরিয়াস কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল হেণ্ডারসন। 'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ। বারান্দার কিনারায় গিয়ে তাকাল প্রকৃতির দিকে। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ, দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা।

'কিছু ভাবছ?' পিছন থেকে জানতে চাইল তানিয়া।

ঘুরে দাঁড়াল আসিফ। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। 'ড. হেণ্ডারসন, এই দ্বীপের সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চাই আমি। কোথায় কী আছে, কীভাবে পাহারা দেয়া হয়.... স-অ-ব!'

'এখনও পালাবার কথা ভাবছেন?' হতাশ গলায় বলল হেণ্ডারসন। 'ভুলে যান! কোনও উপায় নেই।'

'উপায় সবসময়ই থাকে, ডক্টর,' শান্ত গলায় বলল তানিয়া। স্বামীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক প্রত্যয় ভর করেছে ওর ভিতর। 'আমাদেরকে শুধু তা খুঁজে বের করতে হবে!'

ছয়

ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল লুনার। চোখ খুলতেই দেখল, দিনের প্রথম আলোয় ভরে গেছে কামরার অভ্যন্তর। বিছানায় ও ছাড়া আর কেউ নেই। কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, চোখ বোলাল কামরার ভিতর। জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে আছে রানা, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বাইরে।

'রানা!' জড়ানো গলায় ডাকল ও।

ঘাড় ফেরাল রানা। হাসল। 'গুড মর্নিং! ঘুম ভাল হয়েছে?'

উঠে বসল লুনা। 'হুঁ। কোন্‌খান দিয়ে রাত কেটে গেছে, টেরই পাইনি। তুমি কখন জেগেছ?'

'ঘুমিয়েছি নাকি যে জাগব? রাতভর পাহারা দিচ্ছি তোমাকে!'

'মানে?'

'বুভারিদের নাগালের মধ্যে আছি আমরা এখনও। বাইরে চোখ রাখতে হয়েছে, ওরা উদয় হলে যেন দেখতে পাই।'

'তাই বলে সারারাত জেগে থাকবে? আমাকে বললেও তো দু-চার ঘণ্টা পাহারা দিতে পারতাম!'

'তুমি তো বিছানায় উঠতেই ঘুমিয়ে গেলে! কপালে আদর-সোহাগই জুটল না, পাহারা দিতে ডাকি কীভাবে?'

লজ্জায় আরক্ত হলো লুনার মুখ। 'সরি...'

হেসে ফেলল রানা। 'আরে, আমি তো ঠাট্টা করছি! কিছু ঘটেনি আমাদের মধ্যে, সেটা বরং ভাল হয়েছে। ক্ষণিকের আবেগের বশে ওসব উচিতও হতো না। ওঠো এখন, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।'

বিছানা থেকে নেমে পড়ল লুনা। বাথরুম থেকে যখন বেরুল, ততক্ষণে নাশতা এসে পড়েছে। খেতে বসল দুজনে।

'আচ্ছা, রুমের ভাড়া-ব্রেকফাস্ট... এসবের বিল দেবে কীভাবে?' পাউরুটিতে কামড় দিয়ে জানতে চাইল লুনা।

'টাকা আছে আমার কাছে,' বলল রানা। 'পোশাক পাল্টালেও ওয়ালেট আর সেলফোন হাতছাড়া করিনি। ভাঁড়ের পোশাকের পকেটে নিয়ে নিয়েছিলাম।'

'এত দৌড়ঝাঁপের পরও হারায়নি ওগুলো?'

'ফোনটা হারিয়েছি পরিখার পানিতে। কপাল ভাল, ওয়ালেটটা শুধু ভিজেছে, পকেট থেকে পড়ে যায়নি। রাতে শুকিয়ে নিয়েছি সবক'টা নোট। সকালে এখানকার একজন মেইডকে পাঠিয়েছি আমাদের জন্য পোশাক কিনে আনতে। একটা গাড়িও ভাড়া করতে বলেছি প্যারিসে যাবার জন্য।'

'ভাল করেছ,' বলে নাশতায় মন দিল লুনা। একটু পর কী মনে পড়তে মুখ তুলে তাকাল। 'আচ্ছা, বুভারিদের ব্যাপারে কী করবে বলে ভাবছ? পুলিশে রিপোর্ট করবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাতে কোনও লাভ হবে না। ওদের মত ধনী আর প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না।'

'কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, রানা।'

'স্বীকার করি। কিন্তু আইন আমাদের কোন্ কথাটা বিশ্বাস করবে? *পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডুলাম*, নাকি *কাস্ক অভ অ্যামণ্টিলাডো*-র গল্প? বরং বুভারিদের বিমান চুরি করার দায়ে

আমরাই উল্টো ফেঁসে যেতে পারি।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। 'বুঝতে পারছি সমস্যাটা। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে পার পেয়ে যেতে দেব?'

'সেটা তো বলিনি,' রানা বলল। 'ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা নেব আমরা, তবে তার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। আপাতত প্যারিসে ফিরে যাব আমরা, পরিচিত লোকজন আর কণ্ট্যাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। চেষ্টা করব বুভারিদের সমস্ত কুকর্মের প্রমাণ জোগাড় করতে।'

'তুমি যা ভাল বোঝো।'

'ইয়ে...' গলা খাঁকারি দিল রানা, 'দেশমকে কী বলবে? ওর শখের অ্যান্টিক গাড়িটার যে-দশা করেছি আমরা...'

'ও নিয়ে ভেবো না,' হাসল লুনা। 'গাড়িটা এমনিতেই বদলাবার কথা ভাবছিল দিদিয়ের। নষ্ট হওয়ায় বরং লাভ হয়েছে, বীমা বাবদ একগাদা টাকা পাবে।'

ব্রেকফাস্ট শেষে করার কিছু রইল না। ভাঁড় আর কালো বেড়ালের কস্টিউম পরে দিনের বেলা কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। সরাইখানার মেইড নতুন পোশাক নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটানোর জন্য আলাপচারিতা চলল দুজনের মধ্যে।

'আচ্ছা,' বলল লুনা। 'লর্ড ওয়ালটনের কথাগুলো কি তোমার বিশ্বাস হয়? সত্যিই কি বুভারিরা প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী?'

'বিশ্বাস করা একটু কঠিন,' রানা বলল। 'অল্প কিছু মানুষের পক্ষে এত বড় দুটো যুদ্ধ বাধানো সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে দম্ভ, বোকামি আর হিসেবের ভুলচুকের বিরাট ভূমিকা থাকে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সময়টার কথা ভাবো। ১৯১৪ সালে মহাশক্তিগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে অযোগ্য

কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক। যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্তটা ছিল অল্প কয়েকজন মানুষেরই হাতে—ওদের কেউই খুব একটা দূরদর্শী ছিল না, ছিল স্বেচ্ছাচারী। একজন জার, বা কাইজারকে জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করতে হতো না। বুভারি বা অন্যান্য অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে কি তাদেরকে ম্যানিপুলেট করা সম্ভব ছিল না? তার ওপর গ্র্যাণ্ড ডিউকের হত্যাকাণ্ডটা ছিল একটা বড় অনুঘটক!'

'হুম, ওভাবে চিন্তা করলে অবশ্য মেনে নিতে হয় ওয়ালটনের অভিযোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও মোটামুটি একই পরিবেশ বিরাজ করছিল। হিটলারকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য প্রভাবিত করে ওই যুদ্ধও বাধানো হতে পারে।'

'তার মানে তুমি মেনে নিচ্ছ, এসবের পিছনে বুভারিদের হাত আছে?'

'হাতে প্রমাণ নেই, কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা হবার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি—এককভাবে দুনিয়াকে বিশ্বযুদ্ধে ঠেলে দেয়ার চিন্তা কেবল বুভারিদের মাথা থেকেই বেরুতে পারে। ওয়ালটন অভিযোগের আঙুল তোলায় তাকে যেভাবে খুন করা হলো, তাতে মনে হচ্ছে কথাগুলোর মাঝে সত্যতা আছে।'

ইংরেজ লর্ডের পরিণতির কথা ভাবতেই কেঁপে উঠল লুনা। 'ওয়ালটন বলছিলেন, থিয়োডর বুভারি যুদ্ধটা থামাবার চেষ্টা করছিল। ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে ক্র্যাশ করে তার বিমান। কিন্তু ভেবে দেখেছ, আল্পস্ পেরুলেই ও সুইটজারল্যাণ্ডে পৌঁছে যেত!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ। সুইটজারল্যাণ্ড একটা নিরপেক্ষ দেশ... ওখান থেকে পরিবারের উদ্দেশ্য দুনিয়ার সামনে ফাঁস করে দিতে পারত থিয়োডর।' নড়েচড়ে বসল ও। 'ঠিক আছে, আরেকটু ভাবা যাক ব্যাপারটা নিয়ে। প্রভাবশালী লোক ছিল থিয়োডর বুভারি, কিন্তু তারপরও নিশ্চয়ই ওর মুখের কথা বিশ্বাস করত না কেউ? দুনিয়াকে

দেখাবার জন্য প্রমাণ থাকা দরকার ওর কাছে—কাগজপত্র, বা গোপন দলিল...'

'অবশ্যই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল লুনা। 'গ্লেসিয়ারে পাওয়া ওই স্ট্রংবক্সটা! থিয়োডর নিয়ে যাচ্ছিল ওটা... নিশ্চয়ই ভিতরে সমস্ত প্রমাণ ছিল। পরিবারের নোংরা পরিকল্পনা ফাঁস হতে দিতে চায়নি বুভারিরা, সেজন্যেই খুন করা হয়েছে ওকে! স্ট্রংবক্সটাও আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওদের পোষা গুণ্ডা।'

'আমি ঠিক মানতে পারছি না,' রানা কেন যেন দ্বিধান্বিত। 'দলিলপত্রগুলো প্রকাশ পেলেই বা কী এসে-যেত? টাকার অভাব নেই বুভারিদের, ভাল একটা পাবলিক রিলেশন্স ফার্ম ভাড়া করে পাল্টা অভিযোগ আনতে পারত—অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে। নামি-দামি উকিল ভাড়া করে মানহানির মামলা ঠুকতে পারত। দলিলগুলো জাল বলে দাবি করতে পারত। আফটার অল, এত বছর পর তো কোনও কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়!'

'তা হলে রিসার্চ টানেল পানিতে ডুবিয়ে দিল কেন? লেগ্রাঁকে খুন করল কেন? আমাদেরকেই বা খুন করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে কেন?'

'হুম, তা হলে অন্য একটা থিয়োরি নিয়ে ভাবা যাক। হয়তো স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ নতুন কোনও প্রোডাক্ট ছাড়তে চলেছে বাজারে। কিংবা কোনও বড় কণ্ট্রাক্ট পেতে যাচ্ছে বড় কোনও সুপারপাওয়ারের কাছ থেকে। প্রমাণ হোক, বা না হোক, ওদের নামে দুর্নাম ছড়ালে সেসব ভেস্তে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল লুনা। 'এটা একটা চমৎকার ব্যাখ্যা হতে পারে ওদের আচরণের।'

'কিন্তু একটা জিনিসের ব্যাখ্যা পাচ্ছি না,' রানা বলল। 'পুরনো ওই হেলমেটটা কেন থিয়োডর বুভারির সঙ্গে ছিল?'

'শখের জিনিস হতে পারে,' আন্দাজ করল লুনা। 'হয়তো

ফেলে যেতে চায়নি।'

'বড্ড সহজ করে ভাবছ তুমি,' রানা একমত হলো না 'বুভারিরা হলো হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক, কিন্তু ওদের প্রতিটি কাজের পিছনেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। থিয়োডর বুভারি স্রেফ শখের বশে ওটা সঙ্গে নিয়েছিল বলে বিশ্বাস করি না আমি। যদি তা-ই হতো, তা হলে মাদাম বুভারি ওটা ফিরে পাবার জন্য এমন খেপে যেত না।'

'ওতে কোনও রহস্য আছে ভাবছ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'দিদিয়ের হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে সেটা। এখান থেকে ফিরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

দরজায় টোকা পড়ায় আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটল। শপিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছে মেইড। তাতে রানা আর লুনার জন্য নতুন পোশাক। আহামরি কিছু নয়, তবে কাজ চলে যাবে। মেইডকে বখশিশ দিয়ে খুশি করল রানা। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এল সরাইখানা থেকে, ইতিমধ্যে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে। রেণ্টাল এজেন্সি থেকে একটা সিট্রোঁ সেডান এসে পড়েছে। ওতে চড়ে বসল দু'জনে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাল রানা। তিন ঘণ্টা পরে পৌঁছে গেল প্যারিসে। লুনার অ্যাপার্টমেণ্টে গেল ওরা। বাড়িতে ঢুকেই দিদিয়ের দেশমকে ফোন করল লুনা। সময় চাইল দেখা করার জন্য।

'এখুনি চলে এসো,' বলল দেশম। 'বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি, তোমার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার।'

'রওনা হচ্ছি,' বলে ফোন নামিয়ে রাখল লুনা। লকার থেকে জামা-কাপড় বের করে ব্যাগ গোছাতে শুরু করল।

'এখুনি না গেলে হয় না?' বলল রানা। 'বুভারি পরিবারের

ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য প্যারিসে থাকা দরকার আমার। রানা এজেন্সির অপারেটরদেরকে কাজে লাগাব।'

'থাকো না! মানা করছে কে?' লুনা বলল। 'দেশমের কাছে আমি একাই যেতে পারব।'

'বিপদ হতে পারে...'

'কীসের বিপদ? তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও, ট্রেন ধরে চলে যাব প্রোভেন্সে। দিদিয়ের আমাকে রিসিভ করে নেবে। ওর ভিলাতে পৌঁছে গেলে আর কোনও ভয় নেই। বাড়িটা তো দেখেছ তুমি। ফার্স্ট ক্লাস ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেম আছে ওখানে।'

'তবু...' ইতস্তত করল রানা, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

'আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিতে পারবে না তুমি, সেটা সম্ভব নয়। আমিও চাই না তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে। একটু নাহয় ঝুঁকি নিলাম, অসুবিধে কী? আপত্তি কোরো না তো!'

লুনার একগুঁয়েমির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। কিন্তু যোগাযোগ রেখো।'

'নিশ্চয়ই!' হাসল লুনা।

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেলে ওকে রেল-স্টেশনে পৌঁছে দিল রানা। প্রোভেন্স-গামী ট্রেনে তুলে দিল। তারপর ফিরে এল হোটেলে। ড্রাইভওয়েতে ভ্যালেকে গাড়ির চাবি ধরিয়ে দিয়ে রুমে যাবার জন্য পা বাড়াল ও, কিন্তু লাউঞ্জ পেরোনোর আগেই একজন পোর্টার ছুটে এল।

'মসিয়ো রানা, একজন ভিজিটর সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।'

'কোথায়?'

'ওই তো।' আঙুল তুলে দেখাল পোর্টার।

লবির কোণে বড় একটা সোফা দখল করে বসে আছে ববি মুরল্যাণ্ড। ঝিমোচ্ছে। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম এসে গেছে ওর। নিঃশব্দে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তারপর খপ্ করে চেপে ধরল বন্ধুর কাঁধ। ফরাসি উচ্চারণে বলল, 'হোটেল সিকিউরিটি, সার। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

ধড়মড় করে সিধে হলো মুরল্যাণ্ড। ঝট্ করে তাকাল পিছনে। রানাকে দেখতে পেয়ে চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'ধ্যাত্তেরি! এভাবে চমকে দেয় কেউ? আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম।'

'হার্টফেল করতে? তুমি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমার তা মনে হয় না।'

'সরি, ভুল উপমা দিয়ে ফেলেছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আরেকটু হলেই তোমার ঘাড় মটকে দিতাম... এবার ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' হাসল রানা। 'এখানে কী করছ, জানতে পারি? আমি তো ভেবেছিলাম এখনও চামোয়াঁ মাউন্টেইনে ফ্রান্স আর আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলছ।'

'সোফি আমাকে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিল। লক্ষণটা ভাল না। আমি এখনও গাঁটছড়া বাঁধার চিন্তা করছি না। কাজেই পালিয়ে এসেছি। ভাল কথা, তুমি কোথায় ছিলে, বলো তো? কতবার তোমার সেলফোনে রিং দিলাম, কিন্তু জবাব পেলাম না!'

'কারণ ফোনটা ফরাসি এক দুর্গের পরিখার তলায় পড়ে আছে।'

'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এমন অনবদ্য অজুহাত আগে কখনও শুনিনি আমি। ফোনটা ওখানে গেল কী করে?'

'লম্বা কাহিনি। বলতে সময় লাগবে। আগে তোমার খবর বলো। সকাল থেকে অপেক্ষা করছ শুনলাম... কারণ কী?'

মুরল্যাণ্ডের চেহারায় মেঘ জমল। 'মি. রেডক্লিফের ফোন পেয়েছি।' জর্জ রেডক্লিফ নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর, তার কথা বলছে ও। 'গোস্ট সিটির এক্সপিডিশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আসিফ আর তানিয়া আলভিনে চেপে ডাইভ দিয়েছিল ওখানে। আর উঠে আসেনি। ওদের সঙ্গে আরও একজন বায়োলজিস্ট আছে।'

'বলো কী!' চমকে উঠল রানা। 'কী ঘটেছে ওখানে?'

'কেউ ঠিক বলতে পারছে না। সাবমারসিবলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কিছুক্ষণ পরই সারফেসে রিসার্চ ভেসেলের উপর একটা হামলা চালানো হয়েছিল। পুরো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, তাই ডিটেইলস্ বলতে পারছি না।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নির্দোষ একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশনের উপর কে হামলা চালাবে?'

'সেটাই বের করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে। রাতের ট্রেনে চেপে আমি চলে এসেছি প্যারিসে। তোমার বসের সঙ্গেও কথা বলেছেন আমাদের অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, অনুমতি নিয়েছেন তোমাকে উদ্ধার-অভিযানে পাঠাবার জন্য। আফটার অল, আসিফ-তানিয়া দু'জনেই বাংলাদেশের উদীয়মান বিজ্ঞানী।'

'কখন থেকে নিখোঁজ ওরা?'

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আলভিনে সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘণ্টা চলার মত বাতাস আর রেশন আছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। নেভির সাহায্য চেয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ওরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে লোকেশনে। *দ্য গল* এয়ারপোর্টে নুমার একজিকিউটিভ জেট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। চলো রওনা হয়ে যাই।'

'তৈরি হবার জন্য পাঁচ মিনিট দাও আমাকে।'

রুমে গিয়ে দ্রুত পোশাক পাল্টাল রানা, কয়েকদিন চলার মত কাপড় আর আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র ভরল ডাফল্ ব্যাগে। তারপর মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। নুমার এক্জিকিউটিভ জেটে চড়ে প্রথমে অ্যাজোরেসে গেল ওরা। সেখানে বিমান বদলাল, একটা সি-প্লেন ওদেরকে নিয়ে চলল অকুস্থলের দিকে।

ইতিমধ্যে নুমার একটা জাহাজ যোগ দিয়েছে রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এর সঙ্গে। জাহাজটার নাম *মারমেইড*—ভূমধ্যসাগরে একটা এক্সপিডিশন শেষ করে আমেরিকায় ফিরছিল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নির্দেশে চলে এসেছে মিড-আটলান্টিক রিজে। সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ভেসেল—অত্যাধুনিক রিমোট সেন্সিং ইকুইপমেণ্ট আছে ওতে, আরও আছে আণ্ডার-সি রোবট। নুমা চিফের অনুরোধে ইউ.এস. নেভির একটা ক্রুজারও গেছে ওদেরকে সাহায্য করবার জন্য।

সি-প্লেন নামতে শুরু করলে তিনটে জাহাজই দেখতে পেল রানা—পাশাপাশি ভাসছে। খুশি হলো মনে মনে। যথেষ্ট সাপোর্ট পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।

আকাশি রঙের নুমা-ভেস্সেলটার কাছাকাছি ল্যাণ্ড করল সি-প্লেন। জাহাজ থেকে পাওয়ার-বোট পাঠানো হলো, তাতে চেপে মারমেইডে গেল রানা-মুরল্যাণ্ড। ল্যাডার বেয়ে ডেকে উঠতেই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল ব্যানিয়ন। রানা আর মুরল্যাণ্ডের পূর্ব-পরিচিত।

'নাইস্ টু মিট ইউ আগেইন, জেণ্টলমেন,' হাত মিলিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

'পরিস্থিতিটা অন্যরকম হলে বেশি খুশি হতাম,' রানা বলল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। নেভির

ক্রুজার থেকে একটা জেমিনি বোট ছুটে আসছে এদিকে।

'হুঁ,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'মেহমানদারির সময় হয়েছে, ক্যাপ্টেন!'

'আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা,' ব্যানিয়ন বললেন। 'প্লেনটা দেখতে পেয়েই মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কখন এসেছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের আগেই। কাছেই কোথায় যেন একটা এক্সারসাইজে অংশ নিচ্ছিল, আটলান্টিসের ডিসট্রেস কল পেয়ে দ্রুত রেসপণ্ড করেছে। আমাদের সিকিউরিটির দিকটা দেখছে এখন ওরা। আসুন, কদ্দূর এগিয়েছি আমরা, তা দেখাই।'

ব্রিজে গেল ওরা। এলাকার বড় একটা চার্ট মেলে ধরলেন ক্যাপ্টেন ব্যানিয়ন, তাতে পেন্সিলে দাগানো নানা রকম আঁকিবুঁকি দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের ভাগ্য ভাল, বিরূপ আবহাওয়ার শিকার হইনি,' বললেন তিনি। 'এতে আমাদের কাভার করা এলাকার একটা ধারণা পাবেন। সোনার সার্ভে চালিয়েছি আমরা, 'রিমোট অপারেটেড ভেহিকেলও নামিয়েছি নীচে।'

'ইম্প্রেসিভ!' বলল রানা।

'ধন্যবাদ। *মারমেইড*-এর ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমরা একশো ফ্যাদম গভীরতায় একটা পয়সাও স্পট করতে পারি। পুরো গোস্ট সিটিতে তল্লাশি চালিয়েছি আমরা। আশপাশে আরও কিছু হাইড্রো-থারমাল ভেন্টের সন্ধান পেয়েছি, ওসব জায়গাও কাভার করা হয়েছে। রিজগুলোতেও তল্লাশি চালাচ্ছে *আটলান্টিস।* সব মিলিয়ে আমাদের সার্চিং ক্যাপাবিলিটির তুলনা হয় না। কিন্তু ফলাফল শূন্য। কী ঘটেছে, তা বুঝতে পারছি না। *আলভিন* একটা পরীক্ষিত সাবমারসিবল, এর আগে শত শত ডাইভ দিয়েছে... কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

'কোনও চিহ্নই পাননি ওটার?'

'উঁহুঁ। তবে ওখানেই ধাঁধাটার সমাপ্তি ঘটছে না। এটা দেখুন।' একটা সোনার রিডিঙের প্রিন্টআউট রানার হাতে তুলে দিলেন ব্যানিয়ন। 'গোস্ট সিটির তল্লাশি শেষ হলে আশপাশে মনোযোগ দিই আমরা। আরও তিনটে ছোট-বড় ভেন্ট সিটির সন্ধান পেয়েছি রিজে। প্রিন্টআউটে যেটা দেখছেন ওটাকে দ্বিতীয় গোস্ট সিটি, বা *জিসি-টু* বলে ডাকছি আমরা। অদ্ভুত একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে ওতে—আমরা কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।'

একটা ম্যাগনিফাইং গাস নিয়ে প্রিন্টআউটের উপর ঝুঁকল রানা। অভিজ্ঞ চোখে সবকিছুই বুঝতে পারল, কিন্তু থমকে গেল একটা বৈসাদৃশ্য দেখতে পেয়ে।

'এই সমান্তরাল রেখাগুলো কীসের?' জিজ্ঞেস করল ও।

'একই প্রশ্ন আমাদের,' বললেন ব্যানিয়ন। 'জানার জন্য একটা আর.ও.ভি. পাঠিয়েছিলাম। ছবি তুলে এনেছে ওটা। এই দেখুন।'

আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি একতাড়া ছবি বাড়িয়ে ধরলেন তিনি, রানা আর মুরল্যাণ্ড স্টাডি করল ওগুলো। উঁচু উঁচু হাইড্রো-থারমাল ভেন্টের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সমান্তরাল একজোড়া ট্র্যাক—যাবার পথে যা পেয়েছে, সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

'বড় কোনও বুলডোজার বা ট্যাঙ্কের ট্র্যাকের মত দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা।

'শুধু বড় না, অতিকায়!' ব্যানিয়ন বললেন। 'আমরা হিসেব করে দেখেছি, ট্র্যাকদুটোর মাঝখানে ত্রিশ ফুট ব্যবধান রয়েছে।'

'ওখানে পানির গভীরতা কত?'

'আড়াই হাজার ফুট। অত গভীরে কোনও সি-বেড ক্রওলিং

ভেহিকেল থাকতে পারে না।'

'এতটা নিশ্চিত হবেন না,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এমন ভেহিকেল দেখেছি আমরা আগে... চালিয়েছিও। তোমার মনে পড়ে, রানা?'

'*লোলা!*' মনে পড়ে যেতে হাসল রানা। নুমার ডিপ-সি মাইনিং ভেহিকেল। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, জেনজো ইয়ামাদা নামে এক জাপানী ধনকুবের পুরো দুনিয়াকে জয় করার নেশায় মেতে উঠেছিল। তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল রানা ও মুরল্যাণ্ড। সেই অভিযানে *লোলা*-র অনেক ভূমিকা ছিল। ওটাকে ছাড়া সফলই হতে পারত না ওরা।*

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন ব্যানিয়ন।

ক্যাপ্টেনকে লোলা-র বিষয়ে সংক্ষেপে বলল রানা। শুনে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। বললেন, 'আপনাদের ওই লোলার সঙ্গে পার্থক্য আছে এটার। এই দেখুন।' একটা ছবি তুলে দেখালেন। সমান্তরাল ট্র্যাকদুটো হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ওখানে সাগরের মেঝেতে জমে থাকা পলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। 'লিফট-অফের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে না? যদি তা-ই হয়, তা হলে মানতে হবে—এই সাবমেরিন শুধু সি-বেডে হামাগুড়ি দেয় না, সাঁতার কেটে ভেসেও যেতে পারে।'

'আমার ধারণা, আলভিন-কে এই সাবমেরিন-ই নিয়ে গেছে,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এই ট্র্যাকের কাছাকাছি থেকে গায়েব হয়ে গেছে সাবমারসিবলটা। ব্যাপারটা কাকতাল বলে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পায়ের শব্দ পেয়ে মাথা ঘোরাল ওরা। নতুন দু'জন মানুষ এসে ঢুকেছে ব্রিজে। পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যানিয়ন। নেভির

---

* *জাপানী ফ্যানাটিক* দ্রষ্টব্য।

ক্রুজার *ইউ.এস.এস. অরল্যাণ্ডো*-র কমাণ্ডার জ্যাকব কার্টিস, আর রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এর ক্যাপ্টেন পল ম্যালোরি। করমর্দন করল রানা-মুরল্যাণ্ড।

'নাইস টু মিট ইউ,' বললেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আপনাদের অনেক প্রশংসা শুনেছি, আমাদের প্রত্যাশার পারদ তাই আকাশ ছুঁয়েছে।'

'সাধ্যে যতটুকু সম্ভব, তার সবই করব আমরা,' বলল রানা। ফিরল ক্যাপ্টেন ম্যালোরির দিকে। 'কী ঘটেছিল, তা জানতে চাই। শুনলাম আলভিনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর পরই আপনাদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যালোরি। 'অদ্ভুত একটা জাহাজ দেখতে পাই আমরা। পুরনো... জং-ধরা একটা ফ্রেইটার। খোলের গায়ে নাম লেখা ছিল—*সেল্টিক রেইনবো।* মাল্টা-র জাহাজ। আমাদের কাছাকাছি এসেই ডিসট্রেস সিগনাল দিতে শুরু করে। একটু পরেই জাহাজের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখি আমরা। কিন্তু কোনও মানুষ দেখতে পাইনি। শেষ পর্যন্ত একটা বোর্ডিং পার্টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই।'

'হুঁ, তারপর?'

'আমার লোকজন পাঠাতে চাইছিলাম, কিন্তু লেফটেন্যান্ট বেকার তাঁর টিম নিয়ে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন...'

'লে. বেকার?'

'অবসরপ্রাপ্ত। প্রাইভেট সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। আটলান্টিসের নিরাপত্তার জন্য ছোট একটা টিম-সহ তিনি এসেছিলেন।'

'আমি চিনি লে. বেকারকে,' বলে উঠলেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'একসঙ্গে কাজ করেছি বেশ কিছুদিন। শক্ত লোক, প্রাক্তন সিল-কমাণ্ডো।'

'কোথায় তিনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃখিত। মারা গেছে বেচারা। পানিতে আমরা ওর লাশ পেয়েছি; কিন্তু টিমের বাকি সদস্য, কিংবা রহস্যময় জাহাজটার খোঁজ পাইনি।'

'একটা ফ্রেইটার কীভাবে খোলা সাগর থেকে গায়েব হয়ে যায়?'

ম্যালোরি বললেন, 'আলভিন হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছিলাম আমি। তাতে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে *ইউ.এস.এস. অরল্যাণ্ডো*। দারুণ টাইমিং ওঁদের—লে. বেকার ফ্রেইটারে উঠলেন, একটু পর জাহাজটা আমাদের গায়ের উপর চড়ে বসার চেষ্টা করল, আর তখুনি হাজির হলেন ওঁরা। দিগন্তে নেভি শিপকে দেখতে পেয়েই পিঠটান দেয় *সেল্টিক রেইনবো*।'

কার্টিসের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা ধাওয়া করেননি?'

'আটলাণ্টিসের কাছে এসে থামতে হয়েছে আমাদেরকে,' কমাণ্ডার বললেন, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হয়েছে। এরপর ধাওয়া করেছিলাম ফ্রেইটারকে। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে অসুবিধে ছিল না। আমাদের স্পিড যে-কোনও ফ্রেইটারের চেয়ে বেশি, ধরে ফেলতে পারতাম। রেইডারেও ট্র্যাক করা যাচ্ছিল ওদেরকে।'

'তা হলে?'

'আচমকা রেইডার থেকে গায়েব হয়ে গেল ওটা। জায়গামত পৌঁছে দেখলাম, পানিতে খোলের ভাঙাচোরা অংশ আর তেল ভাসছে। লে. বেকারের লাশও পেয়েছি ওর মাঝে।'

'ডুবে গেছে বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, তবে আস্ত অবস্থায় নয়। বিস্ফোরিত হয়ে!'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা কথাটা শুনে।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। স্পেশাল ওয়ারফেয়ারে দুনিয়ার সেরা ট্রেইনিং পায় সিল-কমাণ্ডোরা। জং-ধরা একটা ফ্রেইটারকে সাহায্য করতে গিয়ে কেন ওরা খুন হয়ে যাবে?'

থমথমে গলায় কার্টিস বললেন, 'কারণ ওরা এমন কিছুর মুখোমুখি হয়েছিল, যা মোকাবেলা করার ট্রেইনিং পায়নি।'

'কী হতে পারে সেটা... কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আন্দাজ না, আমি আপনাকে দেখিয়েই দিতে পারি,' বললেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

সাত

মারমেইড-এর ওয়ার্ডরুমে গিয়ে বসল সবাই। সঙ্গে একটা ভিডিওটেপ নিয়ে এসেছেন কমাণ্ডার কার্টিস, সেটা ভিসিআর-এ ঢুকিয়ে প্লে করলেন। ধীরে ধীরে পর্দায় ভেসে উঠল একটা কাঁপা কাঁপা দৃশ্য। হ্যাণ্ডহেল্ড ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে দৃশ্যটা। মাথায় ব্যানডানা জড়ানো তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে, সবার কাছে অটোমেটিক ওয়েপন আছে। ইনফ্লেইটেবল একটা বোটে বসে আছে ওরা; ঢেউয়ের দোলায় বোট একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছে। মাঝারি আকারের পুরনো একটা ফ্রেইটারকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। একটু পর আউটবোর্ড

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল একটা ভারী কণ্ঠ।

'অ্যাপ্রোচিং টার্গেট। গেট রেডি, বয়েজ! ধরে নাও বিপদ অপেক্ষা করছে। এবার একটু থামব আমরা, দেখা যাক কেউ গুলি ছোঁড়ে কি না।'

ক্যামেরার ঠিক সামনে বসা লোকটা উল্টো ঘুরে বুড়ো আঙুল তুলল।

রিমোটের বাটন চেপে ছবি স্থির করে ফেললেন কার্টিস, উঠে গিয়ে ছবির মানুষটাকে দেখালেন। 'এ হলো টমাস রসকো,' বললেন তিনি। 'প্রথম শ্রেণীর একজন কমাণ্ডো। সিল টিম সিক্সের প্রাক্তন সদস্য, এক্সপার্ট ইন অ্যান্টিটেরোরিজম। পারশিয়ান গালফের যুদ্ধে একগাদা মেডেল পেয়েছে। অবসর নেয়ার পর যোগ দিয়েছিল লে. বেকারের কোম্পানিতে।'

'যে-কণ্ঠটা শুনলাম, ওটাই নিশ্চয়ই বেকারের?' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ম্যালোরি। 'চেস্ট হারনেসে একটা ভিডিও ক্যামেরা লাগিয়ে রাখত বেকার, সব ধরনের অপারেশনের রেকর্ড রাখার জন্য। পরে ওই ভিডিও দেখে টিমের ভুল-ত্রুটি শোধরাত।'

'লাশের বুক থেকেই ক্যামেরা আর এই টেপ উদ্ধার করেছি আমরা,' যোগ করলেন কার্টিস। 'কপাল ভাল, ওটা একটা ওঅটারপ্রুফ হাউজিঙে আটকানো ছিল। ছবির কোয়ালিটি খুব ভাল নয়, তবে কী ঘটেছিল, তার একটা ধারণা পাবেন আপনারা।'

সোফায় ফিরে এসে আবার প্লে-বাটন চাপলেন তিনি।

কিছুক্ষণ স্থির রইল বোট। বেকার বলল, *'কেউ আক্রমণ করেনি আমাদের উপর। ঠিক আছে, এগোনো যাক।'*

ছায়াছবির মত পরের ঘটনাগুলো দেখতে পেল দর্শকরা। গ্যাস-মাস্ক পরে নিল কমাণ্ডোরা, অ্যালুমিনিয়ামের গ্র্যাপলিং হুক

সহ নাইলন বোর্ডিং ল্যাডার বো-র একপাশে আটকানো হলো, তারপর অস্ত্র-সহ রশির মই বেয়ে সবাই উঠল জাহাজে। অ্যাঙ্কর উইঞ্চ-এর সামনে জড়ো হলো। পুরো ডেক ধোঁয়ার আচ্ছন্ন, চারপাশে কোনও মানুষজন নেই। দলকে দু'ভাগ করল বেকার—দু'জন সামনে, দু'জন পিছনে... এই পদ্ধতিতে পুরো জাহাজে তল্লাশি চালাবার সিদ্ধান্ত নিল।

দলকে নিয়ে এরপর তিন ডেক উপরের ব্রিজে উঠল বেকার। মাঝে মাঝে ধারাভাষ্য দিচ্ছে পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে। অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টে বোঝাই ব্রিজের দেখা পেল দর্শকরা, জাহাজের অটোমেটেড সিস্টেম সম্পর্কে কমাণ্ডো দলের ডেপুটির মন্তব্য শুনল।

এরপর কমিউনিকেশন রুমে গেল দলটা। কামরাটাও খালি, তবে জ্যান্ত হয়ে আছে রেডিও ট্রান্সমিটার, মাইক্রোফোনের সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছে একটি টেপ-রেকর্ডার, স্পিকারে বেরিয়ে আসছে রেকর্ড করা কণ্ঠ... *'মে-ডে! মে-ডে!!'*

'হোয়াট দ্য...' গাল দিয়ে উঠল এক কমাণ্ডো।

'তামাশা করছে কেউ আমাদের সঙ্গে!' বলল ডেপুটি।

বেকার বলল, *'না! ঠাট্টা না... এটা একটা ফাঁদ। কুইক! গেট ব্যাক, এভরিবডি! জাহাজে ফিরে চলো এখুনি!'*

কমিউনিকেশন রুম থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কমাণ্ডোরা, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। নরক ভেঙে পড়ল ব্রিজের ভিতর। ছবি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। চেঁচামেচি, পাশবিক চিৎকার আর গুলির আওয়াজে কান ঝালাপালা। কী ঘটছে ঠাহর করা মুশকিল, শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে—আক্রান্ত হয়েছে কমাণ্ডোরা। শত্রুপক্ষের পরিচয় আঁচ করা সম্ভব হলো না। পর্দায় কদাচিৎ ভেসে উঠছে লম্বা-সাদা চুল, হলুদ শ্বদন্ত, রক্তলাল চোখ আর লোমশ দেহের চল।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল বেকার। স্ক্রিনে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ব্রিজের ছাত। পরমুহূর্তে তা ঢাকা পড়ে গেল লোমশ একটা দেহ বেকারের গায়ে চড়ে বসায়। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হলো, ক্যামেরার লেন্সে ছিটকে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত। এরপর সম্ভবত বেকারের প্রাণহীন দেহটা তুলে ছুঁড়ে মারা হলো বাল্কহেডের গায়ে। আঘাত লাগল ক্যামেরার গায়ে। স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। স্পিকারে শুধু খসখসে আওয়াজ বেরুচ্ছে এখন।

ভিসিআর বন্ধ করে দিলেন কমাণ্ডার কার্টিস। বললেন, 'দিস ইজ অল।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। ভিডিওতে যা দেখা গেল, তা অবিশ্বাস্য... ভয়ঙ্কর। ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিচ্ছে সবাই। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'আপনার এই ভিডিও থেকে যত না জবাব পাচ্ছি, তারচেয়ে বেশি প্রশ্ন জাগছে মনে,' ও বলল।

'জানি,' কার্টিস কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কিন্তু এটাই ঘটেছে। অ্যামবুশ পেতে বেকার আর তার টিমকে খুন করেছে ওরা। তবে খুনের কায়দাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। ওর লাশের গলা দেখে মনে হয়েছে, খালি হাতে শ্বাস আর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজটা সহজ নয়।'

'স্ক্রিনের ওই প্রাণীগুলোকে মানুষ বলে মনে হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়লেন কার্টিস।

'কমাণ্ডার, ভিডিও-র শেষ কয়েক সেকেণ্ড আরেকবার দেখাতে পারেন?' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। কার্টিস টেপটা একটু রিওয়াইণ্ড করে আবার ছাড়লেন।

'থামুন এখানে!' হঠাৎ বলল মুরল্যাণ্ড।

পজ করলেন কার্টিস। স্ক্রিনের পুরোটা জুড়ে এখন রক্তলাল দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে। চারপাশ সাদাটে চুলে ঢাকা। কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মুরল্যাণ্ড।

'কী এটা!' ফিসফিসাল ও।

'জানি না আমি,' বললেন কার্টিস। 'শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর একটা ফাঁদের ভিতর পা দিয়ে বসেছিল লে. বেকার।'

'ওরা নিশ্চয়ই সশস্ত্র একদল কমাণ্ডোকে আশা করেনি? বেশ কয়েকটা প্রাণীকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছি।'

'হোয়াটএভার! শিপের অ্যামবুশটাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। *আটলান্টিস*-ই মূল টার্গেট ছিল বলে ধারণা আমার। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেছে।'

'হুম!'

ক্যাপ্টেন ব্যানিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাকে ব্রিজে যেতে হয়। কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

'আমিও যাই,' ম্যালোরি সুর মেলালেন। 'জাহাজে আমাকেও ফিরে যেতে হবে।'

দুই ক্যাপ্টেনকে বিদায় জানাল রানা। তারপর কমাণ্ডার কার্টিসকে বলল, 'আপনি কী করবেন? জাহাজে ফিরবেন না?'

'না,' বললেন কার্টিস। 'আপনাদের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করা দরকার। হাতে সময় আছে তো?'

'অবশ্যই।'

ওয়ার্ডরুমের ওয়াইন-কেবিনেট থেকে বোতল বের করে তিনটে গ্লাসে উইস্কি ঢাললেন কার্টিস। একটা নিজে নিলেন, অন্যদুটো দিলেন রানা-মুরল্যাণ্ডকে। তারপর ওদের মুখোমুখি বসলেন।

'প্রথম যখন হামলার খবর শুনি, আমি ভেবেছিলাম

জলদস্যুদের কাণ্ড,' বললেন তিনি। 'যদিও এই এলাকায় দস্যুতার তেমন নজির নেই।'

'এখন তা হলে ব্যাপারটার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' গ্লাসে চুমুক দিলেন কার্টিস। 'বলতে ভুলে গেছি, নৌবাহিনীর একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার আমি। ভিডিও-টা দেখেই ওয়াশিংটনে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করেছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম লাল চোখ-অলা দানব বা পশুর ব্যাপারে কিছু জানা আছে কি না ওদের। অপমানজনক বেশ কিছু মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমাকে, তবে শেষ পর্যন্ত বড়কর্তাদেরকে কনভিন্স করতে পেরেছি। ইন্টেলিজেন্স স্টাফরা ড্রাকুলা, ফটোগ্রাফি আর হলিউড মুভি থেকে শুরু করে যত ধরনের রেফারেন্স পেয়েছে, সব ঘেঁটে দেখেছে। জানেন আপনারা, *রেড-আইড ডেমনস্* নামে একটা রক ব্যাণ্ড পর্যন্ত আছে?'

'দুঃখিত,' বলল মুরল্যাণ্ড। '*স্পাইস গার্লস্* ভেঙে যাবার পর থেকে মনের দুঃখে রক সঙ্গীত শোনা ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

'আমিও ওসব শুনি না,' রানা বলল।

'এনিওয়ে,' আগের কথার খেই ধরলেন কার্টিস, 'ই-মেইলের মাধ্যমে ওয়াশিংটন থেকে সমস্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আমার কাছে। সেগুলোতে চোখ বোলাতে গিয়ে আমি এটার সন্ধান পেয়েছি।'

সেন্টার-টেবিলের উপর রাখা ফোল্ডার থেকে একটা পেপার-কাটিং বের করে দেখালেন তিনি। কয়েক মাস আগের পত্রিকা থেকে নেয়া। সেটা এরকম:

টিভি শো-র কলাকুশলী নিখোঁজ। পুলিশ দিশেহারা।

(রয়টার্স, লণ্ডন)

রিয়্যালিটি গেম শো আউটকাস্ট-এর সাতজন অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং দশজন শুটিং ক্রু-র কোনও সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, তাঁরা স্কটল্যাণ্ড উপকূলের একটি নির্জন দ্বীপে শুটিং চলাকালে নিখোঁজ হন। প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তাঁদের পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

তল্লাশি অভিযানে যৌথভাবে অংশ নিচ্ছে পুলিশ এবং কোস্ট গার্ড। আমেরিকা থেকে আসা এফবিআই-এর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাঁদেরকে সাহায্য করছেন। অভিযানের নেতৃত্বে থাকা পুলিশ কমিশনার হ্যারল্ড গ্যাভিলান বলেছেন, তাঁরা দ্বীপে লড়াইয়ের আলামত পেয়েছেন, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে—ওখানে কোনও ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল।

পুরো কলাকুশলীর মধ্যে একজন মাত্র অভিনেত্রী রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর নাম এডিথ ম্যাকলিন, বর্তমানে হাসপাতালে আছেন। মিস ম্যাকলিনের ভাষ্যমতে একদল লাল-চোখঅলা হিংস্র দানব আক্রমণ করেছিল তাঁদের ইউনিটকে, ওরাই খুন করেছে তাঁর সহকর্মীদেরকে। পাহাড়ি একটি ফাটলে লুকিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বাঁচান।

কর্তৃপক্ষ এই ভাষ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জানিয়েছেন: মিস ম্যাকলিন ঘটনার ভয়াবহতায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন হ্যালুসিনেশনে। সুস্থ হবার আগে তাঁর কাছ থেকে সঠিক ঘটনা জানতে পারার কোনও সম্ভাবনা নেই...

কাটিং-টা কার্টিসের কাছে ফিরিয়ে দিল রানা। বলল, 'লাল-চোখঅলা দানব... আপনার ধারণা, ভিডিওতে ওগুলোকেই

দেখেছি আমরা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কার্টিস।

'আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না,' মুরল্যাণ্ড দ্বিমত পোষণ করল। 'কোথায় স্কটল্যাণ্ড উপকূল, আর কোথায় আটলাণ্টিক ম্যাসিফ! তা ছাড়া *আলভিন*-এর নিখোঁজ হবার সঙ্গে একদল দানবের কী সম্পর্ক? ওরা নিশ্চয়ই ঘাড়ে তুলে নিয়ে যায়নি সাবমারসিবলটাকে?'

'এসো, আলোচনা করে দেখি,' বলল রানা। 'অদ্ভুত ওই ট্র্যাকের কথা ভাবো। এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে: গোস্ট সিটিতে গোপনে কিছু একটা করছিল কেউ; এবং সেটা ফাঁস হতে দিতে চাইছিল না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' মুরল্যাণ্ড একমত হলো। 'ওদের জায়গায় আমি থাকলে থারমাল ভেন্টের আশপাশে কারও ছোঁক ছোঁক করাটা পছন্দ করতাম না।'

'তা হলেই ভাবো, ক্যামেরা আর নানা রকম সেন্সরে ভরা একটা সাবমারসিবল উদয় হলে ওদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে।'

'পাততাড়ি গোটাব আমি।'

'তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। নীচে তোমার উপস্থিতির চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। তুমি কোনও সাক্ষী রাখার ঝুঁকি নিতে পারো না।'

'তারমানে সাবমারসিবলটাকে গায়েব করে দিতে হবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু ওটাকে গায়েব করলে চলছে না। উপরে সাপোর্ট শিপ আছে, সাবমারসিবলের খোঁজে ওটা তল্লাশি চালাতে শুরু করবে।'

'তা হলে সাপোর্ট শিপও গায়েব করে দিতে হবে,' এবার বুঝতে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু লাল-চোখা কয়েকটা দানব

কীভাবে *আটলান্টিস*-কে গায়েব করবে? ওদের দৌড় কেবল মানুষ খুন করা পর্যন্ত। তাও একসঙ্গে শিপের সমস্ত ক্রু-কে খুন করতে পারবে না।'

'আমার ধারণা, ওদেরকে রাখা হয়েছিল শুধু বোর্ডিং পার্টিটাকে খতম করার জন্য। ফ্রেইটারটা অটোমেটেড, ভিডিওতে দেখেছি আমরা। বেকারের টিম মারা যাবার পর ওটা চেষ্টা করছিল *আটলান্টিস*-এর কাছাকাছি আসতে, যেন বোর্ডিং পার্টি ওটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে। ওতে বোমা ছিল... বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুটো জাহাজই ধ্বংস করে দিতে পারত। নেভির ক্রুজার এসে পড়ায় প্ল্যানটা কাজে লাগেনি। শেষ পর্যন্ত বোমা ফাটিয়ে ফ্রেইটারটাকেই ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ আর ওটা থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'নাইস থিয়োরি, মি. রানা,' প্রশংসা করলেন কার্টিস। 'বুল্‌স্ আই! আমার তো মনে হয়, একেবারে ঠিক জায়গাতেই তীর লাগিয়েছেন।'

পেপার কাটিংটার দিকে ইশারা করল রানা। 'স্কটল্যাণ্ডে লাল-চোখের দানব, আর এখানেও লাল-চোখের দানব... কো-ইনসিডেন্স বলে ভাবতে পারছি না কিছুতেই। বিশেষ করে এই জাতের দানব যেহেতু দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' কার্টিস মাথা ঝাঁকালেন। 'কথা হলো, *আলভিন*-এর কপালে কী ঘটেছে।'

'সাবমারসিবলটা গোস্ট সিটিতে থাকলে এতক্ষণে খোঁজ পাওয়া যেত—আস্ত, কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড... যে অবস্থাতেই হোক না কেন। ওটা নেই এখানে। তারমানে ওটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আসিফ আর তানিয়া বেঁচে আছে। ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

কমাণ্ডার কার্টিসের দিকে ফিরল রানা। 'স্কটিশ উপকূলের ওই দ্বীপটাই আমাদের একমাত্র সূত্র। আপনি একটু খোঁজখবর নিতে পারবেন এলাকাটা সম্পর্কে?'

'আপনার চেয়ে আমি এগিয়ে আছি, মি. রানা,' হাসলেন কার্টিস। 'ওই এলাকার স্যাটেলাইট ফটো জোগাড় করেছি।' ব্রিফকেস থেকে ছবির বাণ্ডিল বের করলেন তিনি, দেখতে দিলেন। 'দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো দ্বীপ উপকূলীয় এলাকায়। জনবসতি কম—দু-চারটে দ্বীপে জেলেদের গ্রাম আছে, বাকিগুলো সাপ আর বুনো পাখির আস্তানা। এর মাঝে একটামাত্র দ্বীপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই যে... এটা।'

বাছাই করে একটা ফটো রানার হাতে তুলে দিলেন তিনি। ওতে নানা রকম ইমারতের কাঠামো আর ভাঙাচোরা একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

'কে থাকে এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দ্বীপের আসল মালিক ব্রিটিশ সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর কোল্ড-ওঅরের সময় ওখানে একটা সাবমেরিন বেস ছিল। পরে প্রাইভেট এক কর্পোরেশনকে লিজ দেয়া হয়েছে। কর্পোরেশনের পরিচয় জানার চেষ্টা করছি আমরা, এখনও সফল হইনি।'

'কীসের জন্য লিজ দেয়া হয়েছে, তা জানেন?'

'পক্ষী-গবেষণা। অস্বাভাবিক, তাই না? পাখি নিয়ে গবেষণার জন্য গোটা দ্বীপ লিজ নেবে কেন কেউ? খবর পেয়েছি, ওখানে অনুমতি ছাড়া কেউ পা রাখতে পারে না। স্থানীয় জেলেরা কাছে ঘেঁষলে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়।'

ছবিতে দেখা যাওয়া একটা লম্বাটে বিন্দুর উপর আঙুল রাখল রানা। 'কী এটা?'

'সম্ভবত প্যাট্রোল বোট। অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য টহল দিচ্ছে। দ্বীপের যতগুলো ছবি তোলা হয়েছে, সবগুলোতেই

দেখেছি নির্দিষ্ট একটা রুটে ঘুরঘুর করছে ওটা।'

ছবিতে দ্বীপের তটরেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল রানা। হঠাৎ ওর চোখ আটকে গেল দ্বীপে ঢোকার খাঁড়ির মুখে আবছা একটা আকৃতি দেখতে পেয়ে। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো স্টাডি করল। না, লেন্সের কারসাজি নয়; সবক'টাতেই আছে আকৃতিটা। মুরল্যাণ্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল প্রথম ছবিটা। 'ববি, দেখো তো, কিছু বুঝতে পারো কি না।'

অভিজ্ঞ চোখে মুরল্যাণ্ডও সনাক্ত করল বৈসাদৃশ্যটা। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আণ্ডারওঅটর ভেহিকেলের মত লাগছে! তবে অনেক ছোট।'

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কার্টিস।

দেখানো হলো তাকে।

'মাই গড!' বললেন কার্টিস। 'আমি তো এটা খেয়ালই করিনি। দেখলেও হয়তো মাছ বলে ভেবেছি।'

'মাছ-ই... যান্ত্রিক মাছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যাটারিচালিত এবং মোটরাইজড্। আমার ধারণা—এ.ইউ.ভি।'

'অটোনমাস আণ্ডারওঅটর ভেহিকেল?'

ইতিবাচক সাড়া দিল মুরল্যাণ্ড। এ.ইউ.ভি. হচ্ছে আণ্ডারসি টেকনোলজির সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষ—কমার্শিয়াল এবং রিসার্চের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এক ধরনের রোবট ভেহিকেল, প্রোগ্রাম করা নির্দেশনার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেট করতে পারে পানির নীচে। বাইরে থেকে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

'সোনার আর অ্যাকুস্টিক ইন্সট্রুমেন্ট বসানো যায় এ.ইউ.ভি-তে,' ব্যাখ্যা করল ও। 'তাতে পানির উপর বা নীচ দিয়ে আসা যে-কোনও অনুপ্রবেশকারীকে ডিটেক্ট করা যাবে।

দ্বীপের মূল অংশে বসানো মনিটরে ছবিও পাঠাতে পারবে ওটা। নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।'

'নেভিতে আমরা মাইন-ডিটেকশনের জন্য এ.ইউ.ভি. ব্যবহার করছি,' কার্টিস বললেন। 'তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওগুলোকে হামলা চালানোর জন্যও প্রোগ্রাম করা যায় বলে শুনেছি।'

'দ্বীপটার ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠছি,' রানা বলল। 'এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রাখা হয়েছে... এর ভিতর একটা রহস্য থাকতে বাধ্য!'

'ওখানে উঁকি দিতে চান?' কার্টিস ভুরু নাচালেন। 'এখানে তো করার কিছু নেই আপনাদের। গোস্ট সিটিকে চিরুণী-তল্লাশির জন্য *মারমেইড* আর *আটলান্টিস*-ই যথেষ্ট।'

'আমাদেরকে বলছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ বা প্রমাণ ছাড়া ইউ.এস. নেভি একটা ব্যক্তি-মালিকানাধীন দ্বীপে হানা দিতে পারে না। তাতে কেলেঙ্কারি বেধে যাবে। কিন্তু অতি-উৎসাহী দুজন ভদ্রলোক যদি সে-কাজ করেন, বড়জোর মামলা ঠুকতে পারে ওরা। ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে?'

বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'কী বলো, ববি?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? বাঘের গুহায় ঢোকার প্রস্তাব কখনও ফেরাতে দেখেছ আমাকে? তবে হয়তো সময়ই নষ্ট করবে। লাল-চোখের একদল দানবকে তাড়া করলেই যে তোমার বন্ধুদেরকে পাওয়া যাবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। ওরা হয়তো অন্য কোথাও বন্দি হয়ে আছে। মাঝখান থেকে আমরা দানবগুলোর লাঞ্চ বা ডিনার হয়ে যাব।'

ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রানা। 'আমার তা মনে হয়

না। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওখানেই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

আপত্তি করল না মুরল্যাণ্ড। জানে, রানার অনুমান এ-ধরনের ক্ষেত্রে মিথ্যে হয় না। তাই বলল, 'তা হলে আর আটলাণ্টিকের হাওয়া খেয়ে লাভ কী? সি-প্লেন আছে আমাদের সঙ্গে। চলো, এখুনি রওনা হয়ে যাই।'

উঠে দাঁড়াল দু'বন্ধু।

'বেস্ট অভ লাক,' ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আমি জানতাম, আপনারা এই সিদ্ধান্তই নেবেন।'

আট

প্রোভেন্সের পুরনো শহরের প্রান্তে দিদিয়ের দেশমের ভিলা। লাল টালির ছাত আর সিমেন্টে মোড়া ইমারতটা এককালে ফার্মহাউস হিসেবে ব্যবহার হতো। এখন সংস্কার করে নেয়া হয়েছে। রেল-স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে হাজির হলো লুনা। ভাড়া মিটিয়ে বেল বাজালে দেশম নিজেই দরজা খুলল। সৌজন্য বিনিময় হলো, তারপর ভিলার পিছনে সুইমিং পুলের ধারে গিয়ে বসল দুজনে। ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল দেশম।

'ট্রেনে এলে কেন?' জানতে চাইল সে। 'আমার গাড়িটা আনোনি যে? ড্রাইভ করতে চাইছিলে না?'

ইতস্তত করল লুনা। 'ইয়ে... ড্রিঙ্কটা শেষ করতে দাও।

গাড়ির খবর তারপর দিচ্ছি।'

ভুরু কোঁচকাল দেশম। 'মনে হচ্ছে দুঃসংবাদ দেবে?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তা-ই বলতে পারো। প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছি, সে-ই ঢের।'

'মানে! গিয়েছিলে তো মাদাম বুভারির ইন্টারভিউ নিতে, প্রাণ হারাবার মত পরিস্থিতি দেখা দেবে কেন?'

ধীরে ধীরে শ্যাতো বুভারির ঘটনা খুলে বলল লুনা। শেষে যোগ করল, 'বুঝতেই পারছ, গাড়িটা বাঁচাবার কোনও উপায় ছিল না। আমি সত্যি দুঃখিত।'

হাসল দেশম। 'খামোকা বিব্রত হচ্ছ। তোমার প্রাণের চেয়ে একটা রোলস-রয়েস কি বেশি দামি? তা ছাড়া ওটা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কিনেছিলাম... খুব সস্তায়। আমার তেমন কোনও লস হয়নি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লুনা। 'আমি রানাকে সে-কথাই বলেছি। বাঁচা গেল, তোমাকে অমন আরেকটা গাড়ি কিনে দেয়ার সাধ্য নেই আমার।'

'ভুলে যাও ও-কথা। এখন থিয়োডর বুভারির পোর্ট্রেটের কথা বলো। তুমি শিয়োর, গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটটাই ছবিতে পরে আছে সে?'

'হ্যাঁ, তাতে কোনও ভুল নেই। ওটার আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে কদ্দূর এগোলে?'

'অনেক দূর,' গর্বিত কণ্ঠে বলল দেশম। 'যদি খুব বেশি ক্লান্ত না হও, তা হলে উইবেলের কাছে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে।'

'উইবেলটা আবার কী?'

'*কী* না, *কে।* অস্কার উইবেল আমার এক অ্যালসেশিয়ান বন্ধুর নাম, কাছেই থাকে। হেলমেটটা ওর কাছে আছে।'

'কেন দিয়েছ ওর কাছে?'

'ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে। চলো।'

একটু পরেই দেশমের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। লুনা বলল, 'দেখো, হেঁয়ালি ভাল্লাগছে না। তোমার বন্ধুর ব্যাপারটা কী? খুলে বলো আমাকে।'

মোড় নেয়ার জন্য একটু চুপ করে থাকল দেশম। অলতেয়ার দ্যু সেজানি আর সেইন্ট সোভা ক্যাথিড্রালের মাঝখানের রাস্তায় উঠে এসে মুখ খুলল। বলল, 'উইবেল হলো ধাতুর কারিগর... আমার জানা সেরা শিল্পী। অ্যান্টিক অস্ত্র-শস্ত্র নকল করায় ওর জুড়ি নেই। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু দুনিয়ার বহু মিউজিয়াম আর প্রাইভেট কালেক্টরের সংগ্রহে অথেনটিক বলে পরিচিত এমন সব আর্টিফ্যাক্ট শোভা পাচ্ছে, যেগুলো ওর হাতেই তৈরি। অথচ কেউ সেটা জানে না।'

'সোজাসুজি বললেই পারো—ও একটা জালিয়াত।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল দেশম। 'বড্ড বাজে একটা শব্দ। হাই কোয়ালিটি রিপ্রোডাকশন আর্টিস্ট বলতে পছন্দ করি আমি।'

'রিপ্রোডাকশনগুলো তুমিই নিশ্চয়ই চড়া দামে বিক্রি করো?'

হাসল দেশম। 'আমি কখনও বিক্রি করা মালের অথেনটিসিটি দাবি করি না। জিনিসটা কবেকার হতে পারে, তেমন একটা ধারণা শুধু দিই। এরপর সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ এখতিয়ার ক্রেতারই। কেউ যদি ভালমত মাল পরখ না করে ঠকতে চায়, তা হলে আমার কী করার থাকতে পারে? আমি তো আর জোর করে কাউকে জিনিস গছাচ্ছি না।'

বিতৃষ্ণা ফুটল লুনার চোখে। 'তোমার এই ফিলোসফি আমি মানতে পারছি না।'

'মানা না-মানা তোমার ব্যাপার,' কাঁধ ঝাঁকাল দেশম। 'এই

যে, পৌঁছে গেছি আমরা।'

বাঁক নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে গেল গাড়ি। পুরনো ডিজাইনের একটা দোতলা বিল্ডিঙের সামনে থামল। সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল দেশম। একটু পর ওভারঅল-পরা বয়স্ক এক লোক দরজা খুলল। দেশমকে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে, আলিঙ্গন করল। লুনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল অ্যান্টিক ব্যবসায়ী।

'লুনা পারসেল, এ হলো আমার পুরনো বন্ধু—অস্কার উইবেল।'

'নাইস টু মিট ইউ,' বলে হাত মেলাল উইবেল। অতিথিদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিল্প-জালিয়াতকে দেখল লুনা। মাথাটা দেহের তুলনায় বড়, সেখানে একটাও চুল নেই। বিশাল টাক চকচক করছে। চশমা খুললে দেখা গেল, চোখদুটো খুব ছোট। পা-দুটো লিকলিকে, দেহের ভার বইতে গিয়ে যেন যে-কোনও মুহূর্তে মট করে ভেঙে যাবে। হাতের আঙুলগুলো শীর্ণ ও লম্বা—পিয়ানো-বাদকদের যেমন হয়। একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই—লোকটার ভিতর অদ্ভুত এক প্রাণশক্তির আভাস রয়েছে।

উইবেলও দেখছে লুনাকে। দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটল। বন্ধুকে বলল, 'মাদমোয়াজেলের রূপের তারিফ না করে পারছি না, দিদিয়ের। এখানে এসে আমাকে কৃতার্থ করেছেন উনি।'

'তোষামোদ বন্ধ করো, উইবেল,' বিরক্ত গলায় বলল দেশম। 'সারাদিন থাকতে পারব না এখানে। কাজের কথায় এসো।'

'একটু আপ্যায়ন তো করতে দেবে! মাদমোয়াজেল, চা চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'দিতে পারেন। জার্নি করে এসেছি,

একটু চা পেলে মন্দ হয় না।'

'আসুন।'

অতিথিদেরকে কিচেনে নিয়ে গেল উইবেল, বসতে দিল। তারপর চা বানিয়ে পরিবেশন করল। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে হালকা গল্পগুজব চলল। লুনার পেশা-নেশা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করল উইবেল। সংক্ষেপে সেসবের জবাব দিল লুনা।

'আপনি কী করেন, সে-কথা বলেছে আমাকে দিদিয়ের,' বলল ও। 'ওর মতে আপনি দুনিয়ার সেরা জালি... দুঃখিত, রিপ্রোডাকশন আর্টিস্ট।'

'জালিয়াত বলতে চাইছিলেন তো?' হাসল উইবেল। 'বলতে পারেন, আমি কিছু মনে করব না। জালিয়াতিও একটা শিল্প, যাকে-তাকে দিয়ে এ-কাজ হয় না। প্রমাণ চান? চলুন, আমার ওঅর্কশপ দেখাই।'

সংকীর্ণ একটা সিঁড়ি ধরে ওদেরকে বেজমেন্টে নিয়ে গেল সে। ভাঁড়ার ঘরের জায়গায় তৈরি করা হয়েছে ওঅর্কশপ, হঠাৎ দেখায় কামারখানার মত লাগে। ঘরটা ফ্লুরোসেন্ট বাতির কল্যাণে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাতুড়ি-বাটালি আর নানা রকম লোহা-লক্কড়। দেয়ালে ঝুলছে ব্রেস্টপ্লেট, লেগ আর্মার আর লোহার দস্তানার সারি। একপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো হেলমেট। ওগুলোর উপর নজর বোলাল দেশম। বুভারি-হেলমেটটা দেখতে পেল না।

'আমাদের জিনিসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখানে রেখেছি ভেবেছ নাকি?' বলল উইবেল। 'অমন স্পেশাল জিনিস বাইরে ফেলে রাখা যায়?'

ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা বর্মের সামনে গেল সে। ভাইজর সরিয়ে হাত ঢোকাল গর্তে। ক্লিক করে শব্দ হতেই ঘড় ঘড় করে সরে গেল দেয়ালের একটা অংশ। পিছনে রয়েছে

স্টিলের একটা দরজা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল লুনা।

হাসল উইবেল। দরজার গায়ে লাগানো কি-প্যাডে কোড পাঞ্চ করল। খুলে গেল তার গুপ্তকুঠুরির প্রবেশদ্বার। ভিতরে ঢুকল, পিছন পিছন দুই অতিথি।

ওয়াক-ইন ক্লজিটের মত একটা কামরা ওপাশে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ছোটবড় নানা আকারের কাঠের বাক্স—প্রতিটার গায়ে নম্বর লেখা আছে। একটা বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল উইবেল। নামিয়ে রাখল ওঅর্কশপের টেবিলের উপর। ডালা খুলে বের করল থিয়োডর বুভারির শিরোস্ত্রাণটা। মুখমণ্ডলের অবয়ব দেয়া ভাইজরের উপর দৃষ্টি আটকে গেল লুনার। থিয়োডরের পোর্ট্রেটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চেহারাদুটোয় দারুণ মিল!

'অসাধারণ একটা পিস, মাদমোয়াজেল... অসাধারণ!' জাদুশিল্পীর মত শিরোস্ত্রাণের উপরে বাতাসে হাত বোলাল উইবেল। 'ধাতুটা পরীক্ষা করিয়েছি আমার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ দিয়ে। এ-জিনিস দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর ধারণা, কোনও উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গেছে ধাতুটা।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম,' দেশম বলল। 'কতদিনের পুরনো এটা, তা বের করতে পেরেছ?'

'ডিজাইনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে খাপছাড়া, তা তো তুমি জানোই। সঠিক বয়স তাই নির্ণয় করা কঠিন। তবে আন্দাজ করতে বললে আমি বলব জিনিসটা পনেরো শতকের। ওই সময়েই প্রথম মানুষ বা পশু-পাখির চেহারা দিয়ে ভাইজর বানানো শুরু করে কারিগররা। এটা তাই তারচেয়ে পুরনো হতে পারে না। ধাতুটা আরও প্রাচীন হবার সম্ভাবনা আছে। হেলমেটটাও পুরনো কোনও হেলমেট গলিয়ে তৈরি করা হয়ে

থাকতে পারে। তবে আপাতত আমি পনেরো শতক ধরে নিতে চাইছি।'

'কে বানিয়েছে, তা অনুমান করতে পারো?'

'অবশ্যই,' জোর গলায় বলল উইবেল। 'এমন নিখুঁত জিনিস বানাবার মত টেকনোলজি বা দক্ষতা সে-আমলে খুব বেশি লোকের ছিল না। এদিকে এসো, হেলমেটের ভিতরদিকটা দেখো। একেবারে মসৃণ। হাতুড়ি বা বাটালির একটা টোকারও দাগ নেই। আমার জানামতে, এমন উঁচু মানের ইস্পাত সে-আমলে শুধু বুভারি পরিবার তৈরি করতে পারত।'

'অবাক হচ্ছি না,' মুখ বাঁকিয়ে বলল দেশম। 'ওরাই এটার মালিক।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল উইবেল। 'ঈগলের প্রতীক দেখে আমিও তা-ই ভেবেছি।'

'বুভারি পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাকে?' সাগ্রহে জানতে চাইল লুনা।

'ঐতিহ্যবাহী স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজকে যে-তিনটে পরিবার মিলে গড়ে তুলেছিল, তাদের মধ্যে একটা পরিবার হলো বুভারিদের,' উইবেল বলল। 'তিনটে পরিবারেরই আলাদা আলাদা ফিল্ডে স্পেশালিটি ছিল। একটা পরিবার ছিল ধাতু গলানোয় বিশেষজ্ঞ, আরেকটা ছিল বর্ম আর ঢাল-তলোয়ার তৈরিতে ওস্তাদ। বুভারিদের বিশেষত্ব ছিল ব্যবসা চালানোয়। ওরা ছিল স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সেলিং আর্ম—সারা ইয়োরোপে ঘুরে বেড়াত, পণ্যের বিজ্ঞাপন করত, তারপর বিক্রির ব্যবস্থা করত। এর ফলে বিভিন্ন দেশের উঁচু উঁচু রাজনৈতিক মহলে ওদের ভাল সখ্য গড়ে ওঠে। তাই বলে ওদের প্রোডাক্টকে ভুল চোখে দেখার কিছু নেই। কোয়ালিটিতে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। নিজেদের বানানো অস্ত্রে কখনও প্রতীক বসাত না ওরা, মনে

করত কোয়ালিটিই ওদের পরিচয়। এই হেলমেটের গায়ে তাই তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক দেখে খুব অবাক হয়েছি। নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এটার।'

'মাদাম বুভারি বলেছে, ঈগলগুলো ওই তিন পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে,' বলল লুনা।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল উইবেল। 'মাদাম বুভারি! আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ইতিবাচক সাড়া দিল লুনা।

'ইন্টারেস্টিং!' উইবেল বলল। 'আমি শুনেছিলাম, ভদ্রমহিলা মুখচোরা স্বভাবের। কেমন দেখলেন তাঁকে?'

'মুখচোরা বলা ঠিক হবে না। আমার কাছে বরং কাঁকড়াবিছে আর বিষাক্ত গোখরার মিশেল বলে মনে হয়েছে।' নির্দ্বিধায় জানাল লুনা। 'মহিলা বলছিল, মাঝখানের মাথাটা ওদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে। ওরাই বাকি দু'পরিবারকে পিছনে ফেলে সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।'

'কীভাবে গ্রহণ করেছে, সেটা বলেননি? বলেননি, বাকি দু'পরিবারের পুরুষরা অকালে মারা পড়েছে, আর মেয়েদেরকে গায়ের জোরে বাধ্য করা হয়েছে বুভারি পরিবারের বউ হবার জন্য?'

'পরিবারের ব্যাপারে খোলাখুলি হতে খুব আপত্তি দেখলাম। বিশেষ করে দুই মহাযুদ্ধ বাধানোর ক্ষেত্রে ওদের যে হাত আছে, এ-কথা তো সহ্যই করতে পারে না!'

'পুরনো গুজব,' কাঁধ ঝাঁকাল উইবেল। 'এমন কাহিনি বহুদিন থেকেই বাতাসে ভাসছে। প্রথম আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনে নাকি ইয়োরোপীয় অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের হাত ছিল! এ-সব আপনি কোথায় শুনলেন?'

'এক ইংরেজ ভদ্রলোকের মুখে। লর্ড ওয়ালটন। বুভারিরা

নাকি ওঁর পরিবারের আবিষ্কার করা ফর্মুলা চুরি করেছে।'

'বুঝেছি, লর্ড এলমোর ওয়ালটনের কথা বলছেন। মিথ্যে অভিযোগ করেননি ভদ্রলোক, বুভারিরা সত্যিই ওঁদের কাছ থেকে ফর্জড স্টিল তৈরির কৌশল চুরি করে এনেছিল। যাক সে-কথা। এদিকে আসুন। আরেকটা জিনিস দেখাই।' হেলমেটের কপালে আঙুল বোলাল উইবেল। 'ঈগলের প্রতীকটা ভাল করে দেখুন। কোনও বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ছে?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লুনা। কিছু বুঝতে পারল না। আগে যা দেখেছে, এখনও তা-ই দেখছে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের কথা বলছেন?'

'থাবায় ধরা বর্শাগুলো দেখুন।'

এবার বুঝতে পারল লুনা। উত্তেজিত গলায় বলল, 'বর্শার যতগুলো মাথা আছে, লেজ তার চেয়ে একটা বেশি! থাবা থেকে একটা বর্শা বেশি বেরিয়ে এসেছে!'

'ভেরি গুড!' হাসল উইবেল। 'বুভারিদের মূল প্রতীকের সঙ্গে জিনিসটা মিলিয়ে দেখেছি আমি। ওতে এ-ধরনের কোনও খুঁত নেই। তাই ভাল করে পরীক্ষা করেছি ওটা। আমার বিশ্বাস, বাড়তি বর্শাটা আগে ছিল না হেলমেটের গায়ে। ওটা বড়জোর একশো বছর আগে খোদাই করা হয়েছে ওখানে।'

'কেন?' লুনা হতভম্ব।

একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ওর হাতে তুলে দিল উইবেল। 'নিজেই দেখুন।'

প্রতীকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লুনা। বাড়তি বর্শাটা আসলে বর্শা নয়! খুদে খুদে অক্ষরে এক ধরনের লিপি খোদাই করে রাখা হয়েছে!

'মাই গড!' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'এ তো দেখছি নানা রকম অক্ষর আর সংখ্যার সমষ্টি!'

'কই দেখি!' দেশমও ঝুঁকল হেলমেটের উপর। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার কাছে অ্যালজেব্রার ইকুয়েশনের মত লাগছে!'

'এগজ্যাক্টলি!' মাথা ঝাঁকাল উইবেল। 'ইকুয়েশনই বটে। কিন্তু কী বলা হচ্ছে, তা ডিসাইফার করতে পারিনি। আমার বিদ্যায় কুলাচ্ছে না। অন্য ধরনের বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।'

সোজা হলো লুনা। 'রানা বলছিল, হেলমেটের মধ্যে কোনও ধরনের রহস্য লুকিয়ে আছে। এটাই নিশ্চয়ই সেটা!'

'শিয়োর হতে চাইলে কোনও ক্রিপ্টোলজিস্ট বা ম্যাথমেটিশিয়ানের সাহায্য লাগবে তোমার,' দেশম বলল।

'তা হলে এখুনি এটা আমি প্যারিসে নিয়ে যেতে চাই। ইউনিভার্সিটিতে আমার পরিচিত অনেক গুণী অধ্যাপক আছেন। তাঁদেরকে দেখাব লেখাটা।'

'এখুনি নিয়ে যাবেন?' হতাশ হলো উইবেল। 'এত সুন্দর একটা পিস... আমি একটা রিপ্রোডাকশন তৈরি করার কথা ভাবছিলাম।'

'পরে, মসিয়ো উইবেল,' সান্ত্বনা দিল লুনা। 'আপাতত হেলমেটের রহস্য বের করা বেশি জরুরি। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে,' কাঁধ ঝাঁকাল উইবেল। কাগজের কার্টন বের করে তাতে প্যাক করে দিল হেলমেট। একটা কাপড়ের ব্যাগে ভরে তুলে দিল লুনার হাতে। তাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল লুনা আর দেশম।

ঘড়ি দেখল লুনা। বলল, 'আমাকে এখুনি স্টেশনে পৌঁছে দাও, দিদিয়ের। আধঘণ্টা পর একটা ট্রেন আছে, ওটা ধরতে চাই।'

'সে কী! এখুনি চলে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার আর তর সইছে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

প্যারিসে গিয়ে লেখাটা কাউকে দেখাতে চাই।'

'সেটা আগামীকাল করলেও তো চলে।'

'প্লিজ, বাধা দিয়ো না।'

'তোমার কাজে বাধা দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, লুনা,' বলল দেশম। 'কিন্তু আমি ভাবছি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে। প্যারিসে থাকা নিরাপদ নয় বলেই তো এখানে এসেছ তুমি।'

'অত ভেবো না,' হাত নাড়ল লুনা। 'ওখানে রানা আছে। আমার কোনও ভয় নেই।'

একটা ভুরু একটু উঁচু করল দেশম। 'ভদ্রলোকের উপর তোমার দেখছি অগাধ আস্থা। ব্যাপারটা কী?'

'ওভাবে বলছ কেন? ওকে তুমিও তো অ্যাকশনে দেখেছ... তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আস্থা রাখার মত মানুষ নয়?'

'অবশ্যই, তবে আমার আস্থার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো নেই।'

'আমারটার মধ্যে কী আছে?'

'আবার দেখা হবার আকুতি, মনের আনচান দশা...'

'মার খাবে কিন্তু!' চোখ রাঙাল লুনা।

হেসে উঠল দেশম। 'বুঝেছি, আমার সন্দেহই ঠিক। তোমাকে রানার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। চলো, স্টেশনেই চলো। লাগেজ আমি পরে পাঠিয়ে দেব।'

দশ মিনিটে রেলস্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। টিকেট কেটে ট্রেনে উঠল লুনা। প্ল্যাটফর্মে দেশম বিদায় দিল ওকে।

'সাবধানে থেকো,' যাবার আগে বলল সে। 'মসিয়ো রানা সুপারম্যান নন। সব বিপদ থেকে তাঁর পক্ষেও হয়তো সম্ভব হবে না তোমাকে বাঁচানো।'

'থাকব,' বলল লুনা। 'আমার জন্য চিন্তা কোরো না। গুডবাই।'

ট্রেন ছেড়ে দিল একটু পর। সিটে হেলান দিয়ে রানার নাম্বারে ডায়াল করল ও। কোনও রিং হলো না, তার পরিবর্তে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠ। সংযোগ দেয়া যাচ্ছে না। রানার হোটেলে ফোন করল, রিসেপশনিস্ট জানাল—মসিয়ো রানা হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তবে একটা মেসেজ রেখে গেছেন মাদমোয়াজেল পারসেলের জন্য। খুব জরুরি একটা কাজে ফ্রান্সের বাইরে যেতে হচ্ছে ওকে, যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবেন। লুনা যেন অপেক্ষা করে।

একটু বিষণ্ন হয়ে পড়ল লুনা। কেন, তা বলতে পারবে না। তা হলে কী দেশমের কথাই ঠিক? রানার দেখা পাবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠেছিল? অস্বীকার করার উপায় নেই, দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, কোমল-কঠোরে মেশানো হৃদয়টা অদ্ভুত সুন্দর! আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যায় ও—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হবে না। আবার ভয়ও লাগে, কেমন জানি একটা বেপরোয়া ভাব আছে রানার চেহারায়, যেন চাইলেই দারুণ নির্মম হয়ে উঠতে পারবে। ইতিমধ্যে তার প্রমাণও দেখতে পেয়েছে।

কে এই মাসুদ রানা? ধূমকেতুর মত কোত্থেকে উদয় হলো ওর জীবনে? এর জন্যই কি তা হলে এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিল ও? আর্কিয়োলজিকেই নিজের নেশা আর পেশা বলে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল লুনা, কখনও কোনও পুরুষের প্রতি ক্ষীণতম আকর্ষণ অনুভব করেনি। ক্ষণিকের আবেগের বশে দু-একটা সম্পর্ক যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সে-আবেগ কাটতেও সময় লাগেনি। আবার পুরনো খোলসে ফিরে গেছে ও। কিন্তু সবকিছু পাল্টে দিয়েছে এই আশ্চর্য মানুষটার আবির্ভাব। না,

এ-মানুষ ক্ষণিকের আবেগ হতে পারে না। এর জন্মই হয়েছে কোনও ভাগ্যবতী মেয়েকে জন্ম-জন্মান্তরের সুখ দেবার জন্য। অথচ ওকে দেখলে মনে হয়, কোনও বাঁধনে জড়াবার জিনিস নয়, আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। নারী ও, সব বুঝতে পারে। রানার মত পুরুষকে বাঁধনে জড়ানোর ক্ষমতা নেই ওর, বরং তার সান্নিধ্যটুকু অমূল্য রত্নের মত আগলে রাখতে হবে ওকে। এর চেয়ে কষ্টকর আর কী হতে পারে!

তিনঘণ্টার ট্রেন-জার্নিতে শুধু এসব নিয়েই ভাবল লুনা। যখন প্যারিসে নামল, তখন বিষাদে ছেয়ে আছে অন্তর। ট্যাক্সি নিল অ্যাপার্টমেন্টে যাবার জন্য। ভাড়া মিটিয়ে বিল্ডিঙের সামনে যখন নামল, তখনও অন্যমনস্ক হয়ে আছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে ততক্ষণে।

'এক্সকিউজ মোয়া!' অপরিচিত একটা কণ্ঠ গমগম করে উঠল কাছ থেকে। *'পার্লে ভুঁ আংলে?'*

মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই স্ট্রিটলাইটের আবছা আলোয় মাঝবয়েসী একজন পুরুষকে দেখতে পেল লুনা। পাশে একই রকম বয়সের একজন হাস্যমুখী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলার হাতে একটা মিচেলিন গাইড। নিশ্চয়ই ট্যুরিস্ট, উচ্চারণে আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে।

'জী, ইংরেজি বলতে পারি,' হাসি ফোটাল লুনা। 'কী করতে পারি আপনাদের জন্য?'

বিব্রত কণ্ঠে লোকটা বলল, 'ইয়ে... আমরা হারিয়ে গেছি...'

স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মহিলা বলল, 'সব তোমার দোষ! কখন থেকে বলছি, কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। না, তাতে সাহেবের ঘোর আপত্তি। এবার বোঝো মজা!'

লোকটার মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। তাকে বাঁচানোর জন্য নাক গলাল লুনা। 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

'ইয়ে... লুভার মিউজিয়াম কোন্‌দিকে, তা বলতে পারেন?'

এই রাতের বেলায় এই দম্পতি লুভার মিউজিয়ামে গিয়ে কী করবে, তা আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না লুনার। বলল, 'সে তো রাইট ব্যাঙ্কে। এখান থেকে বেশ দূর। এক কাজ করতে পারেন, কাছে মেট্রো স্টেশন আছে, ওখান থেকে ট্রেন ধরলে সহজে পৌঁছে যাবেন।'

'আমাদের গাড়িতে ম্যাপ আছে,' বলল মহিলা। 'যদি অসুবিধে না হয়, একটু দেখিয়ে দেবেন, ঠিক কোথায় আছি আমরা?'

হতাশায় মাথা দোলাল লুনা। বোকার হদ্দ আর কাকে বলে? প্যারিসের কিছু চেনে না জানে না, গাড়ি ভাড়া করেছে কোন্‌ বুদ্ধিতে?

মাঝবয়েসী দম্পতির পিছু পিছু গাড়ির কাছে গেল ও, ওটা রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা হয়েছে। পিছনের দরজা খুলে মাথা ঢোকাল মহিলা, পরমুহূর্তে বের করে আনল। বলল, 'উফ্‌ফ্‌, পারছি না। কোমরের ব্যথাটা বড্ড ভোগাচ্ছে।' লুনার দিকে তাকাল। 'মাফ করবেন, মিস। ম্যাপটা একটু বের করে দেবেন? সিটের উপরেই আছে ওটা।'

কিছু সন্দেহ করল না লুনা। হেলমেট-সহ হাতের ব্যাগটা বাঁ হাতে চেপে ধরল, তারপর একটু কুঁজো হয়ে শরীর ঢোকাল গাড়ির ভিতর। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, সিটের উপরে কিচ্ছু নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু ঘাড়ে বোলতার কামড়ের মত কী যেন ফুটল। বিস্মিত হয়ে মাথা ঘোরাল ও। দেখল, মাঝবয়েসী লোকটার হাতে একটা খালি সিরিঞ্জ শোভা পাচ্ছে।

চিৎকার করতে চাইল লুনা, কিন্তু পারল না। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। একটা স্নায়ুও সাড়া দিচ্ছে না। খড়ের

পুতুলের মত ওকে পিছনের সিটে বসিয়ে দিল লোকটা। তারপর দুই দুর্বৃত্ত উঠে বসল গাড়ির সামনে। ইঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ পেল লুনা, তারপর চলতে শুরু করল গাড়ি।

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল লুনার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটু পর জ্ঞান হারিয়ে সিটের উপর ঢলে পড়ল ও।

নয়

সত্যিকার একজন বিজ্ঞানীর প্রতিচ্ছবির মত দেখাচ্ছে আসিফকে। চোখে চশমা, পরনে হাঁটু-পর্যন্ত লম্বা সাদা অ্যাপ্রন, গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে স্পেক্ট্রোমিটারের ডিসপ্লে-র দিকে। মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে হাতের নোটপ্যাডে। সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর স্যাম্পল। তবে গবেষণা করছে না ও, ব্যস্ত রয়েছে অন্য কাজে। ড. হেণ্ডারসনের কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়েছে ইতিমধ্যে, সেই অনুযায়ী দ্বীপের একটা মানচিত্র তৈরি করছে।

বাইরে থেকে ল্যাবরেটরিটাকে আহামরি কিছু মনে হয় না। হবার কথাও নয়। দ্বীপের সমস্ত বিল্ডিংই ব্রিটিশদের সাবমেরিন বেসের আমলে তৈরি করা হয়েছিল। সামরিক ডিজাইন কখনও নয়ন-জুড়ানো হয় না, তা তো জানা কথা। মিলিটারির লোকজন সৌন্দর্যের চেয়ে বিল্ডিঙের টিকে থাকার ক্ষমতার বেশি ভক্ত।

তবে বাইরের অভাব ল্যাবের ভিতরে ঘুচিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিতরটা খোলামেলা, আলোকিত এবং হিটারের কল্যাণে আরামদায়ক উষ্ণ। ইকুইপমেন্টের অভাব নেই, সবই অত্যাধুনিক। এমনকী নুমার ল্যাবেও এমন চমৎকার যন্ত্রপাতি দেখেনি আসিফ-তানিয়া। এই ল্যাব যে-কোনও বিজ্ঞানীর জন্যই স্বপ্নের জগৎ... মানে, আনাচে-কানাচে দাঁড়ানো অস্ত্রধারী প্রহরীদেরকে বাদ দিয়ে আর কী! লোকগুলো সারাক্ষণই নজরবন্দি করে রাখছে ওদেরকে।

হেণ্ডারসনকে বিমানে করে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। ফলে আকাশ থেকে দ্বীপের পুরো বিস্তার দেখার সুযোগ হয়েছে তার। রেজা দম্পতিকে জানিয়েছে, দ্বীপের আকার অনেকটা চায়ের কাপের মত। সাগর থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। চারপাশের কিনারাগুলো খাড়া পাথুরে পাঁচিল হয়ে নেমে গেছে সাগরের বুকে। খাঁড়ির অংশটাতে শুধু কোনও পাঁচিল নেই, ওপাশটা ঢালু হয়ে পানিতে মিশেছে। আধমাইল লম্বা একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির সৈকত রয়েছে খাঁড়ির পারে, সৈকতের পিছনে রয়েছে নিচু পাহাড়ি প্রাচীর।

সাবমেরিন পেনের অবস্থান ইনলেটের মুখে। খাঁড়ির পাশের পাঁচিলের উপর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে ক্রু-কোয়ার্টার থেকে পেনের এণ্ট্রান্স পর্যন্ত। রাস্তার পাশে চোখে পড়বে একটা পরিত্যক্ত গির্জা, আগাছায় ঢাকা কবরস্থান, আর পুরনো এক জেলে-গ্রামের ধ্বংসস্তূপ। ইনল্যাণ্ডের আরেকটা রাস্তা মিশেছে ওটার গায়ে, সেটা অনুসরণ করলে একটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে দ্বীপের বহু পুরনো মরা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পৌঁছুনো যাবে। দ্বীপের চারপাশ পাথুরে পাঁচিলে ঘেরা হলেও মূল ভূ-খণ্ডে পাথরের অস্তিত্ব কম। বেশিরভাগটাই নানা রকম ঝোপঝাড় আর নানা প্রজাতির গাছগাছালিতে ঢাকা।

পায়ের শব্দ হলো। পরমুহূর্তে ড. হেণ্ডারসন উদয় হলো আসিফের পাশে। বলল, 'কাজে বাধা দেয়ায় দুঃখিত। আপনার অ্যানালিসিস কেমন এগোচ্ছে?'

নোটবুকের উপর নজর বোলাল আসিফ। 'এখনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না, ডক্টর।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকল হেণ্ডারসন। নিচু গলায় বলল, 'কর্নেল ভেগার সঙ্গে মিটিং সেরে এলাম। সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বলব, বুঝতে পারছি না; তবে আমাদের পাঠানো ফর্মুলার টেস্টিং সফল হয়েছে।'

'কংগ্রাচুলেশন্স!' তিক্ত গলায় বলল আসিফ। 'তা হলে তো আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওদের কাছে। এখনও দম ফেলছি কেন?'

'ভেগা একটা খুনে পিশাচ হতে পারে, কিন্তু কাজ করে নিয়ম মেনে। দ্বীপের অপারেশন বন্ধ করার আয়োজন করবে সে আগে, যাতে আমাদেরকে খতম করার আনন্দটা সময় নিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে। আমার ধারণা, আগামীকাল জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আমাদের দিয়ে কবর খোঁড়াবে ও।'

'তারমানে যা করার, তা আজ রাতেই করতে হবে আমাদেরকে,' বলল আসিফ। নোটবুক তুলে দিল হেণ্ডারসনের হাতে। 'দেখুন তো, দ্বীপের টপোগ্রাফি ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কি না।'

মানচিত্রটা দেখল হেণ্ডারসন। হেসে বলল, 'কার্টোগ্রাফিতে চমৎকার হাত আপনার! দারুণ এঁকেছেন। কোনও খুঁত নেই। কী করতে চান এখন?'

'স্বীকার করছি, এসব পরিস্থিতি সামলানোর তেমন অভিজ্ঞতা নেই আমার। তবে আমার বন্ধু মাসুদ রানা বলে—যা-ই করো, জটিল কিছু করতে যেয়ো না। সহজ পথটা

বেছে নিয়ো।'

'এখানে সহজ পথ কোন্‌টা?'

'এটা,' ম্যাপের উপর আঙুল রাখল আসিফ। 'গিরিখাতের ভিতরের রাস্তাটা ধরে খাঁড়ির ধারে পৌঁছুব আমরা। আপনি বলছিলেন, ওখানে একটা জেটি আছে।'

'সম্ভবত। সন্ধেবেলা এসেছিলাম বিমানে, আলো কম ছিল। শিয়োর হবার উপায় ছিল না।'

'ধরে নিচ্ছি ভুল করেননি। সত্যিই জেটি আছে ওখানে। আর জেটি থাকলে বোটও থাকার কথা। একটা বোট ধার নেব আমরা, ওটায় চড়ে সাগরে ভেসে পড়ব। তারপর কী ঘটে, সেটা তখন দেখা যাবে।'

'আপনার এই প্ল্যানে যদি কোনও গড়বড় দেখা দেয়? বিকল্প কী থাকছে আমাদের হাতে?'

'দুঃখিত, কোনও বিকল্প নেই। হয় এস্পার, নয় ওস্পার। পালাব, নইলে মারা পড়ব। মরণ তো এমনিতেই দরজায় কড়া নাড়ছে, নাহয় একটু চেষ্টা করে দেখি। অসুবিধে তো নেই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসিফের মুখ দেখল হেণ্ডারসন। দৃঢ়সংকল্প ফুটে আছে ওতে। বুঝতে পারল, ঠাট্টা করছে না, তরুণ এই বিজ্ঞানী সত্যিই সিরিয়াস।

হাসল হেণ্ডারসন। 'আপনার মনোভাব আমার পছন্দ হয়েছে, ড. রেজা। ঠিক আছে, আমি যতদূর পারি সাহায্য করব আপনাদেরকে।'

একটা টুল টেনে নিয়ে বসল আসিফ, অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে থাকায় পা ব্যথা করছে। চোখ ফেরাল তানিয়া আর জয়েসের দিকে। থারমাল ভেন্ট থেকে আনা জৈব স্পেসিমেন নিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে বসে গবেষণা করছে ওরা। অন্যান্য বিজ্ঞানীদেরকেও দেখল, সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত; অন্য

কোনও দিকে মনোযোগ নেই।

হেণ্ডারসনও তাকাচ্ছে সহকর্মীদের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ব্যাপারে কী করবেন বলে ভাবছেন?'

'প্ল্যানের কথা খুলে বলব কিনা বুঝতে পারছি না,' আসিফ বলল। 'ওদের ভিতর কর্নেল ভেগার চর থাকতে পারে। হয়তো গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' হেণ্ডারসন মাথা নাড়ল। 'বেশ কিছুদিন থেকে আমার সঙ্গে কাজ করছে ওরা। অমন কেউ থাকলে নিশ্চয়ই টের পেতাম। নাহ্, খামোকাই সন্দেহ করছেন। আমাদের মত ওরাও জেনুইন বিপদের মধ্যে আছে।'

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল আসিফ। শেষ পর্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। বলল, 'না, ওদেরকে আপাতত কিছু জানাব না আমরা। সঙ্গেও নেব না। বেশি লোক নিতে গেলে কেউই পালাতে পারব না। চারজনই পারব কি না বলা কঠিন।'

'তাই বলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে যাবেন ওদেরকে?' বিস্মিত গলায় বলল হেণ্ডারসন।

'কারও মৃত্যুই চাই না আমি, ডক্টর,' বলল আসিফ। 'এখান থেকে পালাতে পারলে ওদের জন্য যত দ্রুত সম্ভব সাহায্য পাঠাব আমরা। বোঝার চেষ্টা করুন, সবাইকে নিতে গেলে পুরো প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যাবে।'

যুক্তিটা মানতে বাধ্য হলো হেণ্ডারসন। বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরাই বা পালাব কীভাবে? পুরো কম্পাউণ্ড ঘিরে রাখা হয়েছে ইলেকট্রিফায়েড ফেন্সে। সবখানে গার্ড আছে। ওদেরকে ফাঁকি দেবেন কীভাবে?'

'ডাইভারশন তৈরি করব বলে ভাবছি।'

'যে-সে ডাইভারশনে কাজ হবে না। এরা সবাই ট্রেইণ্ড যোদ্ধা, সহজে ঘাবড়ায় না।'

'আমি যে-প্ল্যান এঁটেছি, তাতে দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাও ঘাবড়াতে বাধ্য।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল আসিফ। শুনে চোখ বড় হয়ে গেল হেণ্ডারসনের। হতভম্ব ভঙ্গিতে বলল, 'মাই গড, ম্যান! আপনি তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার ফন্দি এঁটেছেন! যদি সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়?'

'আমি চাই ওলোট-পালোট হোক, পরিস্থিতি যেন কেউ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারে।' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'গাড়ি ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদেরকে হেঁটে রওনা হতে হবে। কাজেই এখানে সবকিছু এলোমেলো থাকা দরকার। কেউ যাতে আমাদের পিছু নিতে না পারে।'

একজন গার্ডকে ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখল হেণ্ডারসন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আসিফের পাশ থেকে। নিচু গলায় বলল, 'আমাদের আলোচনা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠছে ওরা। আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি যাই, পরে কথা হবে।'

'ঠিক আছে, ডক্টর।'

তড়িঘড়ি করে চলে গেল হেণ্ডারসন। আসিফও উঠে পড়ল টুল থেকে। হাঁটতে শুরু করল ল্যাবের বিপরীত প্রান্তের দিকে। তানিয়া আর জয়েসকে সব খুলে বলতে হবে।

নোংরা, পুরনো এক মদ্যশালা। নাম—*দ্য ব্লাডি সি সার্পেন্ট।* দরজা খুলতেই রানার নাকে-মুখে ঝাপটা মারল ধোঁয়ার মেঘ। সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। মুখের সামনে হাত নেড়ে মেঘটা পাতলা করল ও, আগে বাড়ল। কোনার একটা টেবিল দখল করে বসে আছে মুরল্যাণ্ড, কথা

বলছে ফোকলা এক বুড়োর সঙ্গে, লোকটার পরনে তেল চিটচিটে পোশাক। যেন *ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি*-র পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র।

রানা এগোতেই মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উঠে পড়ল বুড়ো। তার খালি চেয়ারটায় বসল রানা। বলল, 'নতুন বন্ধু পাতিয়েছ দেখছি!'

'খোঁচা না মেরে বরং পিঠ চাপড়ে দাও,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এখানে বন্ধু পাতানো কি সহজ কাজ? স্কটিশ এই নচ্ছাড়গুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্য দোভাষী দরকার। একটা শব্দও যদি ঠিকমত উচ্চারণ করতে জানে! আর একেকজনের যা ব্যক্তিত্ব! পুরনো আমলের রাজা-বাদশাকেও বোধহয় এভাবে তোয়াজ করতে হতো না।'

'হুম,' মুচকি হাসল রানা। 'দেখতে পাচ্ছি, চমৎকার মুডে আছ তুমি।'

সামনে রাখা ময়লা মদের গ্লাস দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'উইস্কির নামে শেয়ালের পেচ্ছাপ পেটে পড়লে মুড চমৎকার হবে না কেন? ট্রাই করতে চাও?'

'মাফ করো, ভাই,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'অত আনন্দ সইবে না।'

মুখে যা-ই বলুক, গ্লাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে চুমুক দিল মুরল্যাণ্ড। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাজ কদ্দূর এগোল?'

'ষোল আনা।' উইণ্ডব্রেকারের পকেটে হাত দিয়ে একটা চাবির গোছা বের করে আনল রানা। টেবিলের উপর রাখল। 'তোমার সামনে এখন নুমার ফ্লিটের নবতম সংযোজনের চাবি দেখতে পাচ্ছ।'

'অসুবিধে হয়নি তো?'

'উঁহুঁ। ফিশ-পিয়ারে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বিচ্ছিরি বোটটা

খুঁজে বের করলাম, তারপর ওটার মালিককে এমন এক অফার দিলাম, যা ওর পক্ষে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।'

'কিছু সন্দেহ করেনি?'

'কীসের সন্দেহ? ওকে বলেছি, আমি একজন টিভি প্রোডিউসার, *আউটকাস্ট* শো-র রহস্যটা নিয়ে তদন্ত করছি, তাই একটা বোট দরকার। তবে কাভার স্টোরির দরকার ছিল না, টাকার অ্যামাউন্ট শুনেই ব্যাটার বেহুঁশ হবার দশা, নতুন আরেকটা বোট কিনতে পারবে ওই টাকা দিয়ে। যদি বলতাম ভিনগ্রহ থেকে এসেছি, তাতেও কিছু হেরফের হতো না। তার ওপর ওকে আমার অনুষ্ঠানে একটা পার্ট দেব বলে কথা দিয়ে এসেছি।'

'হারানো টিভি ক্রু-দের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছ?'

'হুঁ, তবে সবই গুজব। পুলিশ আর কোস্ট গার্ড *পি আইল্যাণ্ড* নামের দ্বীপটাতে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, তবে কী পেয়েছে না পেয়েছে, সে-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি। চালু গুজব হলো, রক্ত আর মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়েছে ওরা। আরেকদল পুরো ব্যাপারটাকেই পাবলিসিটি স্টাণ্ট বলে মনে করছে। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি হারানো ক্রু-রা নতুন কোনও টিভি শো নিয়ে হাজির হবে। এনিওয়ে, তুমি কী জানতে পারলে?'

উঠে যাওয়া বুড়োর দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'ওই ব্যাটার কাছে অনেক কিছু শুনলাম। জন্মের পর থেকে এখানে বাস করছে, সবাইকে চেনে। আশপাশের গোটা এলাকার ব্যাপারে চলন্ত বিশ্বকোষ বলতে পারো। দু'পাইন্ট মদ খাওয়াতেই গড়গড় করে সব উগরে দিল।'

'আমরা যেখানে যেতে চাইছি, সে-জায়গা সম্পর্কে কিছু বলতে পেরেছে?'

'হুঁ। *আউটকাস্ট*-এর ঘটনার পর শুরুতে ওই দ্বীপের দিকেই সন্দেহের দৃষ্টি দিয়েছিল সবাই। তবে পাবলিসিটি স্টান্টের গুজব ছড়াবার পর সব আবার থিতু হয়ে গেছে।'

'*পি আইল্যাণ্ড* থেকে ওই দ্বীপটার দূরত্ব কত?'

'পাঁচ মাইল। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, ওখানে কোনরকম সেমি-অফিশিয়াল অপারেশন চলছে... দ্বীপটা এখনও সরকারের সম্পত্তি। কাজেই অমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সিকিউরিটির যে ব্যবস্থা ওখানে, প্রাইভেট পর্যায়ে এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। কেউ ধারেকাছে ঘেঁষলেই সশস্ত্র প্যাট্রোল বোট এসে তাড়া করে। কোনও কোনও জেলে নাকি মিনিয়েচার সাবমেরিনের ধাওয়াও খেয়েছে।'

'নিশ্চয়ই এ.ইউ.ভি. দেখেছে ওরা,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওটাকেই মিনিয়েচার সাবমেরিন ভাবছে।'

দড়াম করে মদ্যশালার দরজা খুলে গেল। মোটাসোটা এক লোক এসে ঢুকল ভিতরে। বারের কাছে গিয়ে উঁচু গলায় ঘোষণা দিল, উপস্থিত সবাইকে ড্রিঙ্ক করাবে সে।

'ব্যাটার দেখছি দয়ার শরীর!' টিটকিরি মারল মুরল্যাণ্ড।

'দয়া-টয়া না, পকেট গরম। সবার সামনে ফুটানি দেখাতে চাইছে,' রানা বলল। 'ওর কাছ থেকেই বোট কিনেছি আমি। ব্যাটা দেখি ব্যাপারটা ঢোল পিটিয়ে জানাবার আয়োজন করছে!'

'চলো কেটে পড়ি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'তোমাকে দেখতে পেলে না জানি কোন্ কাণ্ড ঘটায়! এখানে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না।'

'চলো,' বলে উঠে পড়ল রানা। মুরল্যাণ্ড-সহ মদ্যশালার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ভাড়া করা রুমিং হাউস থেকে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে খানিক পরেই ডকে পৌঁছে গেল ওরা।

ভাঙাচোরা জেটি ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে। একটু পর পঁচিশ ফুট লম্বা এক বোটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হতশ্রী চেহারা। রুদ্র সাগরের আঘাতে আঘাতে নড়বড়ে হয়ে গেছে কাঠামো। শরীর বিবর্ণ। নোংরা আপার ডেকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুইলহাউস—ওটার অবস্থান বো-র কাছে।

'স্থানীয় লোকজন এ-ধরনের বোটকে বলে *ক্রিলার,*' রানা বলল। 'পুরনো মালিকের মুখে শুনলাম, এটা '৭১ সালে তৈরি হয়েছে।'

'১৯৭১, নাকি ১৮৭১?' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি একটু কনফিউজড্। তোমার এই লাক্সারি ইয়টের বিল দেখে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা আন্দাজ করতে পারো?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা। কারণ বোট কেনার বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, আমি তো প্যারাজাম্প করতে চাইছিলাম!'

'হুম, বলব অ্যান্টিক ভ্যালু দিয়ে কিনেছি আমরা।' স্টার্নে লেখা নামটা পড়ল মুরল্যাণ্ড। '*স্পুটার!* সে আবার কী জিনিস?'

'এক ধরনের ঝিনুক। নামটা স্থানীয়। লোকজন বিশ্বাস করে, এই ঝিনুকের মাংসে কামোদ্দীপক গুণ আছে।'

'অমন কথা আমি গণ্ডারের শিঙের ব্যাপারেও শুনেছি। যত্তসব গাঁজাখুরি!'

হাসল রানা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, গণ্ডারের শিং নিয়ে তোমার কোনও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা আছে।'

'জানতে চেয়ো না, প্লিজ। এখন চলো, তোমার ভাসমান মিউজিয়ামের ভিতরটা দেখি।'

বোটে চড়ল দুজনে। ডেক দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড,

রানা ঢুকল হুইলহাউসে। কেবিনটা বেশি বড় নয়, বড়জোর দুটো টেলিফোন বুথের সমান জায়গা। ডিজেলের ধোঁয়া আর পোড়া সিগারেটের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ইঞ্জিন কন্ট্রোল আর হুইল পরীক্ষা করে দেখল ও, সন্তুষ্ট হলো। যখন বেরিয়ে এল, তখন মুরল্যাণ্ড ডেকে পা ঠুকছে।

'মজবুত মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'সমস্যা হবে না আশা করি।'

'ঠিকই ধরেছ,' রানা বলল। 'দেখতে যতটা দেখায়, আসলে অত খারাপ না বোটটা। এসো, চার্ট পাওয়া যায় কি না দেখি।'

হুইলহাউসের কাবার্ডে গ্রিজের দাগঅলা একটা চার্ট পাওয়া গেল। ওটায় চোখ বুলিয়ে নির্দিষ্ট দ্বীপটা খুঁজে বের করল ওরা। ডক থেকে দশ মাইল দূরে। আশপাশের এলাকা ভাল করে দেখল রানা, তারপর নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল।

'কী মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল ও।

'হাই-টেক চ্যালেঞ্জের লো-টেক সমাধান,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'তবে মনে হচ্ছে কাজ হবে। কখন রওনা হতে চাও?'

'এখুনি নয় কেন? ট্যাঙ্কে যথেষ্ট ফুয়েল আছে।'

আপত্তি করল না মুরল্যাণ্ড। 'ঠিক আছে, আমি তা হলে ইঞ্জিন চালু করছি।'

একটু পরেই গগনবিদারী আর্তনাদ ছাড়ল *স্পুটার*-এর ইঞ্জিন। মুরল্যাণ্ড বোটের বাঁধন খুলে দিলে থ্রটল বাড়াল রানা। আস্তে আস্তে সরে এল ডকের পাশ থেকে। মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ওরা।

দশ

বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে আসিফ। এগোচ্ছে ছায়ায় ছায়ায়। ভালমত খেয়াল না করলে ওকে কেউ দেখতে পাবে না। মাঝরাত হতেই কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ও। অতি-সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। তবে এতটা সতর্ক না হলেও ক্ষতি ছিল না। কম্পাউণ্ডে কোনও প্রহরী টহল দিচ্ছে না, গার্ড-টাওয়ারগুলো খালি। ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে প্রহরীদের মাতাল হৈ-হল্লার আওয়াজ। দ্বীপে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় সম্ভবত আনন্দে পার্টি করছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর হৈ-হল্লার আওয়াজ ফিকে হয়ে এল। অ্যাকোমোডেশন এরিয়া থেকে দূরে সরে এসেছে আসিফ। এবার আর লুকিয়ে এগোনোর প্রয়োজন নেই। ধুলোমাখা পথ ধরে দ্রুত এগোতে থাকল ও। নাকে বোটকা গন্ধ পেতে বুঝতে পারল, গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেছে।

কর্নেল ভেগার *চিড়িয়াখানা*-র সীমানায় এসে গতি কমাল আসিফ। বেশ ক'টা ফ্লাডলাইট জ্বেলে আশপাশ আলোকিত করে রাখা হয়েছে। একটু থেমে চারপাশ পরখ করে নিল। না, কোনও গার্ড দেখা যাচ্ছে না। পার্টিতে যোগ দিতে গেছে সবাই। এক ছুটে বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছুল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল সদর দরজা। অ্যালার্ম সিস্টেম আছে বলে মনে হলো না।

এখানে কেউ অনুপ্রবেশ করবে বলে আশা করেনি ভেগা, তার কোনও কারণও নেই।

ভবনের ডাবল স্টিল ডোর যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু আটকে রাখা হয়েছে স্রেফ একটা প্যাডলক দিয়ে। ল্যাব থেকে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে এসেছে আসিফ, ওগুলোর সাহায্যে তালা ভাঙতে কোনও কষ্ট হলো না। সাবধানে পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বোটকা গন্ধ ঘুসির মত আঘাত হানল নাকে-মুখে।

সময় নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল আসিফ, তারপর চোখ বোলাল ভিতরে। বিশাল কামরাটা আধো-অন্ধকার। ছাতে লাগানো অল্প কয়েকটা বালব ছাড়া আর কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। সবগুলো এ-মুহূর্তে জ্বলছেও না। তবে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ভিতরের অধিবাসীরা। খাঁচার ভিতর থেকে নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল। লাল চোখগুলো ওর প্রতিটি পদক্ষেপ খেয়াল করছে।

সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট এনেছে আসিফ। সেটা জ্বেলে দেয়ালের সুইচবোর্ড খুঁজে বের করল, অন্ করে দিল সবক'টা বালব। এবার আলোকিত হয়ে উঠল অভ্যন্তর। শুরুতে একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল খাঁচার প্রাণীগুলো। একটু পর ভয় কেটে গেল তাদের। এগিয়ে এসে খাঁচার শিকের কাছে জড়ো হলো। আগন্তুককে দেখছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

নার্ভাস বোধ করছে আসিফ, তবে খেয়াল করল—হিংস্র আচরণ করছে না মিউট্যান্টরা। নিচু কণ্ঠে গরগর করছে, ভাব বিনিময় করছে পরস্পরের সঙ্গে। ওকে ভয় পাবার কোনও কারণ দেখছে না, বরং কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এতে স্বস্তি বোধ করার কিছু নেই, এরা এককালে মানুষ ছিল। বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও অক্ষুণ্ন আছে। ফন্দি আঁটছে কি না কে জানে। কিন্তু ঝুঁকি

না নিয়েও উপায় নেই।

লঘু পায়ে খাঁচার সারি পেরিয়ে বিল্ডিঙের অন্য প্রান্তে চলে গেল আসিফ। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল খাঁচার কণ্ট্রোল প্যানেল। অনেকগুলো সুইচ... কোন্‌টা কোন্‌ খাঁচার দরজা খোলে, তা মার্কিং করে রাখা আছে। সেই সঙ্গে খাঁচার বন্দিরা আলফা না বিটা গোত্রের, তাও উল্লেখ করা আছে।

বুক ধক ধক করছে, পরীক্ষামূলকভাবে আলফা গ্রুপের একটা সুইচ টিপল আসিফ। ধাতব শব্দ করে সরে যেতে শুরু করল খাঁচার দরজা। ভিতরের প্রাণীগুলো ভড়কে গেল সে-শব্দ শুনে, হুড়মুড় করে দৌড়ে গিয়ে জটলা পাকাল খাঁচার পিছনদিকে। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যাবার পর যখন কিছু ঘটল না, তখন একটা প্রাণী এগিয়ে এল সামনে। খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে; বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা ফাঁদ কি না।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। মিউট্যান্টদের ভয় কেটে গেলেই বিপদ। দ্রুতহাতে সবগুলো সুইচ টিপে দিল আসিফ। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। পিছনে হুঙ্কার ছাড়ল মুক্তি পাওয়া পিশাচেরা।

কম্পাউণ্ডের মেইন গেট থেকে একশো গজ দূরে, ঘন হয়ে জন্মানো অনেকগুলো গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে তানিয়া, জয়েস আর হেণ্ডারসন। অপেক্ষা করছে আসিফের জন্য। ওর পিছু পিছুই কটেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। তানিয়া আর জয়েস নির্বিকার হলেও দুশ্চিন্তা এড়াতে পারছে না হেণ্ডারসন। এই দ্বীপে ওদের চাইতে অনেক বেশি সময় ধরে থাকছে সে, জানে—গার্ডদের মতিগতির কোনও ঠিক নেই। এখন ফুর্তি করছে বটে, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে পাছায় কর্নেল

ভেগার লাথি খেয়ে সবাই ডিউটির জন্য বেরিয়ে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

একটু পরেই ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় ডাক।

'তানিয়া!'

আসিফের গলা চিনতে পারল ওরা। আড়াল থেকে বেরিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল তানিয়া। বলল, 'কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে!'

'বাঁচিয়েছেন!' শব্দ করে শ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার দশা। ভাবছিলাম কোনও বিপদ ঘটল কি না।'

গাছের আড়ালে এসে বসে পড়ল আসিফ। বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে সহজে সারতে পেরেছি কাজটা।'

সামান্য দূরে উবু হয়ে থাকা কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখে চমকে উঠল ও। তারপর আবার সহজ হয়ে এল। সহকর্মী ছয় বিজ্ঞানীকে চিনতে পেরেছে। ওরা সবাই এগিয়ে এল ওর দিকে।

'দুঃখিত,' বলল হেণ্ডারসন। 'ওদেরকে ফেলে আসতে পারলাম না।'

'আইডিয়াটা আমার,' তানিয়া বলল।

'ইটস্ ওকে,' হাত নাড়ল আসিফ। 'আমিও মত পাল্টেছি খানিক আগে। সবাইকে নিয়ে যাব বলে ভাবছিলাম। কেউ পিছে পড়ে যায়নি তো?'

'না,' বলল এক বিজ্ঞানী। 'কিন্তু এখন আমরা কী করব?'

'অপেক্ষা,' সংক্ষেপে জবাব দিল আসিফ। হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গেল, যাতে আশপাশে কী ঘটছে তা দেখতে পায়।

মেইন গেটের পাশে একটা সেণ্ট্রিহাউস আছে, ওটার সামনে

চেয়ার পেতে বসে আছে দু'জন প্রহরী। এরা পার্টিতে অংশ নেয়ার অনুমতি পায়নি। মন-মেজাজ খারাপ, ডিউটি করছে বটে, কিন্তু কাজে মনোযোগ নেই।

শান্তভাবে পরিস্থিতি বিচার করল আসিফ। হিসেবি চাল দিয়েছে ও, সেটা কাজে লাগার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। এমন হতে পারে, মুক্তি পেয়ে মিউট্যান্টরা পালাবার চেষ্টা করবে। সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কারও জন্য সেটাই স্বাভাবিক রিঅ্যাকশন। কিন্তু মিউট্যান্টদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক নয়; জেদি, হিংস্র স্বভাবের প্রাণী ওরা। যারা ওদেরকে বন্দি করে রেখেছিল, অত্যাচার চালিয়েছে এতদিন, তাদের উপর প্রতিশোধের নেশা সওয়ার হতে পারে ওদের উপর। সেটাই চায় ও।

গেটের দিকে তাকাল আসিফ। দুই প্রহরী সিগারেট ফুঁকছে, মদের একটা বোতল চালাচালি করছে নিজেদের মধ্যে। পার্টিতে যেতে পারেনি তো কী হয়েছে, নিজেরাই পার্টির পরিবেশ তৈরি করে নিচ্ছে। এবার মিউট্যান্টদের আবাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও। আসার পথে দরজা টেনে দিয়ে এসেছিল, হঠাৎ ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা, এক চিলতে আলো বেরিয়ে এল বিল্ডিঙের ভিতর থেকে। তারপর দলে দলে কালচে অবয়ব বেরুতে শুরু করল দরজা গলে। আসিফের অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হলো, পালাল না প্রাণীগুলো। দল বেঁধে এগোতে শুরু করল গার্ডদের ব্যারাকের দিকে। চোখের পলকে মিশে গেল গাছগাছালির ছায়ায়।

কিছুক্ষণ সব আগের মত রইল। তারপরই পার্টির হৈ-হল্লা থেমে গেল। তারপরই শুরু হলো চেঁচামেচি। গুলির আওয়াজ হলো কয়েকটা, কিন্তু সবকিছু চাপা পড়ে যেতে শুরু করল জান্তব ভয়াবহ হুঙ্কারের তলায়। শুরু হলো মানুষের আর্তচিৎকারের রোল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ব্যারাকে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে

শুরু করেছে।

ব্যারাকের দিক থেকে ভেসে আসা আওয়াজ কানে গেছে মেইন গেটে দাঁড়ানো দুই প্রহরীর। নিজেরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল। করণীয় ঠিক করতে পারছে না। একটু পরেই অ্যাকোমোডেশন এরিয়া থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল একটা গাড়ি, ছুটে যাচ্ছে গেটের দিকে। ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে।

বাহনটা আলোকিত একটা জায়গায় পৌঁছুতেই ভেগার কনভার্টিবল বলে চিনতে পারল আসিফ। অনেকগুলো মিউট্যান্টের ভিড়ে চাপা পড়ে গেছে গোটা চেসিস। হুড আর দু'পাশ ধরেও ঝুলছে কয়েকটা প্রাণী। উন্মত্তের মত গাড়িকে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে চালক, ঝটকা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে অনাহূত আরোহীদেরকে। কিন্তু সফল হতে পারছে না।

গুলি শুরু করল দুই গার্ড। হুডের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল দুটো প্রাণী। কিন্তু বাকিরা নড়ল না। গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ল সেন্ট্রিহাউসের দেয়ালে। প্রবল ঝাঁকিতে ছিটকে পড়ে গেল মিউট্যান্টরা। টলতে টলতে দরজা খুলে নেমে এল কর্নেল ভেগা, তার পুরো শরীর রক্তে রঞ্জিত। কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনল, গুলি করল সবচেয়ে কাছে পড়ে থাকা মিউট্যান্টের গায়ে।

হিতে-বিপরীত হলো তাতে। প্রবল আক্রোশে কর্নেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি প্রাণীরা। তাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। লোমশ দেহগুলোর আড়ালে এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ। হঠাৎ কর্নেলের একটা হাত ছিঁড়ে আনল এক মিউট্যান্ট, তার দেখাদেখি একটা পা-ও হিপ জয়েন্ট থেকে আলাদা করে ফেলল আরেকজন। আর্তনাদ থেমে গেল কর্নেলের। তার প্রাণহীন দেহের উপর হুটোপুটি করতে থাকল হিংস্র প্রাণীগুলো।

যা বোঝার বুঝে ফেলেছে দুই গার্ড, অস্ত্র ফেলে দিয়ে পিঠটান দিল। হৈ-হৈ করে তাদের পিছু নিল সবগুলো প্রাণী। পিছনে পড়ে রইল ভেগার রক্তাক্ত, বিকৃত মৃতদেহ।

সঙ্গীদের একত্র করল আসিফ। আশপাশ দেখে নিয়ে ছুটতে শুরু করল সেন্ট্রিহাউসের দিকে। মিউট্যান্টদের চিহ্ন নেই কোথাও। হতভাগ্য দুই গার্ডকে শিকার করায় ব্যস্ত তারা। সুযোগটা কাজে লাগাল ওরা। ভেগার গাড়িতে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি একটু পিছিয়ে আনল আসিফ, তারপর সবেগে সামনে বাড়ল। কম্পাউণ্ডের মেইন গেট ভেঙে বেরিয়ে এল রাস্তায়। খাঁড়ির দিকে ছুটল সর্বোচ্চ গতিতে।

মুক্তি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

হারবার ছেড়ে বেরিয়ে আসার খানিক পরেই লিক দেখা দিল রানা-মুরল্যাণ্ডের সাধের বোটে। শান্ত পানি থেকে দু'ফুট উঁচু ঢেউসমৃদ্ধ সাগর আসলে খুব বড় কোনও পার্থক্য নয়, কিন্তু *স্পুটার*-এর বুড়ো খোল সেই ধাক্কাই সহ্য করতে পারল না। রানা হেলমে রয়েছে, হঠাৎ খেয়াল করল হুইল ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না। সুইচ টিপে বিলজ্ পাম্প চালু করতে চাইল, কিন্তু ওটার মোটর তাতে যেন রাজি নয়।

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'কামোদ্দীপক না ছাই, এটার নাম ভাঙা ছাঁকনি রাখলে বেশি মানানসই হতো।'

'কী করা যায়, একটু দেখবে?' বলল রানা। 'এখুনি সাঁতার কাটার ইচ্ছে নেই আমার।'

'আমার বুঝি আছে? দেখছি।' বলে উঠে পড়ল মুরল্যাণ্ড। মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে খুশি হয়েছে করার মত একটা কাজ পেয়ে। পেশায় ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, জটিল কলকজা আর তেল-কালি ঘেঁটে আনন্দ পায়। ডেক হ্যাচ খুলে নীচে নেমে

গেল। একটু পর গলা চড়িয়ে বলল, 'এবার চেষ্টা করে দেখো।'

সুইচ টিপল রানা। কয়েকবার কাশি দিয়ে চালু হলো পাম্প। ধীরে ধীরে ওটার আওয়াজ স্বচ্ছন্দ হয়ে এল। একটু পর উঠে এল মুরল্যাণ্ড। কালি মেখে ভূতের মত চেহারা হয়েছে ওর।

'জাদু দেখিয়ে দিয়েছ,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'কী করেছ নীচে গিয়ে?'

'ইঞ্জিন মেরামতের সবচেয়ে বেসিক কাজ,' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কোথাও তার ছিঁড়ে গেছে কি না, সেটা চেক করে দেখা।'

হেসে ফেলল রানা। একেবারে ঠিক সময়ে পাম্পটা চালু করতে পেরেছে মুরল্যাণ্ড। পানির ওজনে একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল স্পুটার। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে ডুবে যেত। পাম্প চালু হওয়ায় ধীরে ধীরে সিধে হয়ে গেল বোট। সহজে এগোতে পারল।

আস্তে আস্তে স্পুটারের প্রতি অনুরাগ জন্মাল রানার। বয়সের কারণে দুর্বল হয়েছে বটে, তারপরও এই এলাকার সাগরের জন্য একেবারে আদর্শ জলযান। উঁচু বো এমনভাবে ঢেউ কেটে এগোচ্ছে, যেন পুকুর পাড়ি দিচ্ছে কোনও ক্যানু। পিছন থেকে বাতাস বইছে, ফলে গতিও বেড়ে গেছে অনেকটা। নির্দিষ্ট দূরত্ব পার হতে বেশি সময় লাগবে না।

কোর্স মেইনটেন করার জন্য রেইডারের সাহায্য নিতে হচ্ছে ওকে। ঘনঘোর রাতের কারণে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর হেলমের দায়িত্ব মুরল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল। প্রাণভরে টেনে নিল সাগরের আর্দ্র বাতাস। সামনে আবছা একটা আকৃতি যেন দেখতে পেল। তাই ফিরে এল হুইলহাউসে।

'দ্বীপটা ঠিক সামনেই হবার কথা,' বলল রানা। 'স্পিড

কমাণ্ড।'

থ্রটল টানল মুরল্যাণ্ড, গতি কমাল বোটের। উইণ্ডশিল্ডে মুখ ঠেকিয়ে সামনেটা ঠাহর করার চেষ্টা চালাল রানা। কালচে নীল আকাশের পটভূমিতে দ্বীপের গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল একটু পর। হুইল ঘুরিয়ে বোটকে অন্যদিকে নিতে বলল মুরল্যাণ্ডকে। সন্দেহ নেই, শত্রুপক্ষের সেন্সরে ধরা পড়েছে স্পুটার। ওদেরকে বোঝানো দরকার, দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে এগোতে চাইছে ওরা।

রানার মূল চিন্তা এ.ইউ.ভি.-কে নিয়ে। ওটার যান্ত্রিক চোখ আর কানকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। ইতিমধ্যে স্যাটেলাইট ফটোয় চোখ বুলিয়ে ওটার কোর্স জানার চেষ্টা করেছে ও। তাতে কোনও ধরনের খুঁত দেখতে পায়নি। ডুবোযানটা মাঝে মাঝে মেইনল্যাণ্ডে ব্যাটারি রিচার্জের জন্য ফিরে যায় বটে, তবে সেটার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন নেই। কাজেই অমন সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

ঘড়ি দেখল রানা। ওর হিসেব অনুসারে এ.ইউ.ভি. এখন দ্বীপের অন্যপাশে থাকার কথা। বিড়বিড় করে স্রষ্টাকে ডাকল—ওর হিসেব যেন ঠিক হয়। তারপর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে হুইল নিয়ে বোটের মুখ ঘোরাতে শুরু করল। দ্বীপের পাহাড়ি পাঁচিলের দিকে এগোচ্ছে। খুব শীঘ্রি বোঝা যাবে, ওর প্ল্যানটা কাজে লাগবে কি না।

ইনলেটের মুখে, ছোট্ট একটা বিল্ডিঙের ভিতরে দ্বীপের কমাণ্ড সেন্টার। অর্ধেকটা গিজগিজ করছে নানা ধরনের ইলেকট্রনিক সার্ভেইলান্স ইকুইপমেন্টে, বাকি অর্ধেক হচ্ছে ব্যারাক—বারোজন প্রহরী থাকে ওখানে। এরাই পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয় কমাণ্ড সেন্টারে। প্রতি শিফটে চারজন থাকে। দিনের বেলায় বোট নিয়ে তিনজন টহল দেয় দ্বীপের পেরিমিটারে, চতুর্থ জন

কমাণ্ড সেন্টারে ইলেকট্রনিক মনিটরিং করে।

রাতের রুটিন অন্যরকম। দ্বীপের সীমানার পানি নানা রকম ধারালো পাথরে ভরা, ওখানে রাতের বেলা বোট নিয়ে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। তাই টহল দেয়া হয় না রাতে। বোট-ক্রুরা ব্যারাকে বিশ্রাম নেয়, রেইডারে বা এ.ইউ.ভি.-র সেন্সরে কোনও কণ্ট্যাক্ট দেখা দিলে শুধু ইণ্টারসেপ্ট করার জন্য যায়।

আজ রাতে জার্মান এক মার্সেনারি ডিউটি করছে কমাণ্ড সেন্টারে, তার নাম জার্গেন। রেইডার স্ক্রিনে ছোট্ট বোটটাকে অনেকক্ষণ আগেই দেখতে পেয়েছে সে, কিন্তু ওটা দিক পাল্টে অন্যদিকে রওনা হওয়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কোলের উপর *প্লেবয়* পত্রিকার পুরনো একটা সংখ্যা নিয়ে বসেছে সে, ব্যস্ত হয়ে আছে নগ্ন নারীদেহ দেখায়। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর আবার মুখ তুলল রেইডারের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।

ডিসপ্লে একেবারে ফকফকা, তাতে কোনও কণ্ট্যাক্ট নেই। এর মানে একটাই হতে পারে, ও যখন নারীদেহের ছবি দেখায় ব্যস্ত ছিল, তখন বোটটা মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছে রেইডারের ব্লাইণ্ড স্পটে—দ্বীপের পাথুরে পাঁচিলের পাশে। বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার, তবে মারাত্মক কোনও বিপর্যয় বলা চলে না একে। অনুপ্রবেশকারীদেরকে ঠেকানোর জন্য ওদের হাতে এ.ইউ.ভি. আছে।

ছোট্ট ডুবোযানটা মাত্র বারো ফুট লম্বা—দেখতে অনেকটা মাণ্টা রে মাছের মত। পিঠে ডরসাল ফিন আকৃতির ট্রান্সমিশন অ্যাণ্টেনা আছে। নানা রকম অত্যাধুনিক সেন্সর আছে ওতে—সোনার আর ভিডিও ক্যামেরা থেকে শুরু করে আরও কত কী! আর আছে চারটে মিনি টর্পেডো—ওগুলো দিয়ে একটা

নেভাল ডেস্ট্রয়ারকে ডুবিয়ে দেয়া যাবে। বিধ্বংসী ক্ষমতার কারণে ঠাট্টা করে ওটাকে *গারট্রুড* বলে ডাকে প্রহরীরা, ওই নামে ওদের একজনের প্রাক্তন শ্বাশুড়ি নাকি বিধ্বংসী স্বভাবের মহিলা ছিলেন।

দ্রুত *গারট্রুড*-এর ইলেকট্রনিক ব্রেনে মেসেজ পাঠাল জার্গেন, ওটাকে কন্ট্যাক্টের শেষ পজিশনে আসতে বলল। তারপর ইন্টারকম তুলে যোগাযোগ করল শিফটের অন্যান্য প্রহরীদের সঙ্গে।

'সরি বয়েজ, তোমাদের খেলায় একটু বিঘ্ন ঘটাতে হচ্ছে। সিকিউরিটি জোনের ভিতরে একটা বোট ঢুকে পড়েছে।'

জুয়া খেলছিল তিন বোট-ক্রু। ওদের দু'জন ফরাসি, তৃতীয়জন দক্ষিণ আফ্রিকান। খেলা বেশ জমে উঠেছিল, আচমকা বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো তাই। হাত থেকে তাস ফেলে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকান প্রহরী বলল, 'মর জ্বালা! শান্তিতে থাকার জো নেই।'

'বোটটা কোথায়?' ইন্টারকমে জানতে চাইল এক ফরাসি।

'উত্তর দিক থেকে সিকিউরিটি পেরিমিটার অতিক্রম করেছে, তারপর চলে গেছে রেইডারের ব্লাইণ্ড আর্কে। আমি *গারট্রুড*-কে পাঠিয়েছি ওখানে। তোমাদেরও যাওয়া দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল তিনজনে। জ্যাকেট আর বুট পরল, কাঁধে ঝোলাল কম্প্যাক্ট অ্যাসল্ট রাইফেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্যাট্রোল বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

'বোটটাকে আবার দেখতে পাচ্ছি রেইডারে,' রেডিওতে বলে উঠল জার্গেন। 'ইনলেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।'

'ঠিক আছে,' বলল দক্ষিণ আফ্রিকান। 'আমরা দেখছি ব্যাটাদের মতলব কী।'

চল্লিশ নট বেগে ছুটছে প্যাট্রোল বোট, জায়গামত পৌঁছুতে

বেশি সময় লাগল না। নিঃসঙ্গভাবে ভাসতে থাকা পুরনো ক্রিলারকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওদের।

'হোয়াট দ্য হেল...'

'কী হয়েছে?' রেডিওতে জানতে চাইল জার্গেন।

'জংধরা, পুরনো একটা ক্রিলার দেখতে পাচ্ছি। আলো জ্বলছে না, ইঞ্জিনও বন্ধ।'

'কাছে গিয়ে দেখো।'

ধীরে ধীরে স্পুটারের পাশে ভিড়ল প্যাট্রোল বোট। অস্ত্র হাতে দুই ফরাসি নামল ওটার ডেকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। দেখতে পেল শুধু পানি... ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের হ্যাচ উপচে পানি উঠছে ডেকে।

'রদ্দি মাল,' কমাণ্ড সেন্টারে রিপোর্ট পাঠাল দক্ষিণ আফ্রিকান প্রহরী। 'ডুবতে বসেছে। অবস্থা দেখে মাঝিমাল্লা পালিয়েছে বলে ধারণা করছি আমরা।'

'আমাদের সিকিউরিটি পেরিমিটারের ভিতরে ঢুকল কী করে?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল জার্গেন।

'নিশ্চয়ই স্রোতের টানে।'

'কিন্তু রেইডারে যখন প্রথম দেখলাম, তখন তো মনে হলো নির্দিষ্ট একটা কোর্স ধরে এগোচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। মদ গিলছিলে নিশ্চয়ই?'

'মদ আমি একাই গিলি না,' রাগী গলায় বলল জার্গেন। 'এনিওয়ে, কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না। বোটটা পানির তলায় না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো তোমরা ওখানে।'

'আরে! হুকুম দিচ্ছ নাকি? তোমাকে কে আমাদের বস বানিয়েছে শুনি?'

'তর্ক কোরো না। যা বলছি করো, নইলে কর্নেল ভেগার কাছে নালিশ করতে বাধ্য হবো।'

যেন জোঁকের মুখে লবণ পড়ল, হার মানতে বাধ্য হলো দক্ষিণ আফ্রিকান গার্ড। দুই সঙ্গীকে নিয়ে অস্ত্র হাতে বসে রইল সে, চুপচাপ দেখল ভাঙাচোরা ক্রিলারের ডুবে যাওয়া। জলযানটা পানির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলে রেডিওর হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল সে। বলল, 'এই যে মহারাজ, জংধরা বালতিটা ডুবেছে। এবার আমরা ফিরতে পারি?'

'ঠিক আছে, এসো। সাবধানে বোট চালিয়ো, গারট্রুড কাছাকাছি আছে। শেষে না অনুপ্রবেশকারী ভেবে তোমাদেরকেই ডুবিয়ে দেয়!'

গাল দিয়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকান। এ.ইউ.ভি.-র ফিন দেখতে পাচ্ছে সে। প্যাট্রোল বোটের ইঞ্জিন চালু করে মুখ ঘোরাল, ফিরে চলল তীরের দিকে। গারট্রুড অবশ্য পিছু নিল না, কাল্পনিক কয়েকটা রেখার সাহায্যে গ্রিড তৈরি করল ওটা। সে-অনুসারে কয়েক দফা আগুপিছু করল এলাকায়, সার্ভে চালাল। ওটার সেন্সরে দেখা গেল, সাগরের মেঝেতে গিয়ে স্থির হয়েছে ডুবন্ত ক্রিলার। সন্তুষ্ট হয়ে এ.ইউ.ভি.-কে পুরনো কোর্সে ফিরতে নির্দেশ দিল জার্গেন।

এর পনেরো মিনিট পর, যখন গারট্রুড নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে, ডুবুরির পোশাক পরা দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল স্পুটারের ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে। সাঁতার কাটতে শুরু করল দ্বীপের উদ্দেশে।

এগারো

ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরে রেখেছে আসিফ। প্রবল বেগে ছুটছে কর্নেল ভেগার মার্সিডিজ কনভার্টিবল। যত দ্রুত পারে কম্পাউণ্ড থেকে দূরে সরে যেতে চায় ও। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে রয়েছে তানিয়া আর হেণ্ডারসন, পিছনে জয়েস আর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা গাদাগাদি করে বসেছে একে অন্যের কোলের উপর।

আসিফের ড্রাইভিং দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে হেণ্ডারসন। একটু পর বলল, 'ড. রেজা, সামনে একটা কঠিন বাঁক আছে। স্পিড কমান, নইলে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে যাব।'

স্পিডোমিটারের দিকে তাকাল আসিফ। সত্তর মাইল বেগে ছুটছে গাড়ি। ব্রেক চেপে গতি কমাল, জ্বেলে দিল হেডলাইট। সামনের দৃশ্য চোখে পড়তেই আঁতকে উঠল। বাঁকটা প্রায় নব্বুই ডিগ্রির মত, দ্বীপের কিনারা ঘেঁষে ওখানে ঘুরে গেছে রাস্তা। গার্ডরেইল নেই। রাস্তা পেরুলেই কয়েকশো ফুট নীচে সাগরের উদ্দাম ঢেউ।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল আসিফ। নুড়ি বিছানো রাস্তায় স্কিড করল টায়ার, পিছলাতে পিছলাতে মুখ ঘোরাতে শুরু করল মার্সিডিজ। যাত্রীরা সবাই চিৎকার করে উঠল। মাথা ঠাণ্ডা রাখল আসিফ, স্টিয়ারিংকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে গাড়ির ব্যালান্স

মেইনটেন করল। খাড়া কিনারা থেকে মাত্র দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল চাকা, বাঁক অতিক্রম করল গাড়ি। সামনে এবার সোজা রাস্তা; ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আসিফ। বলল, 'সতর্ক করে দেবার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর। আরেকটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেত।'

হেণ্ডারসনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই সতর্ক করেছি আপনাকে।'

মাথা ঘুরিয়ে পিছনে গাদাগাদি করা সঙ্গীদের দিকে তাকাল আসিফ। 'সবাই ঠিক আছেন? কেউ পড়ে-টড়ে যাননি তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল জয়েস। 'গাড়ির সঙ্গে পেরেক-গাঁথা হয়ে আছি আমরা। হাতুড়ি আর ছেনি ছাড়া আমাদেরকে আলাদা করতে পারবেন না।'

হেসে ফেলল আসিফ। মন হালকা হলো কিছুটা। বাইরে থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে ও। নইলে মাথার উপর চেপে বসে রয়েছে শঙ্কা। নয়জন মানুষের প্রাণ নির্ভর করছে ওর উপর। অনেক বড় একটা দায়িত্ব। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বটে, কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও। সবাইকে সুস্থ এবং জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে ভাগ্যেরও সহায়তা প্রয়োজন।

সামনে রাস্তার জাংশান দেখতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল আসিফ। দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে পথ। বাঁয়ের শাখাটা দেখিয়ে হেণ্ডারসনের কাছে জানতে চাইল, 'আমরা কি এটা ধরে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'ইনলেটের কিনার ধরে সাবমেরিন পেনে গেছে এই রাস্তা। ওখানে একটা গ্যারিসন আর

ট্রুপস্ কোয়ার্টার আছে। ডানে গেলে আমরা খাঁড়ির কাছে পৌঁছুব। ওখানে বোট প্যাট্রোলের জেটি আর কমাণ্ড সেন্টার আছে।'

'হুম, সব দেখি আপনার মুখস্থ।'

'আপনি একাই এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাননি।'

'শুনে ভাল লাগল।' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল আসিফ। তারপর বলল, 'কোনও বিকল্প দেখতে পাচ্ছি না। খাঁড়ির কাছে গিয়ে প্যাট্রোল বোটটা দখল করতে হবে। ওটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'আমি একমত,' সায় জানাল তানিয়া। 'মৌচাকে খোঁচাখুঁচি করতে চাইলে ছোট মৌচাক বেছে নেয়াই ভাল। সাবমেরিন পেনের গ্যারিসন ভর্তি সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না আমরা।'

কেউ আপত্তি করল না। কাজেই ডানের রাস্তা ধরে গাড়ি ছোটাল আসিফ। আধ মাইল যেতে সৈকতের দেখা মিলল। দূরে মিটিমিটি আলো দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল ও। সঙ্গীদেরকে অপেক্ষা করতে বলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। হাঁটতে শুরু করল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। সমুদ্রের লোনা আর্দ্রতার কারণে বাতাস ভারী, ঝাপটা মারছে নাকে-মুখে। মুক্ত পরিবেশ ভাল লাগল আসিফের, তবে ভুলল না—এ মুক্তি সাময়িক। সত্যিকার মুক্তি পেতে চাইলে আরও অনেকদূর যেতে হবে ওদেরকে।

একটু পর কংক্রিটের একতলা বিল্ডিং দেখতে পেল ও। কমাণ্ড সেন্টার। জানালার পর্দা নামানো, সেখান দিয়ে আবছাভাবে বেরিয়ে আসছে ভিতরের আলো। ক'জন আছে ওখানে, বোঝা গেল না। ঝুঁকি নিল না আসিফ, দূর থেকে বিল্ডিংকে অতিক্রম করল, চলে গেল অন্যপাশে। এবার

দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠল কাঠের তৈরি একটা পিয়ার। তবে ওটা শূন্য। প্যাট্রোল বোট নেই, এমনকী কোনও দাঁড়-টানা খেয়াও দেখা যাচ্ছে না।

হতাশ হয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল আসিফ। স্বামীর পাংশু চেহারা দেখে তানিয়া জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'পিয়ারে কোনও বোট নেই,' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'সম্ভবত টহলে গেছে, কখন ফিরবে কে জানে! অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু সূর্য ওঠার আগে বোট না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তা হলে?'

'সাবমেরিন পেনেই ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে আপনার?' প্রতিবাদ করে উঠল হেণ্ডারসন। 'ওখানে কতজন সৈনিক আছে জানেন? বেঘোরে মারা পড়ব আমরা!'

'এখুনি হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?' হালকা গলায় বলল আসিফ। 'স্বল্প লোকবল নিয়েও ইতিহাসে কত বড় বড় লড়াই হয়েছে, জানেন?'

'কত লড়াই হয়েছে, জানি না। তবে দু'চারটের ফলাফল জানি। আমেরিকার অ্যালামো দুর্গ, কালোডেনের স্কটিশ যুদ্ধ... এমনকী আপনাদের তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাতেও দুর্বলেরা খতম হয়ে গিয়েছিল।'

'আমাদের হাতে অন্য আর কোনও উপায় নেই। ইতিহাস বদলাবার চেষ্টা করতে হবে।'

'কী চেষ্টা করবেন? আমরা কেউই যোদ্ধা নই, গোবেচারা বিজ্ঞানী। একদল প্রশিক্ষিত সৈনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'সম্মুখযুদ্ধে নামার কথা বলছি না। তবে লুকিয়ে যদি

সাবমেরিনে উঠতে পারি, ওটার রেডিও ব্যবহার করে বাইরে থেকে সাহায্য আনতে পারব।'

'আর যদি সেটা সম্ভব না হয়?'

'নতুন কিছু চিন্তা করব। চলুন, রওনা হয়ে যাই।'

ভুরু কুঁচকে আসিফের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হেণ্ডারসন। তারপর হেসে ফেলল। 'নাহ্, আপনার সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। পেশায় বিজ্ঞানী হলেও বিপদ মোকাবেলায় আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনার তুলনা হয় না। অন্যের বুকে সাহস জাগাতে জানেন।'

'দয়া করে এত প্রশংসা করবেন না,' আসিফ বলল। 'শেষে দেখা যাবে কিছুই করতে পারিনি, মরার সময় গালি খাবো সবার।'

'আমার কেন যেন তা মনে হচ্ছে না,' জয়েস সুর মেলাল হেণ্ডারসনের সঙ্গে।

গাড়িতে চড়ে বসল সবাই। স্টার্ট দিয়ে মুখ ঘোরাল আসিফ। একটু পর রাস্তার জাংশানে পৌঁছে সাবমেরিন পেনের দিকে এগোতে শুরু করল। পরিত্যক্ত গির্জার সামনে পৌঁছে থামল ও। গাড়িটা ভাঙা বিল্ডিঙের আড়ালে লুকিয়ে সবাইকে নামতে বলল। তারপর আড়াল থেকে উঁকি দিল লক্ষ্যের দিকে।

গ্যারিসনের সীমানা ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ভাল করে জায়গাটা দেখে নিল আসিফ। ক্লিফের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিং, একটা অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে ইনলেটের উপরে। সেখান থেকে একটা লোহার মই নেমে গেছে নীচে। কোনও প্রহরী নেই বাইরে, বিল্ডিঙের ভিতর থেকে আবছাভাবে ভেসে আসছে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ। ল্যাব কম্পাউণ্ডের মত এখানকার অধিবাসীরাও নিশ্চিন্তে ফুর্তি করছে। সহকর্মীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা

এখনও জানে না।

'ভালই হয়েছে, বাধা দেয়ার কেউ নেই,' বলল আসিফ। 'নিশ্চিন্তে এগোনো যেতে পারে।'

'চলো, আমিও যাবো,' বলল তানিয়া।

'তোমার যাবার দরকার কী? এখানেই থাকো...'

'উঁহুঁ, আর অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি। তোমাকে একা পাঠালে দুশ্চিন্তায় জান খারাপ হয়ে যায়। তারচেয়ে সঙ্গে যাওয়া ভাল। সমস্যা দেখা দিলে সাহায্য করতে পারব।'

স্ত্রী-র স্বভাব জানে আসিফ, একবার যখন যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছুতেই তা বদলানো যাবে না। তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু কোনও শব্দ কোরো না।'

একছুটে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের তলায় পৌঁছুল রেজা দম্পতি। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কেউ ওদেরকে দেখতে পেয়েছে কি না, সেটা বোঝার জন্য। তবে তেমন কোনও আলামত পাওয়া গেল না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সঙ্কেত বিনিময় করল দুজনে, তারপর মই বেয়ে নামতে শুরু করল।

একেবারে পানির কাছাকাছি পর্যন্ত নেমে গেছে মই। শেষ মাথায় রয়েছে একটা ক্যাটওয়াক। ওটায় নামল আসিফ-তানিয়া। ক্যাটওয়াক ধরে কয়েক কদম এগোতে সাবমেরিন পেনে ঢোকার দরজা পেল, তালা দেয়া নেই। সাবধানে হাতল ঘোরাল আসিফ, পাল্লা আর চৌকাঠের মধ্যকার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল পেনের ভিতর। মৃদু আলোয় বিকট এক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সবমেরিনটা। কিন্তু কোনও মানুষ নেই ধারেকাছে।

সন্তুষ্ট হয়ে তানিয়াকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল আসিফ। গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে এল সাবমেরিনের পিঠে। এন্ট্রি-হ্যাচ খুঁজে পাওয়া গেল সহজে, সেটা গলে যান্ত্রিক দানবের পেটে প্রবেশ করল দুজনে।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে হাঁটতে শুরু করল। একটু পর খুঁজে বের করল কমিউনিকেশন রুম।

তাড়াতাড়ি রেডিওফোনের পাওয়ার অন্ করল আসিফ। তানিয়া দরজায় পাহারায় থাকল, আর ও ডায়াল করল নুমা হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে। কয়েক মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাটল, রিসিভারে কোনও আওয়াজ নেই। তারপর ভেসে এল রিংটোন।

'ন্যাশনাল আণ্ডার... মেরিন এজেন্সি,' ওপাশ থেকে দুর্বলভাবে শোনা গেল মেয়েলি কণ্ঠ। রিসেপশন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

'মি. রেডক্লিফকে কানেকশন দিন, প্লিজ। আমি ড. আসিফ রেজা বলছি।'

'একটু ধরুন।'

মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হলো, কিন্তু সেটাই আসিফ আর তানিয়ার কাছে কয়েক যুগের মত মনে হলো। অস্থিরতা অনুভব করছে দু'জনেই। কিছুক্ষণ খুটখাট হওয়ার পর রিসিভারে ভেসে এল নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরের কণ্ঠ।

'আসিফ! ইজ দ্যাট ইউ? গড, কী দুশ্চিন্তাই না করছি... কী অবস্থা তোমাদের?'

'আমরা ভাল আছি, মি. রেডক্লিফ। কাজের কথায় আসি। আলভিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমাদেরকে বন্দি করে আনা হয়েছে একটা দ্বীপে। জায়গাটা স্কটিশ কিংবা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান উপকূলে হবার জোরালো সম্ভাবনা আছে। আরও সাতজন বিজ্ঞানী বন্দি আছেন আমার আর তানিয়ার সঙ্গে। বিচ্ছিরি একটা গবেষণা করানো হচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে। পালিয়েছি আমরা, কিন্তু বেশিক্ষণ মুক্ত থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি আমাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।'

'তোমার কথা ভেঙে যাচ্ছে, আসিফ... যদ্দূর বুঝেছি, দ্বীপের সঠিক লোকেশন জানা নেই তোমাদের, রাইট?'

'ঠিক শুনেছেন।'

'রিল্যাক্স, আমরা লোকেশন বের করার চেষ্টা করছি। রানা আর মুরল্যাণ্ড গেছে স্কটিশ উপকূলে। কতদূর এগিয়েছে তা বলতে পারব না। তোমরা একটু ধৈর্য ধরো।'

'ধৈর্য ধরার উপায় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

'রেডিওতে থাকতে পারবে কিছুক্ষণ?'

'না, ধরা পড়ে যাব। আমাদেরকে এখুনি সরে পড়তে হবে।'

'তা হলে রেডিওটা অন্ রেখে যাও। আমরা সিগনাল ট্র্যাক করে তোমাদের লোকেশন বের করব।'

চাপা গলায় তানিয়ার ডাক শুনতে পেল আসিফ। কে যেন আসছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল রিসিভার, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে একটা কেবিনেটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর কমিউনিকেশন রুমের দরজা খুলে গেল। মোটাসোটা শরীরের একজন গার্ড এসে ঢুকল ভিতরে। টহল দিতে এসেছে। রেডিওফোনের আলো জ্বলতে দেখে সন্দেহ ঘনাল তার চোখে। এগিয়ে গেল যন্ত্রটার দিকে।

প্রমাদ গুনল আসিফ। সব ফাঁস হয়ে যেতে বসেছে। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করল না। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিল গার্ড। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘুসি হাঁকল। প্রচণ্ড আঘাতে চোখেমুখে অন্ধকার দেখল আসিফ, কিন্তু হাল ছাড়ল না। লাফ দিয়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল, চেষ্টা করল ল্যাং মেরে ফেলে দিতে।

কিন্তু দশাসই গার্ডের গায়ে হাতির জোর। একচুল নড়ল না, বরং আসিফকেই তুলে ফেলল শূন্যে। আছাড় মারল মেঝেতে। হুঁক করে বুক থেকে দম বেরিয়ে গেল আসিফের। শোয়া

অবস্থায় দেখল, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেছে গার্ড, তাক করছে ওর দিকে।

পরমুহূর্তে ঠং করে একটা শব্দ হলো। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল গার্ডের। সেইসঙ্গে দড়াম করে সে-ও পড়ে গেল মেঝেতে। এতক্ষণে তানিয়াকে দেখতে পেল আসিফ। হাতে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—খুলে নিয়েছে বাল্কহেডের ব্র্যাকেট থেকে। ওটা দিয়ে গার্ডের মাথায় আঘাত করেছে ও।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল আসিফ। বলল, 'দারুণ দেখিয়েছ! আরেকটু হলেই অক্কা পেতাম।'

'বেশি লেগেছে তোমার?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল তানিয়া।

'সিরিয়াস কিছু না। চলো, আর কেউ এসে পড়ার আগে ভাগি।'

'ওকে এভাবে ফেলে যাবে? জ্ঞান ফেরার পর তো সব ফাঁস করে দেবে!'

'হুম! এসো, তা হলে বেঁধে ফেলি ওকে।'

খুঁজে-পেতে একটা দড়ি নিয়ে এল তানিয়া। সেটা দিয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো গার্ডের, মুখেও গোঁজা হলো কাপড়। তারপর লোকটাকে সাবমেরিনের একটা খালি কেবিনে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওরা। ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল।

মি. রেডক্লিফের সঙ্গে আরেক দফা কথা বলে নিল আসিফ। তারপর রেডিওফোন অন্ রেখে দুজনে বেরিয়ে এল সাবমেরিন থেকে। এবার আগের চেয়েও সাবধানে এগোল ওরা। পেন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠল, তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল পরিত্যক্ত গির্জার কাছে।

'ড. হেণ্ডারসন! কোথায় আপনারা?' গাড়ির কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকল আসিফ।

আর তখুনি একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল চারপাশ থেকে। আলোকরশ্মির মাঝে নিজেদেরকে নাঙ্গা বলে মনে হলো আসিফ-তানিয়ার, কোথাও মুখ লুকাবার উপায় নেই। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই অস্ত্রধারী একদল সৈনিক ঘিরে ফেলল ওদেরকে। বন্দি করল।

বন্দুকের নলের নির্দয় খোঁচা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হলো রেজা দম্পতিকে, নিয়ে যাওয়া হলো গির্জার ভিতরে। ওখানে বাকি বিজ্ঞানীদের দেখা মিলল। পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে সবাইকে, বসিয়ে রাখা হয়েছে নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। সবার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ।

গির্জার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যদলের নেতা। আসিফ আর তানিয়াকে উদয় হতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'যথেষ্ট খেল্ দেখিয়েছ তোমরা,' কঠিন গলায় বলল সে। 'এবার সেটার সমাপ্তি টানব আমি।'

হাতের মেশিন-পিস্তল তাক করল লোকটা বিজ্ঞানী দম্পতির দিকে।

সাগর পারের আধমরা এক গাছের ডালে বসে আছে নিঃসঙ্গ এক পেঁচা। কান খাড়া করে শুনছে ঘাসের আড়ালে হুটোপুটি করতে থাকা ইঁদুরের আওয়াজ। বড় বড় চোখ আঠার মত সেঁটে আছে ওদিকে শিকার পাবার আশায়। একটু পর ঘাসের ভিতর থেকে শরীরের একাংশ বের করল একটা ইঁদুর, ওটার উপর হামলা চালাতে গিয়ে থমকে গেল পেঁচা। সাগরের পানি ভেদ করে উঠে আসছে একটা কালো ছায়ামূর্তি। ইঁদুরটাও দেখতে পেয়েছে, ভয় পেয়ে মুখ লুকাল ঘাসের ভিতর। পেঁচা হারাল তার রাতের

খাবার। বিরক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল দ্বীপের ভিতরদিকে। নতুন কোনও শিকার খুঁজবে।

প্রথম ছায়ামূর্তির পিছু পিছু দ্বিতীয় আরেকটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো কয়েক মিনিট পরে। ভেজা বালির উপর দিয়ে থপ থপ করে এগোল দুজনে। গাছগাছালির কাছে এসে থামল। এরপর মুখ থেকে ফেসমাস্ক সরাল মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ড। পা থেকে ফিন খুলল ওরা, পিঠ থেকে এয়ারট্যাঙ্ক নামাল, ওয়েটসুট ছাড়ল; তারপর যার যার ওঅটরপ্রুফ প্যাক থেকে বের করে আনল নাইন মিলিমিটার *সিগ-সাওয়ার* পিস্তল আর অ্যামিউনিশন।

চমৎকার কাজ দিয়েছে রানার প্ল্যান। টহলদার গার্ড আর এ.ইউ.ভি.-র চোখের সামনে পুরনো ক্রিলারটা ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা, নিজেরা ডুবুরির পোশাক পরে লুকিয়ে ছিল ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের ভিতর। বোটটা সাগরের তলায় গিয়ে স্থির হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থেকেছে ওরা। প্যাট্রোল বোট আর এ.ইউ.ভি. চলে যাবার পর সাঁতার কেটে চলে এসেছে দ্বীপে। বোট ডুবে যাবার পর কেউ যে এভাবে আসতে পারে, তা ভাবেইনি দ্বীপের সিকিউরিটি। ওদের উপস্থিতি বোঝার কোনও উপায় ছিল না তাদের।

কবজিতে বাঁধা ঘড়ির ডায়ালে নজর বোলাল রানা। ভোরের আলো ফোটার আগে চারঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। মুরল্যাণ্ডকে ইশারা দিল ও। তারপর দু'জনে সৈকতের কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই নুড়ি বিছানো রাস্তায় উঠে এল ওরা। প্যাক থেকে একটা মিনি-কম্পিউটার বের করল রানা, ওটার পর্দায় দেখে নিল দ্বীপের স্যাটেলাইট ইমেজ।

'এই রাস্তা ধরে এগোলেই মেইন কম্পাউণ্ডে পৌঁছুতে পারব আমরা,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'ওখানে ঢুকবে কীভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড। 'নিশ্চয়ই ভাবছ না, দরজা খুলে আমাদেরকে স্বাগত জানাবে ওরা?'

'অভদ্রতা দেখালে কী আর করা?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমাদেরকেও একটু অভদ্র হতে হবে।'

'আমি তো তা-ই চাই,' দাঁত বের করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'চলো ভায়া, আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।'

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

বারো

সৈন্যদলের নেতার চেহারা ছুঁচোর মত। হাসলে আরও জঘন্য দেখায়। অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণে সে বলল, 'আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মেইট!'

'কীভাবে জানলে, আমরা এখানে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

হাসল লোকটা। 'পুরো দ্বীপেই যে সার্ভেইলান্স ক্যামেরা বসানো আছে, তা বোধহয় জানা নেই তোমাদের। মদ খাওয়ায় ব্যস্ত না থাকলে আমার লোকজন আরও আগেই স্পট করতে পারত তোমাদেরকে। যা হোক, বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'মনে হচ্ছে তোমাদের পার্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলেছি। দুঃখিত।'

'শুধু মানসিক দুঃখ না, আরও অনেক ব্যথাও পাবে তোমরা। তার আগে বলো, কর্নেল ভেগার গাড়ি কোথায় পেয়েছ। তোমার বন্ধুরা মুখে কুলুপ এঁটেছে। কিছুই বলছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। 'কর্নেল গাড়িটা ব্যবহার করছিলেন না, তাই ভাবলাম একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

ওর পাশে দাঁড়ানো সৈনিককে চোখের ইশারা করল ছুঁচোমুখো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত হানল আসিফের তলপেটে। কেশে উঠল আসিফ, বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল মাটিতে। বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে দেয়া হলো না, কলার ধরে টেনে আবার দাঁড় করানো হলো ওকে।

'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা পছন্দ করি না আমি,' বলল ছুঁচোমুখো। 'ঠিকঠাক জবাব দাও আমার প্রশ্নের, নইলে পস্তাবে।'

'লাথি-গুঁতো দিলেই গান গাইব বলে ভাবছ নাকি?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আসিফ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ওকে যাচাই করল ছুঁচোমুখো। তারপর হাতের মেশিন-পিস্তল ঘোরাল তানিয়ার দিকে। বলল, 'না, লাথি-গুঁতো আর দেব না। এই মেয়েটাকে গুলি করব।'

'রিল্যাক্স,' শান্ত গলায় বলল আসিফ। 'খুনখারাপিতে জড়াবার মত পরিস্থিতি দেখা দেয়নি এখনও। কী জানতে চাও?'

'গাড়িটা কোথায় পেয়েছ?'

'কর্নেল ভেগা মারা গেছে, গাড়ি নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

'মারা গেছে!' চমকে উঠল সৈন্যদলের নেতা। 'কর্নেল ভেগা মারা গেছে? কীভাবে?'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' আসিফ বলল। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি নিজ চোখে দেখো।'

ইতস্তত করল ছুঁচোমুখো। চোখের মণিতে সন্দেহের ছাপ ফুটতে শুরু করেছে। মেশিন-পিস্তল আসিফের বুকে তাক করে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব এঁটেছ, বলে ফেলো তো!'

'কোনও বিশেষ মতলব নেই আমাদের,' আসিফ নির্বিকার। 'চারদিকে তাকিয়ে দেখো। তোমাদের কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা কি আছে আমাদের?'

'তা অবশ্য নেই,' খুশি খুশি গলায় বলল ছুঁচোমুখো। 'ঠিক আছে, চলো ল্যাব-কম্পাউণ্ডে। কী ঘটেছে ওখানে, সেটা দেখে আসি।'

মার্চ করিয়ে বন্দিদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো গির্জার বাইরে। মার্সিডিজে ওঠানো হলো আসিফ-তানিয়াকে, বাকিরা উঠল সৈন্যদলের পিকআপে। আসিফকে ড্রাইভ করতে বলল ছুঁচোমুখো।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আসিফ বলল, 'আমাদেরকে তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? গবেষণা শেষ হয়েছে, পুরো প্রজেক্টই সফল হয়েছে। খামোকা আমাদেরকে খুন করার দরকার কী?'

'সেটার জবাব আমাদের বস দিতে পারবে,' বলল ছুঁচোমুখো। 'এখন মুখ বন্ধ রেখে ড্রাইভ করো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল আসিফ, গাড়িকে নামিয়ে আনল রাস্তায়। চলতে শুরু করল ল্যাব কম্পাউণ্ডের উদ্দেশে। পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভাঙা গেট পেরিয়ে থামল মার্সিডিজ আর পিকআপ। বন্দিদের নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সৈন্যরা। সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র, বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি।

অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করছে কম্পাউণ্ডে। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও। রাতের পাখি ডাকছে না, আওয়াজ করছে না একটা ঝিঁঝি পোকাও। বিস্মিত হয়ে আসিফ লক্ষ করল, কর্নেল ভেগার লাশটা নেই গেটের কাছে। সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ভয়ানক এক হত্যাযজ্ঞ যে ঘটে গেছে, সেটা বোঝার উপায় নেই। মিউট্যাণ্টদের মাংসাশী স্বভাবের কথা মনে পড়ল ওর।

লাশগুলো কি ওরা খাওয়ার জন্য নিয়ে গেছে? তেমন সম্ভাবনাই বেশি।

ভাঙাচোরা গেট আর গার্ডহাউস দেখল সৈন্যদের অস্ট্রেলীয় নেতা। নজর বোলাল চারপাশে। তারপর মুখোমুখি হলো আসিফের।

'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস? এখানকার লোকজন সব কোথায়?'

সরাসরি জবাব দিল না আসিফ। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এখানে কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল, জানো?'

'হ্যাঁ। জীবাণু নিয়ে। সাগরের তলা থেকে পাওয়া অর্গানিজম থেকে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন বানানো হচ্ছিল এখানে। তেমনটাই বলা হয়েছে আমাদেরকে। এখানে কখনও ঢুকতে দেয়া হতো না আমাদেরকে। জীবাণু সংক্রমণের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

হেসে উঠল আসিফ।

'হাসছ কেন?' গরম গলায় জানতে চাইল ছুঁচোমুখো।

'তোমাদের অজ্ঞতা দেখে,' আসিফ বলল। 'তোমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। এখানে জীবাণু না, এনযাইম নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল।'

'সেটা আবার কী?'

'ফিলোসফার'স্ স্টোনের কথা শুনেছ?'

আসিফের পাঁজরে মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল ঠেকাল সৈন্যনেতা। 'বন্দুকের নল-ই আমার ফিলোসফি।'

নির্বিকার রইল আসিফ। বলল, 'আমি পরশ পাথরের কথা বলছি। ওটার সাহায্যে যে-কোনও ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়।'

'ওটা তো মিথ!'

'মিথ? তোমার ধারণা একটা মিথের পিছনে এত টাকা ঢেলেছে তোমার বসেরা? চারপাশে তাকাও, মরীচিকার পিছনে এভাবে তাড়া করে কেউ?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল ছুঁচোমুখো। ভাবছে। শেষে বলল, 'তোমাদের গবেষণা সফল হয়েছে বলে শুনেছি। তা হলে সোনা কোথায়?'

'গুদামে রাখা হয়েছে। এসো দেখাচ্ছি। হয়তো আমাদেরকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখবে তুমি।'

'আগে সোনা, তারপর অন্য কথা, মেইট!'

আসিফ জানে, ফোর্ট নক্সের সমস্ত সোনা দিয়েও ওদের ভাগ্য বদলানো যাবে না। তাই বেপরোয়া একটা পরিকল্পনা এঁটেছে ও। গাড়িতে উঠে বসল, ড্রাইভ করে সোজা চলে গেল মিউট্যান্টদের আবাসস্থলের সামনে।

'এসে গেছি,' ইঞ্জিন বন্ধ করে মার্সিডিজ থেকে নামল আসিফ।

পিকআপও এসেছে ওর পিছু পিছু। বন্দিদেরকে নামিয়ে একসারিতে দাঁড় করানো হলো, দু'জন সৈনিক ওদেরকে পাহারা দেবে। অন্যেরা দলনেতার সঙ্গে বিল্ডিঙে ঢুকবে। আসিফ পথ দেখাবে ওদেরকে। তানিয়াকে বাকি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল ছুঁচোমুখো।

'ইটস্ ওকে,' অভয় দেয়ার সুরে বলল আসিফ। 'যাও।'

'কী করতে চাইছ তুমি?' বাংলায় জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'খুলে বলার সময় নেই। গোলমাল দেখা দিলে দুই পাহারাদারকে সামলাতে হবে তোমাদের। পারবে?'

'মার্শাল আর্ট জানি আমি, সঙ্গে আরও আটজন আছে। আশা করি পারব।'

'ভাল। যাও এখন। আমি খুব শীঘ্রি ফিরব।' ছুঁচোমুখোর

দিকে ফিরল আসিফ। 'আমি রেডি।'

'পথ দেখাও।' খেঁকিয়ে উঠল অস্ট্রেলীয় লোকটা।

তানিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিল্ডিঙের দিকে এগোল আসিফ। অস্ত্র হাতে ওকে অনুসরণ করল সৈন্যরা। কাছাকাছি যেতেই খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল উৎকট দুর্গন্ধ।

'কীসের গন্ধ?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল এক সৈনিক।

'সোনার,' খুশি খুশি গলায় বলল আসিফ। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

রীতিমত জুয়া খেলছে ও। মিউট্যান্টদেরকে অন্যান্য বুনো পশুর কাতারে ফেলে ওদের আচরণ আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। বন্য প্রাণীরা শিকার শেষে নিজ আবাসে ফিরে যায়। আর মিউট্যান্টদের জন্য এখানকার খাঁচাগুলোই ঘরবাড়ি। আশপাশে ওদেরকে দেখতে না পেয়ে আসিফ ধারণা করছে, শিকার করা খাবার নিয়ে ওরা এখানে ফিরে এসেছে। উৎকট গন্ধ প্রমাণ করছে, ভুল ভাবেনি ও।

অন্ধকার বিল্ডিঙের ভিতর ঢুকে পড়ল দলটা। ভিতরে ভয় জাগানো নানা রকম শব্দ হচ্ছে। ছেঁড়া হচ্ছে ভেজা মাংস, হাড় ভেঙে অস্থিমজ্জা চুষে খাওয়া হচ্ছে। শুনলেই হাত-পা জমে আসে। চকিতের জন্য অন্ধকারে লাল চোখের সারি জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল।

'ক্... কী ওগুলো?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল এক সৈনিক।

দেয়ালে লাগানো সুইচবোর্ড খুঁজে বের করল আসিফ, জ্বেলে দিল ভিতরের সবক'টা বাতি। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠল এক নারকীয় দৃশ্য।

আসিফের অনুমান সঠিক। খাঁচায় ফিরে এসেছে সবক'টা মিউট্যান্ট। তাদের সামনে স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে কম্পাউণ্ডের হতভাগ্য গার্ডদের লাশ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা

হচ্ছে লাশগুলোকে, খাওয়া হচ্ছে রাক্ষসের মত। মিউট্যান্টদের হাত-মুখ তাজা রক্তে রঞ্জিত।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কয়েকজন সৈনিক। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া থামিয়ে মাথা ঘোরাল সবক'টা মিউট্যান্ট। টকটকে লাল চোখে তাকাচ্ছে নবাগতদের দিকে।

'হোয়াট দ্য...' বিড়বিড় করল ছুঁচোমুখো। পরমুহূর্তে আসিফের দিকে ঝট্ করে ফিরল। 'তুমি মরবে এবার!'

একহাতে আসিফের গলা চেপে ধরল লোকটা, ধাক্কা দিয়ে ঠেসে ধরল দেয়ালের উপর, পেটে ঠেকাল মেশিন-পিস্তলের নল।

'বস!' পিছন থেকে ফিসফিসাল এক সৈনিক।

'চুপ!' খেঁকিয়ে উঠল ছুঁচোমুখো। 'এ-ব্যাটাকে এখুনি খতম করব আমি।'

'বস!' আবার বলল সৈনিক। 'এদিকে তাকান।'

ঘাড় ফিরিয়ে চমকে উঠল ছুঁচোমুখো। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে মিউট্যান্টরা। সৈনিকদের ইউনিফর্ম আর অস্ত্র দেখে খেপে উঠেছে, হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

'গেট ব্যাক,' চাপা গলায় নির্দেশ দিল সে। 'গেট ব্যাক এভরিবডি!'

পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল সৈনিকরা। একই তালে মিউট্যান্টরাও এগোচ্ছে। এক সৈনিক ধৈর্য হারিয়ে উল্টো ঘুরল, দৌড়াতে শুরু করল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র গর্জন করে উঠল মিউট্যান্টরা। ঝাঁপ দিল সৈনিকদের লক্ষ্য করে।

'ফায়ার!' চেঁচাল ছুঁচোমুখো।

অটোমেটিক ওয়েপনের গুলিবর্ষণ আর জান্তব চিৎকারে ছেয়ে গেল বিল্ডিঙের অভ্যন্তর। সামনে থাকা অনেকগুলো মিউট্যান্ট খতম হয়ে গেল, কিন্তু তাতে হামলা বন্ধ হলো না। মৃতদের

ডিঙিয়ে ছুটে এল বাকিরা, ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকদের উপর। সবার আগে ঘায়েল হলো অস্ট্রেলীয় দলনেতা। খালি হাতে তার টুঁটি ছিঁড়ে নিল এক মিউট্যান্ট। হাতাহাতি লড়াইয়ে সৈনিকদের অস্ত্র অচল হয়ে পড়ল। কমে গেল গোলাগুলির আওয়াজ, তার বদলে শুধু ভাসতে থাকল আর্তচিৎকার আর মানুষের হাড্ডি-মাংস চুরমার হবার আওয়াজ।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিস্ফারিত চোখে হত্যাযজ্ঞ দেখছে আসিফ। হঠাৎ ওর উপর চোখ পড়ল এক মিউট্যান্টের। হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে এল প্রাণীটা, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। কৌতূহলী চোখে দেখতে শুরু করল ওকে। এই প্রথম কোনও মিউট্যান্টের চেহারায় মনুষ্যত্বের ছাপ দেখতে পেল আসিফ। ওর গায়ে ইউনিফর্ম নেই, হাতেও নেই কোনও অস্ত্র—ব্যাপারটা লক্ষ করে হঠাৎ মত পাল্টাল মিউট্যান্ট, উল্টো ঘুরে সৈনিকদের উপর ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্বস্তি পেল না আসিফ। একটা মিউট্যান্ট ওকে ছেড়ে দিয়েছে মানে এই নয় যে, বাকিরাও একই আচরণ করবে। আদিম প্রবৃত্তি কাজ করছে ওদের ভিতরে। সৈনিকদের খতম করা হলে নতুন শিকার খুঁজবে। খোলা দরজা লক্ষ্য করে ছুটল ও।

বাইরে ততক্ষণে দুই সৈনিক ঘায়েল হয়েছে। ভিতরে গোলাগুলি শুনে চমকে গিয়েছিল ওরা, সেই সুযোগে বিজ্ঞানীরা আক্রমণ করেছে ওদেরকে। মার্শাল আর্টের কয়েক মুভমেন্টে একজনকে শুইয়ে দিয়েছে তানিয়া, ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, লোকটা প্রতিরোধ করার সময় পায়নি। দ্বিতীয় গার্ডকে বিজ্ঞানীরা স্রেফ সংখ্যার জোরে পরাজিত করেছে। গণপিটুনির মত মার খেয়ে ভূপাতিত হয়েছে সে-ও।

বিল্ডিঙের ভিতর থেকে আসিফ যখন ছিটকে বেরুল, তখন বিজ্ঞানীরা পিকআপে উঠে বসেছে। তানিয়া হাতছানি দিয়ে

ডাকল ওকে। 'আসিফ! এদিকে!!'

লাফ দিয়ে পিকআপে উঠল আসিফ, আর তখুনি দরজা ঠেলে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলো মিউট্যান্ট। পিকআপে বসা মানুষগুলোকে দেখতে পেয়ে গর্জন করে উঠল।

'মুভ, তানিয়া! মুভ!!' চেঁচাল আসিফ।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল তানিয়া, গিয়ার দিয়ে সবেগে সামনে বাড়াল পিকআপ। পিছন পিছন ধাওয়া করে এল মিউট্যান্টরা। ওদের গতি দেখে চমকে উঠল আসিফ—প্রায় গাড়ির মত দ্রুত ছুটছে! নিশ্চয়ই এনযাইমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষমতা পেয়েছে ওরা।

পিকআপের পিছন থেকে বিজ্ঞানীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল। হেণ্ডারসন বলল, 'ফর গডস্ সেক, ড. তানিয়া! জোরে চালান! যত জোরে পারেন!!'

পাগলের মত কম্পাউণ্ডের সীমানা অতিক্রম করল পিকআপ। আর তার পর পরই আচমকা ব্রেক কষল তানিয়া। রাস্তার ঠিক মাঝখানে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছায়ামূর্তি! স্কিড করে ওদের ছ'ইঞ্চি তফাতে থামল গাড়ি।

'হাই!' শোনা গেল হাসিখুশি কণ্ঠ। 'একটা লিফট পাওয়া যাবে?'

'ববি! রানা!!' দুই আগন্তুককে চিনতে পেরে চমকে উঠল আসিফ। 'তোমরা কোত্থেকে?'

'লম্বা কাহিনি,' ড্রাইভিং ক্যাবের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'তোদের এ-অবস্থা কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে ভূতে তাড়া করেছে।'

'ভূত না, পিশাচ! পিছনে তাকা।'

হিংস্র গর্জন ভেসে এল দূর থেকে। অস্বাভাবিক দ্রুততায় এগিয়ে আসতে থাকা অনেকগুলো ছায়াকে দেখতে পেল রানা

আর মুরল্যাণ্ড।

'আঁই!' আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'কী ওগুলো?'

'মিউট্যাণ্ট,' বলল তানিয়া। 'জলদি ওঠো গাড়িতে। ওরা নাগাল পাবার আগেই পালাতে হবে আমাদেরকে।'

'সরো সুন্দরী,' ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে ড্রাইভ করতে দাও।'

তানিয়াকে কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল স্টিয়ারিঙের পিছনে। লাফ দিয়ে রানা চড়ল পিকআপের পিছনে।

'কেমন আছেন আপনারা?' জড়োসড়ো হয়ে থাকা বিজ্ঞানীদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও।

গিয়ার দিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল মুরল্যাণ্ড। চাকায় কর্কশ শব্দ তুলে আবার আগে বাড়ল পিকআপ। ততক্ষণে বেশ কাছে চলে এসেছে মিউট্যাণ্টরা। লোমশ দেহ আর রক্তলাল চোখ দেখতে পেল রানা।

'ববি! স্পিড বাড়াও!' চেঁচাল ও। 'ব্যাটারা কাছে চলে এসেছে!'

'বাড়াচ্ছি, তবে ছিটকে পড়ে যেয়ো না।' সতর্ক করল মুরল্যাণ্ড।

পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেতে শুরু করল পিকআপ। অমসৃণ রাস্তায় রীতিমত লাফঝাঁপ দিচ্ছে গাড়িটা। একে অন্যের উপর আছড়ে পড়ল আরোহীরা, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে গেল। আতঙ্ক আর ব্যথায় চেঁচাতে শুরু করল সবাই।

প্রতিযোগিতায় ভয়ানক প্রাণীগুলোকে হারানো গেল না। পিকআপের দেখাদেখি গতি বাড়িয়েছে ওরাও, কাছাকাছি এসে লাফ দিল ধাবমান বাহনটার গায়ে। নির্বিকার ভঙ্গিতে *সিগ-সাওয়ার* তুলে গুলি করল রানা। নাইন মিলিমিটার বুলেটের

আঘাতে ছিটকে পড়ে গেল কয়েকটা প্রাণী। বাকিগুলো ইতস্তত করে পিছিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর নতুন বিপদ দেখা দিল। তীক্ষ্ণ বাঁকটার কাছে গতি কমাতে বাধ্য হলো মুরল্যাণ্ড, সাবধানে মোড় ঘুরল। কিন্তু রাস্তা ধরে এগোল না ধাওয়ারত মিউট্যান্টরা, আড়াআড়ি ভাবে পেরিয়ে এল মোড়ের জায়গাটা, ফলে পিকআপের আগেই রাস্তার সামনের অংশে পৌঁছে গেল। পথ আটকে দাঁড়াল। হেডলাইটের আলোয় লোমশ দেহের জঙ্গল দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠল তানিয়া।

'ববি!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'সামনে ব্যারিকেড!'

'ব্যারিকেডের নিকুচি করি!' রাগী গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'পিছনের তোমরা শক্ত হয়ে বসো!'

জটলা করে থাকা মিউট্যান্টদের উপর নির্মম ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিকআপ। বাম্পারের ধাক্কায় উড়ে গেল কয়েকটা প্রাণী, চাকার তলায়ও পড়ল কয়েকটা। আহত-নিহতদের আর্তনাদ, সেই সঙ্গে জীবিতদের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ভরে উঠল চারপাশ। অ্যাকসেলারেটরের উপর থেকে চাপ কমাল না মুরল্যাণ্ড। আড়চোখে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে যেতে দেখল মিউট্যান্টদের... যারা পারছে না, তারা সোজা চলে যাচ্ছে চাকার তলায়। ভারী দেহগুলো মাড়াতে গিয়ে রীতিমত লাফাচ্ছে বাহনটা, ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে চলেছে। সাইডভিউ মিররে তাকাতেই দেখা গেল, পিছন থেকে লাফ দিয়ে পিকআপের গায়ে উঠে পড়েছে বেশ কয়েকটা পিশাচ—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আমচকা ধড়াম করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠল মুরল্যাণ্ড। পিকআপের ছাদ থেকে বিশাল এক মিউট্যান্ট লাফ দিয়ে নেমেছে বনেটের উপর, ঘুসি দিয়ে উইণ্ডশিল্ড ভাঙতে চাইছে। ছোঁ মেরে কোমর থেকে নিজের

সিগ-সাওয়ার বের করল ও, ট্রিগার চেপে ওটার কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল। আর্তনাদ করে বনেট থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল প্রাণীটা। আরেকটা মিউট্যান্ট উদয় হলো ড্রাইভারের পাশের জানালায়, গুলি করে ওটাকেও ফেলে দিল মুরল্যাণ্ড।

পিছনে রানাও লড়াই করে চলেছে। একের পর গুলি ছুঁড়ে ধরাশায়ী করছে হিংস্র প্রাণীগুলোকে। একটা মিউট্যান্ট উঠে পড়ল পিকআপের পিছনে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। ঠেকাতে পারল না রানা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝের উপর। ওর গায়ে চেপে বসল প্রাণীটা, হাঁ করে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলার প্রয়াস চালাল। ওটার গলা চেপে ধরল রানা, ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করল মুখটা গলার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে। ওর প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হলো না, প্রাণীটার শরীরে ভয়ানক শক্তি, ধীরে ধীরে হাঁ করা মুখটা নেমে আসছে নীচে। তীব্র দুর্গন্ধে দম আটকে এল রানার। উপায়ান্তর না দেখে হাঁটু ভাঁজ করল ও, সজোরে আঘাত হানল মিউট্যান্টের উরুসন্ধিতে।

কাজ হলো আঘাতে। জেনেটিক পরিবর্তন ঘটলেও প্রাণীটার জননাঙ্গ আগের জায়গাতেই রয়েছে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, সরে গেল রানার উপর থেকে। পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল রানা, কিন্তু খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার। অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে, রিলোড করার সময় নেই। শোয়া অবস্থাতেই জন্তুটার বুকে লাথি মারল ও, একই সময়ে বড় একটা ঝাঁকি খেল গাড়ি। তাল হারিয়ে উল্টেপাল্টে পড়ে গেল মিউট্যান্ট পিকআপ থেকে।

মিউট্যান্টদের ব্যারিকেড পেরিয়ে এসেছে পিকআপ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে খোলা রাস্তা ধরে। মুরল্যাণ্ড বলল, 'একটা প্ল্যান দরকার, রানা। এভাবে ছোটাছুটি করে বেশিক্ষণ পার পাওয়া যাবে না।'

'আমার মগজ থেমে নেই, ববি,' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে জবাব দিল রানা।

'কী বলছ এসব?' বিস্ময় ফুটল আসিফের কণ্ঠে। 'কোনও রকম প্ল্যান ছাড়া এখানে এসেছ তোমরা?'

'অনেকটা তা-ই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আশাবাদী লোক আমরা, ভেবেছিলাম দ্বীপে ঢুকতে পারলে বেরুনোর একটা উপায়ও পেয়ে যাব।'

'ফাজলামি কোরো না, ববি। কীভাবে এসেছ তোমরা?'

'সাঁতার কেটে।'

'কী!'

'একটা বোট ছিল, তবে ওটা ডুবিয়ে দিতে হয়েছে।'

'তা হলে আমরা যাব কীভাবে?'

ড্রাইভিং ক্যাবের রিয়ার উইণ্ডোতে উদয় হলো রানার মুখ। ও বলল, 'আমি এখানকার প্যাট্রোল বোট নিয়ে ভাবছি। ওটা দখল করলে কেমন হয়?'

'মনের মত একটা কথা বলেছ, দোস্ত,' হাসল মুরল্যাণ্ড।

'ওটার কথা আমরাও ভেবেছিলাম,' আসিফ বলল। 'কিন্তু পিয়ারে নেই ওটা, টহলে গেছে।'

'গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে,' শুধরে দিল রানা। 'আমি আর ববি ওটাকে তীরে ফিরতে দেখেছি।'

'কিন্তু গোলাগুলির শব্দে গার্ডরা এখন সতর্ক হয়ে গেছে। বোট চুরি করা সহজ হবে না।'

'চুরি শব্দটা একবারও উচ্চারণ করিনি। আমি হাইজ্যাক করার কথা ভাবছিলাম।'

'আহ্, তুমি তো আমাকে পাগল করে দিচ্ছ হে!' খুশি খুশি গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'কতদিন বোট হাইজ্যাক করি না! আমার আর তর সইছে না!'

'তোমরা দু'জনই পাগল!' বিরক্ত গলায় বলল তানিয়া। 'কীভাবে হাইজ্যাক করবে বোট? দুটো পিস্তল ছাড়া তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। গার্ডদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল, মেশিনগান... সব আছে।'

'আর আমাদের সঙ্গে আছে রি-ইনফোর্সমেন্ট,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ববি, স্পিড একটু কমাও। পিছনের বন্ধুরা যাতে ফলো করতে পারে আমাদেরকে। বোট দখলের জন্য ওদের সাহায্য দরকার হবে।'

'আপনাদের কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল হেণ্ডারসন। 'কোন্ সাহসে মিউট্যান্টগুলোকে কাছে আনতে চাইছেন?'

'এই ভীতুর ডিমটা কে?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'সরি, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি,' বলল তানিয়া। 'ইনি ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। এখানকার রিসার্চ প্রজেক্টের প্রধান।'

'রিসার্চ প্রজেক্ট?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'পিছনের ওই আপদগুলো কি আপনার সৃষ্টি?'

'অনেকটা সেরকমই বলতে পারেন,' স্বীকার করল হেণ্ডারসন।

'অ! আপনাকে একটু গালাগাল দিলে আশা করি কিছু মনে করবেন না?'

মুখ কালো করে ফেলল হেণ্ডারসন।

রাস্তার জাংশানে পৌঁছে গেছে পিকআপ। আসিফের নির্দেশে বাঁয়ে মোড় নিল মুরল্যাণ্ড, ছুটে চলল কমাণ্ড সেন্টারের দিকে। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো একতলা বিল্ডিংটা। আসিফের আশঙ্কা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম

ভেঙে গেছে গার্ডদের। সবাই জটলা পাকাচ্ছে বিল্ডিঙের বাইরে। ছুটন্ত পিকআপকে দেখতে পেয়ে হাতের অস্ত্র তুলল।

'থেমো না,' বলল রানা। 'আমি ওদেরকে সামলাচ্ছি।'

সিগ-সাওয়ার তুলে জটলার দিকে গুলি করল ও। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক লাফিয়ে পড়ল গার্ডরা, তারপর পাল্টা গুলি ছুঁড়ল।

'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই!' চিৎকার করল রানা।

একসারি বুলেট পিকআপের উইণ্ডশিল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। মাথা নামিয়ে নিয়েছে সবাই, মেঝেতে অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে রেখেছে মুরল্যাণ্ড। গতি কমল না গাড়ির। আবার গুলি করল গার্ড-বাহিনী। ঠক্ ঠক্ করে চেসিসে বিঁধল বুলেট।

'ববি, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'পিয়ারে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে।' শরীর একটু জাগিয়ে গুলি করল ও গার্ডদের উদ্দেশে।

বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল মুরল্যাণ্ড, কমাণ্ড সেণ্টারের পাশ দিয়ে ছুটে চলল সামনে। পিছন থেকে আবার গুলি করল গার্ডরা। ধড়াম করে পিছনের টায়ার ফাটল, চাকায় গুলি লেগেছে। ব্যালান্স হারিয়ে ডানে-বাঁয়ে মাতালের মত দোল খেতে শুরু করল পিকআপ।

মাথা তুলে সামনে তাকাল রানা। পিয়ার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। শেষ মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছে প্যাট্রোল বোট।

'থামো, ববি,' বলল ও। মুরল্যাণ্ড ব্রেক কষতেই হুকুম দিল, 'নামো সবাই। দৌড়াতে শুরু করো।'

ঝটপট পিকআপ থেকে নেমে পড়ল আরোহীরা। ছুটতে শুরু করল পিয়ারের দিকে। ওদেরকে তাড়া করে এল গার্ডের দল। পিছনে থাকল রানা-মুরল্যাণ্ড। গুলি ছুঁড়ে ব্যতিব্যস্ত রাখল ধাওয়াকারীদের। পিয়ারে পা রাখতেই শোনা গেল আর্তনাদ। মিউট্যাণ্টরা পৌঁছে গেছে।

এক মুহূর্তের জন্য থেমে পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে দলে দলে মিউট্যান্ট, বেরিয়ে এসেছে নিরেট একটা সচল পাঁচিলের মত। কী বলা যায়! হিংস্র বললে কিছুই বলা হয় না। সাক্ষাৎ মৃত্যু, সগর্জনে ছুটে এসেছে, এক নিমেষে গ্রাস করেছে অসতর্ক গার্ডদেরকে। হিংস্র প্রাণীর বিশাল স্রোতটা চোখের পলকে ঢেকে ফেলল তাদের... কিছু বুঝে ওঠার আগেই। টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে ফেলল সবাইকে, দাঁত দিয়ে কামড় বসাল উন্মুক্ত চামড়ায়। আতঙ্কিত গার্ডরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, এক একজনের মাংস লুঠ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসংখ্য ঘৃণ্য পিশাচ।

উল্টো ঘুরে আবার ছুটতে শুরু করল রানা। হেণ্ডারসন পিছিয়ে পড়েছে, খোঁড়াচ্ছে। তার পাশে পৌঁছে থামল ও। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ডক্টর?'

'আ... আমার সম্ভবত গুলি লেগেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হেণ্ডারসন।

স্কটিশ বিজ্ঞানীর বুকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা। শার্ট ভিজে যাচ্ছে রক্তের অঝোর ধারায়। তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধে তুলে নিল ও। ছুটল বোটের দিকে। সবাই তাতে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে।

'ববি, লেটস্ গো!' চেঁচাল ও।

'আই, আই, ক্যাপ্টেন!' বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। কিন্তু ইঞ্জিন চালু হচ্ছে না কেন যেন। রেগে গিয়ে শুরু করল গালাগাল। 'হারামজাদী, ডোবাবি নাকি আমাকে?'

হেণ্ডারসনকে সাবধানে ডেকের উপর শুইয়ে দিল রানা। কিছু বলতে হলো না কাউকে, বিজ্ঞানীর রক্তাক্ত জামা-কাপড় দেখে সবাই বুঝে ফেলল কী ঘটেছে।

'ববি, দেরি করছ কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বেটি কথা শুনছে না,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি দেখছি সমস্যাটা কোথায়। তুমি বোটের বাঁধন খোলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেকের কিনারে চলে গেল রানা। পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা রশি খুলতে শুরু করল। শেষ বাঁধনটা খুলতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল মুরল্যাণ্ড। আর তখুনি রানার গায়ে পড়ল একটা কালো ছায়া।

চোখ তুলতেই চমকে উঠল ও। একটা মিউট্যান্ট এসে পড়েছে পিয়ারে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপ দিল বোটের ভিতর। প্রাণীটাকে জাপটে ধরল রানা, দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল ডেকের উপর। আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল বিজ্ঞানীরা।

ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড। দেখল, পিয়ার ধরে ছুটে আসছে আরও অনেকগুলো মিউট্যান্ট। গুঙিয়ে উঠল ও, 'সেরেছে!'

'ববি!' ধস্তাধস্তির ফাঁকে ধমকে উঠল রানা। 'রওনা হচ্ছ না কেন?'

থ্রটল পুরোপুরি ঠেলে দিল মুরল্যাণ্ড। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট। পিছন থেকে আরও কয়েকটা প্রাণী ঝাঁপ দিয়েছে বোট লক্ষ্য করে, কিন্তু পৌঁছুতে পারল না। ঝপাস্ করে আছড়ে পড়ল পানিতে।

রানা তখনও যুঝছে ওর গায়ে চেপে বসা প্রাণীটার সঙ্গে, কিন্তু পেরে উঠছে না। বিজ্ঞানীরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, আসিফ আর তানিয়াও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কেউ ওকে সাহায্য করছে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে রাগ ফুটল মুরল্যাণ্ডের চেহারায়।

'যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না!' বলল ও, 'এত বড় সাহস! আমার ওস্তাদের বুকে চড়ে বসে!' আসিফের হাতে বোটের হুইল ধরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। লম্বা কদম ফেলে হাজির হলো

ধস্তাধস্তি করতে থাকা রানা আর মিউট্যান্টের কাছে। এক হাতের ভাঁজে প্রাণীটার গলা আটকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও, তুলে আনল রানার উপর থেকে। অন্যহাতে মাথার একটা পাশ চেপে ধরে প্রচণ্ড এক ঝটকা দিল। মট্ করে ভেঙে গেল মিউট্যান্টের ঘাড়। মুরল্যাণ্ডের হাতের ভাঁজে নিস্তেজ হয়ে গেল দেহটা। ওটাকে ছুঁড়ে ডেকের উপর ফেলে দিল ও।

কাশতে কাশতে উঠে বসল রানা। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটল। বলল, 'ইনক্রেডিবল হাল্কের ভূমিকা নেয়ায় ধন্যবাদ, ববি। আরেকটু দেরি হলেই পটল তুলতাম।'

'এতকিছু থাকতে কাল্পনিক একটা দানবের সঙ্গে তুলনা করলে আমার?' আহত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড।

হেসে ফেলল রানা। 'সরি, আর কোনও উপমা খুঁজে পেলাম না।'

'রানা! ববি!' ডেকে উঠল তানিয়া।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দু'বন্ধু। হেণ্ডারসনের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। বিড় বিড় করে কী যেন বলতে চাইছে।

'রিল্যাক্স, ডক্টর,' হাঁটু গেড়ে বসে বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেছে, একটু ধৈর্য ধরুন। খুব শীঘ্রি আপনার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। সাহস রাখুন।'

মলিন হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'আপনার অভিনয় বড্ড কাঁচা। জানি, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তার আগে জরুরি একটা কথা বলে যেতে চাই।'

'কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে,' ধরা গলায় বলল তানিয়া। ওর চোখ ভিজে গেছে। 'আপনি বিশ্রাম নিন।'

'না... কথাটা জরুরি...' গলার স্বর আটকে যাচ্ছে

হেণ্ডারসনের। 'ড. তানিয়া... প্লিজ, তৃতীয় ডোজ... ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি...'

'কীসের তৃতীয় ডোজ? কীসের চাবিকাঠি?'

'সব সমস্যা সমাধানের...'

কথা শেষ করতে পারল না হেণ্ডারসন। ভয়ানকভাবে কেশে উঠল। তারপর নিথর হয়ে গেল সে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তানিয়া। সহজ-সরল মানুষটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ওর, তার কারণেই এখনও বেঁচে আছে ওরা। বেচারার অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই।

'কীসের কথা বললেন ভদ্রলোক?' কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'জানি না,' মাথা নাড়ল তানিয়া। 'আমার কোনও ধারণা নেই।'

আধঘণ্টা পর ব্রিটিশ কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজ উদ্ধার করল ওদেরকে সাগর থেকে।

তেরো

হার ম্যাজেস্টি'জ কোস্টগার্ড শিপ *রেসকিউয়ার*-এর ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন কমাণ্ডার রেজিনাল্ড্ অ্যানসন, ঢেউ ও সাদা ফেনার মাথায় নৃত্যরত ছোট একটা মোটর বোটের উপর চোখ

বোলাচ্ছেন। দড়ির সাহায্যে ওটাকে টেনে আনা হচ্ছে। আইল অভ ম্যানে জন্ম, কমাণ্ডার অ্যানসন অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ, তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর স্বভাব নয়। প্রায় বিশ বছর সাগরে আছেন তিনি, সহকর্মী ও ক্রুরা তাঁকে সম্মান করে। কাঁচা-পাকা ছোট দাড়িতে হাত বোলালেন তিনি, চিন্তা করছেন মোটর বোটের আরোহীরা কারা হতে পারে।

একটু পরেই *রেসকিউয়ার*-এর গায়ে ভিড়ল ছোট্ট বোট। ল্যাডার বেয়ে উঠে এল দশজন মানুষ। ওখানেই থামানো হলো, অস্ত্রধারী গার্ডরা ঘিরে ফেলল সবাইকে।

'চমৎকার সারপ্রাইজ!' বলে উঠল গাঁট্টাগোট্টা শরীরের একজন। 'উদ্ধারকারীরাই বন্দুক দেখাবে, এমনটা আশা করিনি।'

'বিপদে পড়া যে-কোনও বোটকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব,' বললেন কমাণ্ডার অ্যানসন। 'কিন্তু তাই বলে পরিচয় না জেনে জাহাজে ঢোকাতে পারি না কাউকে।'

'তাতে দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' বলে কয়েক পা এগিয়ে এল সুদর্শন এক যুবক। 'আমি মাসুদ রানা। স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। কষ্ট করে একটু ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করলেই নিশ্চিত হতে পারবেন।'

'নুমা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন অ্যানসন। 'আপনাদের সঙ্গে কি ড. আসিফ রেজা, তানিয়া রেজা এবং জয়েস কোর্ট বলে কেউ আছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা।' বলে এগিয়ে এল আসিফ-তানিয়া-জয়েস। 'আপনি আমাদের নাম জানলেন কী করে?'

'আপনাদেরকে উদ্ধার করার জন্যই তো যাচ্ছিলাম আমরা!' বললেন অ্যানসন। 'নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে কোস্টগার্ড

হেডকোয়ার্টারে মেসেজ পাঠানো হয়েছে—তিনজন বিজ্ঞানী নাকি একটা দ্বীপে আটকা পড়ে আছেন। দ্বীপের কো-অর্ডিনেটস্ দিয়ে আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে আপনাদেরকে উদ্ধার করে আনার জন্য। তাই তড়িঘড়ি করে পাঠানো হয়েছে *রেসকিউয়ার*-কে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল আসিফ-তানিয়া। নিশ্চয়ই মি. রেডক্লিফের কাণ্ড। সাবমেরিনের রেডিও সিগনাল ট্র্যাক করে দ্বীপের লোকেশন বের করেছেন, তারপর খবর দিয়েছেন ব্রিটিশ কোস্টগার্ডকে।

'আপনাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছি আমরা,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'দ্বীপ থেকে বের করে এনেছি ওদেরকে। এখন চলুন, বাড়ির সামনে নামিয়ে দিন আমাদেরকে।'

'আপনার পরিচয়?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যানসন।

'ববি মুরল্যাণ্ড। আমিও নুমার সঙ্গে আছি।'

ভ্রূকুটি দেখা দিল কমাণ্ডারের কপালে। 'আমাকে শুধু তিনজনের কথা বলা হয়েছে। আপনারা এত লোক এলেন কোত্থেকে?'

'ওরা সবাই ওই দ্বীপে বন্দি ছিল,' বলল রানা। 'আমি আর ববি ওদেরকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম।' সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল ও। এড়িয়ে গেল মিউট্যান্টদের প্রসঙ্গ। শেষে বলল, 'বোট নিয়ে কুয়াশায় পথ হারিয়েছিলাম, তাই ডিসট্রেস সিগনাল দিয়েছি। আপনারা সাড়া দিয়েছেন তাতে।'

'ইণ্টারেস্টিং!' মাথা দোলালেন অ্যানসন। 'চলুন ভিতরে। আপনাদের বিশ্রাম দরকার। আমি কমাণ্ডার রেজিনাল্ড অ্যানসন, এই শিপের অধিনায়ক। ওয়েলকাম টু দ্য রেসকিউয়ার।'

'নাইস টু মিট ইউ, কমাণ্ডার,' বলে হাত মেলাল রানা। 'আরেকটু সাহায্য চাইব আপনার। নুমা হেডকোয়ার্টারে

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার—আমরা সবাই সুস্থ আছি।'

'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনারা যান।'

'আরেকটা ব্যাপার... বোটে দুটো ডেডবডি আছে। ওগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।'

'ডেডবডি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। ওগুলো উঠিয়ে আনছি।'

অ্যানসনের নির্দেশে উদ্ধারকৃতদের নিয়ে যাওয়া হলো শিপের ভিতরে। বোট থেকে লাশদুটো সিক বে-তে নিয়ে যেতেও বলে দিলেন তিনি। তারপর গেলেন ব্রিজে। রেডিওতে মেসেজ পাঠালেন নুমা হেডকোয়ার্টারে, তারপর কোস্টগার্ড কমাণ্ডের জন্য রিপোর্ট তৈরি করতে বসলেন। মিনিট পনেরো যেতেই ইণ্টারকমে মেডিক্যাল অফিসার যোগাযোগ করল। খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে সে।

'কমাণ্ডার, একটু সিক বে-তে আসতে পারেন?'

'কী ব্যাপার, গ্র্যাণ্ট?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইলেন অ্যানসন।

'নিজ চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। প্লিজ, এখুনি আসুন।'

কাগজ-কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন অ্যানসন। বিনা কারণে ডাকাডাকি করার লোক নয় ডা. গ্র্যাণ্ট। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করে সিক বে-তে হাজির হলেন তিনি।

অপারেটিং টেবিলের উপর পড়ে আছে দুটো কালো রঙের বডি ব্যাগ। ওগুলোর সামনে কমাণ্ডারকে নিয়ে গেল গ্র্যাণ্ট। একটার চেইন ধরে বলল, 'শান্ত থাকবেন, সার।'

'নাটক ছেড়ে যা দেখাবে দেখাও!' বিরক্ত গলায় বললেন

অ্যানসন।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটানে চেইন খুলে ফেলল গ্র্যান্ট। ভিতরের লাশ দেখতে দিল কমাণ্ডারকে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল অ্যানসনের। জীবনে বহু লাশ দেখেছেন তিনি, পচা-গলা মৃতদেহও কখনও বমির উদ্রেক করেনি তাঁর ভিতরে। কিন্তু আজ মনে হলো বমি না করে উপায় নেই। তাঁর চোখের সামনে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে একটি ভয়ানক প্রাণী। এমন চেহারা বা অবয়ব দেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যানসন। মুখে হাত চাপা দিয়ে বহু কষ্টে নিরস্ত করলেন পাকস্থলীকে। তারপর সোজা হয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্...কী ওটা?'

'আমার জানা নেই, সার,' মাথা নাড়ল গ্র্যান্ট। 'এ ধরনের কোনও প্রাণীর যে অস্তিত্ব আছে, তা-ই তো শুনিনি কখনও।'

দ্বিতীয় বডিব্যাগের দিকে ইশারা করলেন অ্যানসন। 'ওটা?'

'স্বাভাবিক মানুষ,' চেইন খুলে দেখাল গ্র্যান্ট। মাঝবয়েসী একজন পুরুষ। 'নাথিং স্পেশাল।'

'চেইন বন্ধ করো,' বললেন অ্যানসন। 'আর কেউ যেন দেখতে না পায় এগুলো। আমি কোনও প্যানিক চাই না।'

'বোট থেকে লাশ তোলায় কয়েকজন সাহায্য করেছে আমাকে। ওদের মুখ বন্ধ রাখা সহজ হবে না।'

'ডেকে এনে কথা বলো। দরকার হলে আমিও বোঝাব ওদেরকে। শিপের মধ্যে মরা দানবের গল্প ছড়িয়ে পড়লে লোকজনকে সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'আমি দেখছি কী করা যায়।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন অ্যানসন। পালা করে বডিব্যাগদুটোর দিকে তাকাচ্ছেন। একটু পর জিজ্ঞেস করলেন,

'কীভাবে মারা গেছে ওরা?'

'ওই ভদ্রলোক গুলি খেয়েছেন,' বলল গ্র্যান্ট। 'আর জন্তুটার ঘাড় মুচড়ে ভাঙা হয়েছে।'

থমথমে হয়ে উঠল অ্যানসনের চেহারা। 'আমাদের নতুন অতিথিদের সঙ্গে এ-নিয়ে একটু কথা হওয়া দরকার। যাচ্ছি আমি। তুমি লাশদুটো ফ্রিজারে রাখার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, সার।'

সিক বে থেকে বেরিয়ে এলেন কমাণ্ডার অ্যানসন। হনহন করে হেঁটে হাজির হলেন মেস হলে। ওখানে গরম সুপ আর পাউরুটি নিয়ে বসেছে উদ্ধারকৃতরা। চঞ্চল চোখে রানাকে খুঁজে বের করলেন তিনি। মুরল্যাণ্ড-সহ আসিফ-তানিয়ার সঙ্গে আলাদা একটা টেবিলে বসেছে ও। স্বামী-স্ত্রীর মুখে শুনছে ওদের কিডন্যাপ হওয়া থেকে শুরু করে দ্বীপের সমস্ত ঘটনা।

'হ্যালো, মি. রানা!' টেবিলের সামনে গিয়ে বাঁকা সুরে বললেন অ্যানসন।

'কমাণ্ডার!' সহাস্যে বলল রানা। 'আপনার আতিথেয়তার তুলনা হয় না। প্লিজ, আমাদের সঙ্গে বসুন।'

'বসতে আসিনি,' অ্যানসন গম্ভীর হয়ে আছেন। 'আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলা দরকার আমার... এখুনি!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উঠে পড়ল। ওকে মেস হলের বাইরে করিডোরে নিয়ে এলেন অ্যানসন।

'বলুন কী ব্যাপার,' কমাণ্ডারের মুখোমুখি হলো রানা।

'ডেডবডিদুটো দেখে এসেছি আমি,' শান্ত গলায় বললেন অ্যানসন।

'হুম। কোনও সমস্যা?'

'হেঁয়ালি করবেন না। কে... বা কী ওগুলো, মি. রানা?'

'মানুষটা একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী—ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন।

দ্বিতীয় লাশের সঠিক পরিচয় আমারও জানা নেই। শুধু শুনেছি, বিশ্রী একটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ওই প্রাণী—একটা মিউট্যান্ট!'

'কী ধরনের সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট?'

'দুঃখিত, বিস্তারিত জানা নেই আমার।'

'ওরা কীভাবে মারা গেছে, তা জানেন?'

'ড. হেণ্ডারসন পালাবার সময় গুলি খেয়েছেন। আর মিউট্যান্টটা আমাদের উপর হামলা করেছিল। তাই আমার বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড ওটার ঘাড় মটকে দিতে বাধ্য হয়।'

হাঁ হয়ে গেলেন অ্যানসন কথাটা শুনে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ওই দ্বীপে তা হলে গোপন গবেষণা চলছিল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনারা কিছু জানতেন না?'

'উঁহুঁ। একেবারেই গুরুত্বহীন একটা দ্বীপ ওটা, নাম নেই কোনও, শুধু কো-অর্ডিনেটস্ দিয়ে পরিচয়। বহুকাল আগে একটা সাবমেরিন বেস ছিল, তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রাইভেট একটা কোম্পানি লিজ নিয়েছে ওটা কয়েক বছর আগে, সরকারের উঁচু মহলে সম্ভবত বেশ টাকা-পয়সা ঢেলেছে ওরা, আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল—ওই দ্বীপে কখনও পা রাখা যাবে না। ঠাট্টা করে আমরা তাই জায়গাটাকে *ফরবিডেন আইল্যাণ্ড*, মানে নিষিদ্ধ দ্বীপ বলে ডাকতাম।'

'ওই নিষিদ্ধ দ্বীপেই আমার বন্ধুদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি আর ববি যদি নাক না গলাতাম, তা হলে এতক্ষণে ওরা মিউট্যান্টদের খাবার হয়ে যেত।'

'কারা কিডন্যাপ করেছিল ওঁদের, তা জানেন?'

'না। দ্বীপের সিকিউরিটি বাহিনী ছিল ভাড়া করা। পালের গোদারা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। ওদেরকে আমি খুঁজে বের

করব।'

আলাপে বাধা পড়ল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক ইয়োম্যান এসে হাজির হওয়ায়। ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজ তুলে দিল সে অ্যানসনের হাতে।

'জরুরি মেসেজ, সার। এইমাত্র এসেছে।'

ভাঁজ খুলে মেসেজগুলো পড়লেন অ্যানসন। রানার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের পাঠানো মেসেজ অ্যাকনলেজ করা হয়েছে। আপনাকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তীরে পৌঁছুনোমাত্র।'

'আর কিছু?'

'না। তবে কোস্টগার্ড কমাণ্ড থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাদেরকে ভিআইপি-র মর্যাদায় রাখতে হবে। বলুন, কীভাবে খেদমত করতে পারি?'

কমাণ্ডারের কণ্ঠে বিরক্তির সুর ফুটে উঠেছে। স্বাভাবিক, উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে তোয়াজ করার আদেশ পেলে একজন বর্ষীয়ান কমাণ্ডারের ভাল না লাগারই কথা।

'রিল্যাক্স,' হেসে বলল রানা। 'ভিআইপি হবার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের। আপনার ক্রু-দের অংশ হতে পারলেই ধন্য হব।'

'ক্রু হবেন মানে?'

'বিজ্ঞানীদের কথা জানি না, তবে শুয়ে-বসে আরাম করার অভ্যেস নেই আমার বা ববির। নুমায় কাজ করি, জাহাজ আর সাগর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। সাহায্য করতে পারব আপনাকে।'

অ্যানসনও হাসলেন। রানার ব্যাপারে ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তাঁর। 'প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ। তবে কাল দুপুরেই বন্দরে পৌঁছে যাব আমরা। এত অল্প সময়ের জন্য খাটাখাটনি

না করলেও চলবে। যথেষ্ট ধকল গেছে আপনাদের উপর দিয়ে। যান, বিশ্রাম নিন।'

উল্টো ঘুরে চলে গেলেন তিনি।

পরদিন বেলা দুটোয় স্কটিশ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী কার্কওয়েলে পৌঁছুল *রেসকিউয়ার।* বন্দরে অদ্ভুত এক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল রানাদের জন্য। রেলিঙে ভর দিয়ে জেটিতে কালো কাঁচে মোড়া একটা বাস দেখতে পেল ওরা, সেইসঙ্গে শব-পরিবহনকারী একটা গাড়ি। আর আছে কণ্টামিনেশন সুট পরা দু'ডজন মানুষ।

রানার গায়ে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুরল্যাণ্ড। 'এদেশের ফ্যাশন কত বদলে গেছে দেখেছ? আজকাল কণ্টামিনেশন সুট পরে অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ শুরু হয়েছে।'

হাসল রানা। কমাণ্ডার অ্যানসন কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ডিকণ্টামিনেশন টিম কেন?'

'মিউট্যাণ্টের লাশের কথা জানিয়েছিলাম হাই-কমাণ্ডকে, কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন,' বললেন অ্যানসন। 'আমাদের সবাইকে কোয়ারেণ্টিনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মেইনল্যাণ্ডে যাতে কোনও ধরনের জীবাণু ছড়াতে না পারি।'

'মনে হচ্ছে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি আপনাদেরকে।'

'কী যে বলেন! আপনারা আসায় বরং এ-ধরনের একটা থ্রিলিং ব্যাপার ঘটল। নইলে খুবই বোরিং সময় কাটাই।'

'সো নাইস অভ ইউ!' কমাণ্ডারের সঙ্গে হাত মেলাল রানা।

জাহাজ জেটিতে ভিড়লে সঙ্গীদের নিয়ে নেমে পড়ল ও। ওদের সবাইকে প্লাস্টিকের পোশাক, ক্যাপ আর সার্জিক্যাল মাস্ক পরানো হলো; তারপর তোলা হলো বাসে। লাশদুটো তোলা হলো শব-পরিবহনকারী গাড়িতে। রওনা হলো বাহনদুটো। পাঁচ

মিনিট চলার পর পুরনো এক ওয়্যারহাউসের সামনে এসে থামল। ওটার ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে ডিকন্টামিনেশন ল্যাব।

ওয়্যারহাউসের ভিতরে নিয়ে সবাইকে উদোম করা হলো, তারপর শাওয়ারের নীচে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে গোসল করানো হলো। তোয়ালে দেয়া হলো না, আলট্রা-ভায়োলেট চেম্বারে ঢুকিয়ে শরীর শুকানো হলো অদৃশ্য রশ্মির সাহায্যে। এরপর হাসপাতালের রোগীদের মত একপ্রস্থ কাপড় দেয়া হলো পরতে। একদল ডাক্তার উদয় হলো এরপর। রক্ত নেয়া হলো সবার, থুতু নেয়া হলো, মুখের ভিতর থেকে নরম কোষ সংগ্রহ করা হলো। সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সবাইকে সুস্থ এবং সংক্রমণহীন হিসেবে ঘোষণা করল বিশেষজ্ঞরা। ততক্ষণে প্রায় চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

নতুন পোশাক দেয়া হলো সবাইকে। ভদ্রস্থ হবার পর নিয়ে যাওয়া হলো ওয়্যারহাউস সংলগ্ন আরেকটা বিল্ডিঙে। ওয়েটিং রুমের মত একটা কামরায় বসানো হলো বিজ্ঞানীদেরকে। নুমার স্টাফদের মধ্যে জয়েস ছাড়া বাকিদেরকে... মানে রানা, মুরল্যাণ্ড, আসিফ আর তানিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা কামরায়। সেখানে কনফারেন্স টেবিল আর চেয়ার বসানো হয়েছে। আধুনিক ছাঁটের পিন-স্ট্রাইপড্ সুট পরা এক যুবক অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

'প্লিজ, বসুন আপনারা,' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল সে।

চেয়ার টেনে বসল রানা আর ওর সঙ্গীরা।

'নাইজেল ওয়াটসন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস,' নিজের পরিচয় দিয়ে সবার সঙ্গে হাত মেলাল যুবক। করমর্দন শেষে রানাকে বলল, 'আমাদের চিফ... মি. মারভিন লংফেলো আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, মি. রানা। ডিকন্টামিনেশন প্রসিডিওরের জন্য অসুবিধে হয়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'না, না, কোনও অসুবিধে হয়নি,' ঠাট্টা করল মুরল্যাণ্ড। 'এমনিতেই গা ডলে গোসল করা দরকার ছিল আমাদের। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কাপড় কোন্ লণ্ড্রিতে পাঠিয়েছেন, জানতে পারি? কতটুকু ডিটারজেন্ট ঢালবে, সেটা বলে দেয়া দরকার।'

হাসল নাইজেল। 'চমৎকার রসিকতা। আপনার এই রসিক স্বভাবের কথা ফাইলে পড়েছি, এবার সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হলো।'

'এখানে কি কমেডি করার জন্য আনা হয়েছে আমাদেরকে?'

'মোটেই না,' সিরিয়াস হলো নাইজেল। 'কমাণ্ডার অ্যানসনের রিপোর্টে লাশ, গোপন গবেষণা আর মিউট্যান্টের কথা পড়ার পর বিষয়টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, তাই নিশ্চিত করা হয়েছে—আপনাদের মাধ্যমে যেন গ্রেট ব্রিটেনের মাটিতে কোনও ধরনের কন্টামিনেশনের সূত্রপাত না হয়। ডিকন্টামিনেশনের মধ্য দিয়ে সেজন্যেই আসতে হয়েছে আপনাদেরকে।'

'জানতাম না, আমাদের গায়ের গন্ধ এত খারাপ,' টিটকিরির সুরে বলল মুরল্যাণ্ড।

'মি. লংফেলোকে আশ্বস্ত করতে পারেন, এর সঙ্গে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই,' বলল রানা।

'বলব আমি,' নিজের চেয়ার টেনে বসে পড়ল নাইজেল। 'কিন্তু তার আগে কেউ কি বলবেন, পুরো ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে?'

তানিয়া আর আসিফের দিকে তাকাল রানা। 'এ-প্রশ্নের জবাব ওঁরা দুজন সবচেয়ে ভাল দিতে পারবেন।'

বলতে শুরু করল স্বামী-স্ত্রী। গোস্ট সিটিতে আলভিন হাইজ্যাক হবার পর থেকে ওদের উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল। অমরত্বের গবেষণা আর লাল চোখঅলা

মিউট্যান্টের কথা শুনে নাইজেল অবাক হয়ে যাবে বলে ভেবেছিল রানা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। বরং আসিফ-তানিয়ার গল্প শেষ হলে সে সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল।

বলল, 'হ্যাঁ, সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আমি জানতাম, বিজ্ঞানীদের অকালমৃত্যুর পিছনে বড় কোনও একটা রহস্য আছে।'

'কীসের কথা বলছেন আপনি?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কয়েক মাস আগে আমার ডিপার্টমেন্টকে কয়েকজন বিজ্ঞানীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করবার দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথমজন ছিলেন পঞ্চান্ন বছরের এক কম্পিউটার এক্সপার্ট। নিজের বাগানের ছাউনিতে পাওয়া যায় তাঁকে—সারা গায়ে ইলেকট্রিকের তার পেঁচানো, মুখে রুমাল গোঁজা অবস্থায়। তারের মাথা পাওয়ার আউটলেটে ঢুকিয়ে ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেছিলেন ভদ্রলোক...'

'অদ্ভুত পদ্ধতি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এভাবে আত্মহত্যার কথা আগে শুনিনি।'

'ওটা স্রেফ শুরু। এরপর আরেক জীববিজ্ঞানী লণ্ডন থেকে ফেরার পথে গাড়িসহ খাদে পড়ে মারা গেলেন। পুলিশ পোস্টমর্টেম করে জানাল, ভদ্রলোকের রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকমের বেশি পাওয়া গেছে। নেশার ঘোরেই সম্ভবত অ্যাকসিডেন্ট করেছেন বেচারা। বিজ্ঞানী বউ-ছেলেমেয়ে খুব হৈচৈ করল, ভদ্রলোক নাকি মোটেই মদ খেতেন না। কিন্তু কেউ তাদের কথায় কান দিল না।'

'ইন্টারেস্টিং!' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'শুনতে থাকুন, সবে তো শুরু করলাম। স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ে স্কিয়িং করতে গিয়ে মারা পড়লেন এক তরুণ বিজ্ঞানী, আরেক

বিজ্ঞানী স্ত্রী-সন্তানকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করলেন। গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আরেকজন...'

'কতজন মারা গেছে এভাবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'দু'ডজন। সবাই বিজ্ঞানী।'

'এর সঙ্গে ওই নিষিদ্ধ দ্বীপের কী সম্পর্ক?'

'সেসময় কোনও সম্পর্ক পাইনি আমরা,' নাইজেল বলল। 'মারা যাওয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে দু'জন ছিল আমেরিকান, তাই ইউ.এস. এম্ব্যাসি থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয় ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য। দায়িত্বটা দেয়া হয় আমার ডিপার্টমেন্টকে। গোপনে খোঁজখবর নিয়েছি আমরা, তারপর রিপোর্ট জমা দিয়েছি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে।'

'তারপরও হৈ-চৈ হয়নি এ-নিয়ে?'

'কেন যেন গুরুত্ব দেয়া হয়নি কেসটাতে। এর পিছনে কোনও রহস্য আছে কি না, জানি না। আমি মারা যাওয়া সব বিজ্ঞানীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে পেরেছি, ওরা সবাই ফ্রান্সের একটা ল্যাবে কাজ করত।'

'ড. হেণ্ডারসনের রহস্যময় নিয়োগকর্তার ল্যাব?'

'ঠিক ধরেছেন। হেণ্ডারসনকে খুঁজে পাইনি আমরা, তাই ধরে নিয়েছিলাম—লোকটা এই খুনোখুনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এতদিন পর পাওয়া গেছে তাঁকে... যদিও মৃত অবস্থায়... কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই, ওই বিজ্ঞানীদের মৃত্যুর সঙ্গে অমরত্বের গবেষণার সম্পর্ক আছে।'

সামনে ঝুঁকল আসিফ। 'ফ্রান্সের ওই ল্যাবে কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল?'

'আমাকে বলা হয়েছে, মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক গবেষণা। অফিশিয়াল কোনও মন্তব্য জোগাড় করতে পারিনি।

ওই ল্যাবের মালিকরা ডামি কর্পোরেশন, ওভারসিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর পেপার ট্রেইলের এমন এক দুর্ভেদ্য জাল বুনে রেখেছে যে, তার আড়াল থেকে লোকগুলোর সত্যিকার পরিচয় বের করা এক কথায় অসম্ভব কাজ। আমরা এখনও খেটে মরছি।'

'ওদেরকে পাওয়া গেলে কি বিজ্ঞানীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন?'

'ব্যাপারটা আরও সিরিয়াস,' বলল নাইজেল। 'আপনার গল্প যদি সত্যি হয়, তা হলে অবৈধভাবে মানুষের উপর গবেষণা এবং মিউট্যান্ট তৈরির অভিযোগে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে ওদেরকে।'

'আসুন, গোছানোর চেষ্টা করি সব তথ্য,' বলল রানা। 'ফ্রান্সের ল্যাবে অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল একদল বিজ্ঞানী। গোস্ট সিটির এনযাইম ব্যবহার করে সফল হয়েছিল ওরা, কিন্তু এ-খবর ফাঁস হতে দিতে চায়নি নিয়োগকর্তারা। বিজ্ঞানীদেরকে খুন করেছে। কিন্তু ওরা মারা যাবার পর ফর্মুলায় খুঁত আবিষ্কৃত হলো। এমন সব খুঁত, যার ফলে সাধারণ মানুষ হিংস্র, মাংসাশী মিউট্যান্টে পরিণত হয়। তাই ফর্মুলা ঠিকঠাক করার জন্য শেষ জীবিত বিজ্ঞানী হেণ্ডারসনকে ধরে আনে ওরা। স্কটিশ ওর্কনির একটা বিশেষ দ্বীপে নতুন ল্যাব বানিয়ে আবার গবেষণা শুরু করে। আসিফ আর তানিয়া ওদের গোস্ট সিটি এক্সপিডিশনে অবৈধ মাইনিঙের চিহ্ন আবিষ্কার করে ফেলায় ওদেরকেও কিডন্যাপ করা হয়। কারেক্ট?'

'চমৎকারভাবে গুছিয়ে বলেছেন, মি. রানা,' বলল নাইজেল। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনারা আরও আগেই ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য চাননি কেন? কেন ঝুঁকি নিয়ে, অনুমতি ছাড়া একা ওই দ্বীপে হানা দিয়েছেন?'

'পাল্টা আমি একটা প্রশ্ন করলেই জবাব পেয়ে যাবেন। আমরা যদি লাল চোখঅলা একদল মিউট্যান্টের গল্প শোনাতাম, আপনারা সেটা বিশ্বাস করতেন?'

'মনে হয় না।'

'সত্যি কথা বলায় ধন্যবাদ। বুঝতেই তো পারছেন, রেগুলার চ্যানেলে এগোলে কাজটা কেমন কঠিন হয়ে যেত! আসিফ আর তানিয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

'বুঝতে পারছি। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও সম্ভবত একই কাজ করতাম।'

'সবই তো শুনলেন,' বলল তানিয়া। 'এখন কী করবেন আপনারা?'

'সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে,' জানাল নাইজেল। 'রয়্যাল মেরিনের কণ্টিনজেন্টসহ একটা নেভাল শিপ পাঠানো হচ্ছে ফরবিডেন আইল্যাণ্ডে। ওখানে লুকানো সাবমেরিন দখল করবে ওরা, ল্যাব বন্ধ করে দেবে, বন্দি করবে গার্ড আর মিউট্যান্টদেরকে।'

'যা দেখে এসেছি, তাতে একজন গার্ডকেও আস্ত পাবেন কি না সন্দেহ!' তানিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করল।

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল নাইজেল। 'মিউট্যান্টরা সাংঘাতিক, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের লোকজন দ্বীপে পা রাখার আগে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আপনি আর ড. আসিফ তো খুব কাছ থেকে দেখেছেন ওগুলোকে। কিছু বলতে পারেন মিউট্যান্টের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে?'

'ওরা বুনো, মাংসাশী, এবং অত্যন্ত শক্তিশালী,' বলল আসিফ। 'ছুটতেও পারে খুব দ্রুত। পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে দেখেছি আমরা। তা ছাড়া... রিয়্যালিটি শো-র

ওই ঘটনা মাথায় রাখলে স্বীকার করতে হবে, ওরা পরিকল্পনা করতে জানে।' মিউট্যান্টদের বন্দিশালার ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর—একটা প্রাণী দয়া দেখিয়েছিল ওকে, খুন করেনি। তাই বলল, 'আমার বিশ্বাস, মানবিক গুণাবলী সম্পূর্ণ হারায়নি ওরা।'

'খুব অদ্ভুত কথা বলছেন,' ভুরু কোঁচকাল নাইজেল। 'দানবের ভিতরে এখনও মানবিক গুণ আছে?'

'আমার তা-ই ধারণা। আদিম প্রবৃত্তির পাশে সেগুলো খুব জোরালো নয়, কিন্তু আছে।'

'এ-নিয়ে কতক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলবে, জানতে পারি?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমরা এখানে কতক্ষণ বসে থাকব?'

'বেশি না, আমার কাজ প্রায় শেষ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'আসুন, যাবার আগে আপনাদেরকে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাই।'

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আরেকটা কামরায় ওদেরকে নিয়ে গেল সে। জায়গাটা মেডিক্যাল এগযামিনারের ল্যাবের মত করে সাজানো হয়েছে। বাতাসে জীবাণুনাশকের কড়া গন্ধ, চারপাশে নানা রকম ইকুইপমেন্ট। কামরার মাঝখানে রয়েছে অপারেটিং টেবিল, তাতে চাদর দিয়ে একটা দেহ ঢেকে রাখা হয়েছে।

নাইজেলের ইশারা পেয়ে অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার চাদরটা সরিয়ে ফেলল। দেখা গেল মুরল্যাণ্ডের হাতে মারা পড়া মিউট্যান্টের লাশ। চোখ বন্ধ থাকায় এখন আর তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। নাক-মুখও খিঁচিয়ে নেই হিংস্র ভঙ্গিতে। ফলে মানুষের মত একটা চেহারা দেখা যাচ্ছে।

'সুদর্শন বলব না,' বলে উঠল নাইজেল, 'তবে ফ্রেঞ্চম্যান হিসেবে চেহারা একেবারে মন্দ না।'

'অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছেন, নাকি নিশ্চিতভাবে জানতে

পেরেছেন, লোকটা ফরাসি ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মুচকি হেসে পকেট থেকে একটা গলার চেইন বের করল নাইজেল, লকেটের বদলে সেটায় একটা ধাতব পাত লাগানো। সৈনিকরা গলায় এ-ধরনের জিনিস পরে। *ডগ-ট্যাগ* বলা হয় একে। জিনিসটা রানার হাতে দিল নাইজেল। বলল, 'ওর গলায় ঝোলানো ছিল এটা। বয়সের ভারে জর্জরিত, কিন্তু লেখাগুলো পড়া যায়।'

উল্টে-পাল্টে ডগ-ট্যাগটা দেখল রানা। ওটা লেখা: *ক্যাপিটান পিয়েরে লোভাঁ, ল্য আর্মি দ্যু ল্য রিপাবলিক দ্যু ফ্রান্স। বর্ন ১৮৮৫।*

'চোরাই মাল বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ও।

মাথা দোলাল নাইজেল। 'তেমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবতা হলো—জিনিসটা ওরই।'

অবাক চোখে ব্রিটিশ এজেন্টের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন, এই মিউট্যান্টের বয়স একশোর বেশি?'

'একজ্যাক্টলি বলতে গেলে... একশো পঁচিশ। আমাদের বিশ্বাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছে এই ক্যাপ্টেন।'

'কোথাও ভুল করছেন আপনারা,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'ডগ-ট্যাগের ক্যাপ্টেন যে এই লোকই, তা শিয়োর হচ্ছেন কীভাবে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহু মানুষ যুদ্ধ করেছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু সব দেশের সেনাবাহিনীই তাদের যোদ্ধাদের চমৎকার রেকর্ড রেখেছে। কারা কবে মারা গেছে, কিংবা হারিয়ে গেছে, তার নিখুঁত নথি পাবেন সবখানে। ফ্রেঞ্চদের সবকিছুই এখন কম্পিউটারাইজড্। আমাদের স্রেফ কয়েক মিনিট লেগেছে এই ডগ-ট্যাগের তথ্য ভেরিফাই করতে। ক্যাপ্টেন পিয়েরে লোভাঁ নামে সত্যিই এক অফিসার ছিল ফরাসি সেনাবাহিনীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হারিয়ে যায় সে।'

'তাতে কী হয়েছে? এ-ই যে সেই নিখোঁজ অফিসার, তা জানছেন কীভাবে?'

'আপনি অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ মানুষ, মি. রানা,' বাঁকা সুরে বলল নাইজেল। 'ঠিক আছে, এটা দেখুন। লোকটার পকেটে পেয়েছি। স্বীকার না করে উপায় নেই, ব্যাটা এককালে রীতিমত হ্যাণ্ডসাম ছিল।' পুরনো আমলের একটা পকেটঘড়ি রানার হাতে তুলে দিল সে।

ঘড়ির পিছনে খোদাই করে ফরাসিতে কয়েকটা শব্দ লেখা। অর্থ করলে দাঁড়ায়—*প্রিয়তম পিয়েরে-কে, ভালবাসাসহ, ক্লদেত।* ঘড়ির ডালা খুলল রানা। ভিতরে সুদর্শন এক তরুণ আর রূপবতী এক তরুণীর সাদা-কালো ছবি লাগানো হয়েছে। কালের প্রবাহে হলদে হয়ে এসেছে ছবিটা।

সঙ্গীদেরকে ডগ-ট্যাগ আর ঘড়িটা দেখতে দিল ও। জানতে চাইল, 'কী মনে হয় তোমাদের?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা দোলাল তানিয়া। 'ছবির সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল আছে বটে, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো রানা। 'আর্কিয়োলজির এক প্রফেসর আমাকে বলেছিলেন, কানেক্টিকাটের গমের খেতে একটা রোমান মুদ্রা পাওয়া যাবার মানে এ-ই নয় যে, ওখানে রোমান সভ্যতার পা পড়েছিল। আধুনিক যুগের কোনও মুদ্রা-সংগ্রাহকের পকেট গলেও পড়তে পারে ওটা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক না।'

'আমার ধারণা, ডা. ক্লিফটন আপনাদেরকে কনভিন্স করতে পারবেন,' বলল নাইজেল।

অপারেটিং টেবিলের পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার ভদ্রলোক গলা

খাঁকারি দিলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। লাশের অটোপ্সি করেছি আমরা, দেহের কোষগুলো বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মানুষের মত সজীব। কিন্তু ব্রেইন আর হাড়ের গঠন বলছে—এ লোকের বয়স একশোর বেশি! বিলিভ মি!'

'এর মানে বুঝতে পারছ, রানা?' উত্তেজিত গলায় বলল তানিয়া। 'মৃত্যুকে জয় করার এই গবেষণা বহুদিন আগে থেকেই চলছে। হেণ্ডারসনের টিমই এর পিছনে প্রথম কাজ করেনি।'

'আমিও তা-ই ভাবছি,' নাইজেল বলল। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুপার-সোলজার তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে একটা গুজব চালু আছে। হতে পারে সেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই মিউট্যাণ্টের।'

ইশারা পেয়ে চাদর দিয়ে লাশ আবার ঢেকে দিলেন ডা. ক্লিফটন।

'বেচারা!' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুরল্যাণ্ড। ঘড়িতে লাগানো ক্যাপ্টেন লোভাঁর ছবি দেখছে। 'একশো বছর ধরে বেঁচে আছে... অথচ কী মূল্যহীন সে জীবন!'

'পুরো রহস্যের স্রেফ শুরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা,' নাইজেল বলল। 'কে জানে, গত এক শতাব্দীতে এই গোমরের পিছনে কত লোকের জীবন গেছে!'

'অবাক হচ্ছি না,' আসিফ বলল। 'এ-ধরনের ব্যর্থতার খবর ধামাচাপা দিতে চাইবে যে-কেউ।'

'আমি ব্যর্থতার চেয়ে সাফল্য নিয়ে বেশি চিন্তিত,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ভেবে দেখেছ, মানুষ অমরত্ব পেলে কী ধরনের সমস্যা দেখা দেবে?'

'প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে,' বলল তানিয়া। 'জনসংখ্যা আর কোনোদিন কমবে না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে

যাবে।'

'বিশাল এক সমস্যা, তবে এ-নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য অনেক মানুষ আছেন,' বলল নাইজেল। 'আমি আপাতত ব্যর্থ গবেষণার পিছনে জড়িত ক্রিমিনালদেরকে খুঁজে বের করতে চাই। আপনারা ক'দিন থাকবেন এখানে?'

'থাকার ইচ্ছে নেই, হাতে প্রচুর কাজ,' রানা বলল। 'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। কখন যাচ্ছি, সেটা ফাইনাল করে জানাব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ,' বলে নিজের ভিজিটিং কার্ড দিল নাইজেল। 'ফোনের অপেক্ষায় থাকব। আর ইয়ে... সবকিছু চুকে-বুকে যাবার আগে ব্যাপারটা গোপন রাখলে ভাল হয়।'

'কিছু কিছু জায়গায় দায়বদ্ধ আমি, সেখানে রিপোর্ট না দিলেই নয়,' রানা বলল। 'উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটও ওদের হারানো সাবমারসিবলের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সেটা জানতে চাইবে। তবে কথা দিচ্ছি, ব্যাপারটা যেন বেশি না ছড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখব আমরা।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল নাইজেল। 'দ্বীপে মেরিনরা কী পেল না পেল, সেটা জানতে পারবেন আমার কাছে। রহস্যটার জড় খুঁজে বের করার জন্য আপনাদের সাহায্য পাব বলে আশা করছি।'

'নিশ্চয়ই! নিজেদের আয়ু বাড়াবার আশায় অন্যের জীবন নিয়ে খেলছে ওরা, কিছুতেই ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'অমরত্ব...' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল নাইজেল, 'মন্দ কাজের জন্য খুবই আকর্ষণীয় একটা মোটিভ। দু-চারটে পাপ করে যদি মৃত্যুকে চিরতরে এড়ানো যায়, তাতে কে রাজি হবে না, বলুন?'

'অনেকেই হবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা।

'কী বলছেন! সুযোগ পেলে অমর হতে চাইবে না, এমন কেউ দুনিয়ায় আছে নাকি?'

অপারেটিং টেবিলের দিকে তাকাল রানা। 'এ-প্রশ্নটা আপনি ওই শতবর্ষী যোদ্ধাকে করুন। জবাব পেয়ে যাবেন।'

চোদ্দ

নাইজেল ওয়াটসনের সঙ্গে ইন্টারভিউ শেষে স্থানীয় এক হোটেলে নিয়ে আসা হলো নুমা টিমের সদস্যদেরকে। ড. জয়েস কোর্ট দেশে ফিরতে উতলা হয়ে উঠেছে বলে রাতের ফ্লাইটে তাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ড. হেণ্ডারসনের টিমের বিজ্ঞানীরা অবশ্য যেতে পারলেন না, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেফহাউসে তাঁদেরকে কয়েকদিন থাকতে হবে। অমরত্বের প্রজেক্ট সম্পর্কে মনে হয় বিস্তারিত জানতে চাইবে ব্রিটিশ সরকার।

হোটেলে পৌঁছে ঢাকায় ফোন করল রানা। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করল। নুমার সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করার জন্য রানাকে নির্দেশ দিলেন চিফ। তাই নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে এরপর ফোন করল রানা। উদ্ধার অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিল।

'হুম!' সব শোনার পর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল।

'অমরত্বের ফর্মুলা আর মিউট্যান্ট... যা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও দেখছি ব্যাপারটা অনেক সিরিয়াস।'

'কারা পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে, সেটা জানা গেলে একটা ব্যবস্থা নেয়া যেত,' বলল রানা।

'জানা গেছে, রানা। দ্বীপের লিজ একটা ডামি কর্পোরেশন নিয়েছিল, তবে আমরা ওটার আসল মালিকের খোঁজ বের করতে পেরেছি। তুমি চেনো কোম্পানিটাকে—স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ!'

'বুভারি পরিবার?' চমকে উঠল রানা। 'তারমানে এতদিন থেকে একই শত্রুর পিছনে ছুটছি আমরা?'

'অবস্থাদৃষ্টে তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

'এতে কোনও সন্দেহ নেই তো, অ্যাডমিরাল? মানে... ব্রিটিশরা তো অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে, কিন্তু স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে কোনও কানেকশন খুঁজে পায়নি।'

'ওদের হাতে ভিনাস নেই। ডামি কর্পোরেশনের ট্রেইল তছনছ করতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লেগেছে ল্যারি কিঙের।'

অবাক হলো না রানা। ল্যারি কিং নুমার কম্পিউটার উইযার্ড। ওর তৈরি করা সুপার-কম্পিউটার ভিনাস এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। দুনিয়ার সেরা কম্পিউটার বললে অত্যুক্তি করা হয় না। স্বাভাবিক কম্পিউটারের পক্ষে অসম্ভব, এমন যে-কোনও কাজ চোখের পলকে করে ফেলতে পারে ভিনাস।

'ব্রিটিশ সরকারকে কি বুভারি পরিবারের কথা জানানো হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'না, ওরা নিজেরাই খুঁজে বের করুক,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঢাকঢোল পিটিয়ে এমন একটা প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। আমি চাইছি চুপচাপ একটা ব্যবস্থা নিতে।'

'কীভাবে, সার?'

'বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকেই আসবে বলে আশা করছি আমি। টেক ইয়োর টাইম। মুরল্যাণ্ড আছে তোমার সঙ্গে, ড. আসিফ আর ড. তানিয়াকেও চাইলে দলে রাখতে পারো। কিন্তু বুভারিদের ঠেকানোর একটা পরিকল্পনা তৈরি করা চাই।'

'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল। আমি দেখছি কী করা যায়।'

'বেস্ট অভ লাক। আর হ্যাঁ... ফ্রান্স থেকে দিদিয়ের দেশম নামে এক লোক খুব খোঁজাখুঁজি করছে তোমাকে। আমাদের এখানে ফোন করেছে বেশ কয়েকবার। চেনো ওকে?'

'জী। অ্যান্টিক ডিলার। ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটের ব্যাপারে সাহায্য করছে আমাকে আর লুনা পারসেলকে। ঠিক আছে, আমি যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে।'

'কী ঘটে না ঘটে, জানিয়ো আমাকে।'

'জানাব, সার।'

লাইন কেটে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। দরজায় টোকা পড়ল। শোনা গেল মুরল্যাণ্ডের গলা।

'রানা, ডিনার করবে না? আমরা রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি।'

'যাও, আমি আসছি।'

দশ মিনিট পর একটা টেবিল দখল করে বসল নুমার চার সদস্য। অ্যাডমিরালের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা সবাইকে খুলে বলল রানা।

'শুনে ভারি খুশি হলাম,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারি নামের বদমাশগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমি এক পায়ে খাড়া!'

'আমরাও তোমার সঙ্গে আছি, রানা,' বলল আসিফ।

'তোমরা কিন্তু আসল সমস্যার কথা ভুলে যাচ্ছ,' বলে উঠল তানিয়া।

'ঠিক বলেছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ক্ষুধার চেয়ে বড় সমস্যা আর নেই। খালি পেটে সিরিয়াস আলাপ জমে? এখানকার ওয়েইটার

কোথায়?'

'ঠাট্টা-মশকরা বন্ধ করো, ববি,' বিরক্ত গলায় বলল তানিয়া। 'আমি গরগন-উইডের কথা বলছি।'

'ভুলিনি আমি,' রানা বলল। 'এখনকার পরিস্থিতি কী?'

'ড. সলোমনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমার। শৈবালটা আগের চেয়েও দ্রুত ছড়াচ্ছে।'

'বুভারিদের মাইনিং অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। এতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তানিয়া। 'তা হলে তো ভালই হতো। কিন্তু গরগন-উইড এখন নিজেরাই বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। ওদের বিস্তার আর গোস্ট সিটির এনযাইমের উপর নির্ভরশীল নয়।'

'কতটা সময় আছে আমাদের হাতে?'

'বলা মুশকিল। সামুদ্রিক স্রোতের সঙ্গে ছড়াচ্ছে শৈবালটা। নির্দিষ্ট সময়সীমা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চিত।'

'বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারি পরিবার অমর হতে চাইছে, অথচ ওদেরই কারণে এমন এক পৃথিবীর সৃষ্টি হতে চলেছে, যেখানে অমর হয়ে কোনও লাভ নেই!'

সঙ্গীদের দিকে পালা করে তাকাল রানা। 'কীভাবে ঠেকানো যায় এই শৈবালকে, কিছু ধারণা করতে পারো?'

'গোস্ট সিটির এনযাইমে লুকিয়ে আছে গোটা মিউটেশনের চাবিকাঠি,' তানিয়া বলল। 'ওটার মলিকিউলার মেকআপ যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে একটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে আশা করি।'

'ড. হেণ্ডারসন কী যেন এক তৃতীয় ডোজের কথা বলছিল...'

'আগেই বলেছি, ওটা কী জিনিস, সে-ব্যাপারে কোনও

ধারণা নেই আমার। মরার আগে প্রলাপও বকে থাকতে পারেন।'

'তা হলে কী করতে চাও তোমরা?'

'আমার মনে হয়, ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়াই ভাল হবে,' নিজের মতামত দিল আসিফ। 'ড. সলোমনের সাহায্য নিয়ে নুমার ল্যাবে এনযাইম নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারি।'

'হুম, সেটাই বোধহয় ভাল হবে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, কাল সকালে কোনও ফ্লাইট পাও কি না দেখো। আমি আর ববি এদিক থেকে বিকল্প প্ল্যান সাজাব।'

ওয়েইটার এসে পড়েছে। ডিনারের অর্ডার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে লবি থেকে দিদিয়ের দেশমের নাম্বারে ফোন করল রানা। দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে অ্যান্টিক ডিলারের কণ্ঠ ভেসে এল।

'দেশম বলছি।'

'মসিয়ো দেশম, আমি মাসুদ রানা।'

'মসিয়ো রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দেশম। 'কোথায় আপনি? আমি গত ক'দিন থেকে আপনাকে খুঁজে মরছি।'

'দুঃখিত, ব্যস্ত ছিলাম। কী ব্যাপার?'

'লুনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আপনার?'

'না তো! ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি আমি, এ-মুহূর্তে স্কটল্যাণ্ডে আছি। ওর তো আপনার সঙ্গে থাকার কথা।'

'লুনা আমার এখানে নেই, মসিয়ো রানা। যে-দিন এসেছিল, সে-দিন বিকেলেই আবার ফিরে গেছে। হেলমেটের গায়ে আমরা একটা অদ্ভুত একটা সমীকরণ আবিষ্কার করেছি, ওটা সরবোনের এক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে নিয়ে গেছে ও। আমি নিজে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ

নেই ওর। ইউনিভার্সিটিতে ফোন করেছিলাম, কিন্তু ওখানে যায়নি ও।'

'অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে নেই তো?'

'না, মসিয়ো রানা। বাসার ফোন ধরছে না কেউ। মোবাইল ফোন বন্ধ। ওর বাড়িওয়ালির সঙ্গেও কথা বলেছি। লুনা নাকি সেদিনের পর থেকে বাসাতেই ফেরেনি।'

লুনার অমঙ্গল আশঙ্কায় রানার মনটা ছোট হয়ে গেল। বলল, 'আপনি এখুনি পুলিশে খবর দিন, মসিয়ো দেশম।'

'পুলিশ? কিন্তু...'

'জানি, আপনি পুলিশি হাঙ্গামা পছন্দ করেন না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু এখন খবর না দিয়ে উপায় নেই। লুনার জীবন-মরণের প্রশ্ন। দরকার হলে থানায় বেনামী ফোন করুন।'

'ঠিক আছে, আমি ফোন করব,' বলল দেশম। 'লুনাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখি। ওর কোনও বিপদ হোক, তা চাই না। মানা করেছিলাম প্যারিসে ফিরতে, কিন্তু জেদি মেয়েটা কোনও কথাই শুনল না।'

'রিল্যাক্স, ওকে খুঁজে বের করব আমরা। আমি আগামীকালই ফিরছি ফ্রান্সে। প্যারিসে পৌঁছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'আমি অপেক্ষা করব, মসিয়ো রানা।'

ফোন নামিয়ে রেখে রুমে ফিরে গেল রানা। সঙ্গীদের ডেকে আনল।

'কী ব্যাপার?' হাই তুলে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আচমকা আবার তলব কেন?'

দিদিয়ের দেশমের ফোনের কথা খুলে বলল রানা।

ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'ভাবছ, বুভারিরা কিডন্যাপ করেছে তোমার বান্ধবীকে?'

'নিরীহ একজন আর্কিয়োলজিস্ট, কিংবা পুরনো আমলের একটা হেলমেটের ব্যাপারে আর তো কারও আগ্রহ নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল তানিয়া। 'ওরা হেলমেট চাইছে। জিনিসটা লুনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেই চলত। ওকে কিডন্যাপ করেছে কেন?'

'বুঝতে পারছ না?' হেঁয়ালির ভঙ্গিতে বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সবাই। তারপর মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'টোপ... লুনা পারসেলকে টোপ বানানো হয়েছে, যাতে তুমি পা দাও ওদের ফাঁদে।'

'ঠিকই ধরেছ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওরা জানে, লুনা কিডন্যাপ হয়েছে শুনলে আমি শ্যাতো বুভারিতে হানা দেব। ওখানে আমার জন্য জামাই-আদরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'যাচ্ছিস না নিশ্চয়ই?' বলল আসিফ।

হাসল রানা। 'এত আশা করে ফাঁদ পেতেছে... ওদেরকে হতাশ করি কীভাবে?'

'কী!'

'ঠিকই শুনছিস। লুনাকে উদ্ধার করতে হবে... আর সেজন্য শ্যাতো বুভারিতে না গিয়ে উপায় নেই। ফাঁদে পা দেব আমি, তবে সেই ফাঁদ তছনছ করে বেরিয়েও আসব। তোদের সাহায্য দরকার।'

'আমাদের ওয়াশিংটনে যাবার প্ল্যান তা হলে বাতিল?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'আপাতত,' বলল রানা। 'শ্যাতো বুভারির ধারেকাছে চেহারা দেখাতে পারব না আমি। কাজেই ওখানে গিয়ে ভিতরে ঢোকার একটা পথ বের করতে হবে তোমাদের দু'জনকে।'

'আর ববি?'

'ও আমার সঙ্গে থাকবে। তোমরা যখন শ্যাতোর কাছে ঘুরঘুর করবে, আমি আর ববি তখন ফাঁদ-কাটার জোগাড়যন্ত্র করব।'

'আমার একটা কথা আছে,' স্কুলছাত্রের মত ডানহাত তুলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারিদের গালে জুতোর বাড়ি দেবার সুযোগ দিতে হবে আমাকে। নইলে আমি এর মধ্যে নেই।'

হেসে উঠল সবাই।

রানা বলল, 'ওই সুযোগ অনেকেই চাইবে। তোমাকে লাইন ধরতে হবে, ববি।'

'আচ্ছা বেশ, এখুনি ধরলাম।'

আরেক দফা হাসল সবাই।

'তা হলে... কখন যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'কাল সকালে,' রানা বলল। 'নাইজেলের সঙ্গে কথা বলছি এখুনি। টিকেটের ব্যবস্থা করতে বলব। তোরা বুভারি এস্টেটে যাবি, আর আমরা যাব প্যারিসে। সাবধানে থাকিস, মাদাম বুভারি আর তার ছেলে খুবই ভয়ঙ্কর মানুষ। কোন্ মতলবে ওখানে গেছিস, সেটা টের পেলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে।'

'চিন্তা করিস না, সাবধানেই থাকব আমরা।'

'সবাই তা হলে এখন শুতে যাও, বিশ্রাম নাও ভাল করে। সামনে অনেক কাজ।'

লুনার বয়স যখন পাঁচ, তখন ওকে নটরডেমের ক্যাথেড্রালে নিয়ে গিয়েছিলেন ওর বাবা। ওখানেই জীবনের প্রথম গারগয়েল দেখে ও। পাথর কুঁদে তৈরি করা পিশাচমূর্তি দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল লুনা, ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন মি. পারসেল এ-ই বলে যে, গারগয়েল আসলে বিল্ডিঙের ছাতের কিনারায় লাগানো

নলের মুখ ছাড়া আর কিছু না। বৃষ্টি-বাদলের সময় ছাতে জমে থাকা পানি ওই নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। ভয় কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে নিরন্তর—বিদঘুটে পিশাচের চেহারা না দিয়ে নলের মুখ কি সুন্দর কোনও ভাস্কর্য হতে পারত না? তাতে ক্ষতি কী ছিল?

আজ বহুদিন পর ছেলেবেলার সেই ভয়টা ফিরে এল। পিট পিট করে চোখ খুলতেই গারগয়েলের মত ভয়ঙ্কর একটা চেহারা দেখতে পেল লুনা। ওকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে ওটা।

'ওয়েলকাম ব্যাক, মাদমোয়াজেল,' খসখসে কণ্ঠ শুনতে পেল লুনা। 'আপনাকে আমরা মিস করেছি।'

ঘোর ঘোর ভাব অনুভব করছে লুনা। মাথা ঝাঁকিয়ে কাটাবার চেষ্টা করল সেটা। চিনতে পারল বিশ্রী চেহারা আর কণ্ঠের মালিককে। ভ্যাসিলি... শ্যাতোর বুভারির রক্ষী-বাহিনীর প্রধান।

'উঠুন, হাত-মুখ ধুয়ে ধাতস্থ হোন,' বলল লোকটা। 'দেরি করবেন না, আমি পনেরো মিনিট পর আসব আপনাকে নিয়ে যেতে।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ মুদল লুনা। যখন খুলল, তখন ভ্যাসিলি অদৃশ্য হয়েছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। চারপাশে তাকাল। পরিচিত কামরা, এখানেই কস্টিউম পার্টিতে যাবার আগে পোশাক পাল্টেছিল। আচমকা বুঝতে পারল, শ্যাতো বুভারিতে ফিরে এসেছে ও। মনে পড়ে গেল জ্ঞান হারাবার আগের ঘটনা। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনের সেই হাসিখুশি দম্পতি... ওরা একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল ওকে।

গোঙানির মত একটা শব্দ বেরুল লুনার কণ্ঠ দিয়ে। পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে গেছে দিবালোকের মত। ওকে কিডন্যাপ

করা হয়েছে!

বিছানা থেকে পা নামাল লুনা। মুখের ভিতর একটা তিতকুটে স্বাদ লেগে আছে, সম্ভবত শরীরে ইনজেক্ট করা কেমিক্যালের প্রতিক্রিয়া। হায় ঈশ্বর, কত সময় ধরে অজ্ঞান ছিল ও। কয়েক ঘণ্টা, নাকি কয়েক দিন? বোঝার কোনও উপায় নেই। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠল দুনিয়া—মাথা ঘুরছে। টলমল পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ও, বমি করল কমোডে।

আয়নায় নিজেকে দেখল লুনা। চেহারা বদলে গেছে। মুখের রঙ ফ্যাকাসে, গর্তে বসে গেছে চোখ। হাত-মুখ ধুয়ে নেবার পর একটু ভাল বোধ করল। আঙুল দিয়ে এলোমেলো চুল আঁচড়াল, হাত দিয়ে চেপে জামা-কাপড়ের ভাঁজ সমান করল যতটা পারে। রুমে ফিরতেই দরজা খুলে গেল। ভ্যাসিলি ফিরে এসেছে। কিছু বলল না, শুধু ইশারা করল তাকে অনুসরণ করতে।

রক্ষী-বাহিনীর প্রধানের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল লুনা। সিঁড়ি আর কার্পেটে মোড়া কয়েকটা করিডোর পেরিয়ে পোর্ট্রেট গ্যালারিতে পৌঁছুল ওরা। জায়গাটা পেরুনোর সময় থিয়োডর বুভারির পেইন্টিং খুঁজল ও, কিন্তু দেখতে পেল না। পোর্ট্রেটটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন সাদা দেয়াল। একটু পর মাদাম বুভারির অফিসের সামনে পৌঁছে থামল দুজনে।

লুনার দিকে ফিরে রহস্যের হাসি হাসল ভ্যাসিলি, তারপর নক করল দরজায়। ভিতর থেকে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। দরজা খুলে লুনাকে কামরার মাঝে ঠেলে দিল ভ্যাসিলি, নিজে ঢুকল না। আস্তে করে টেনে দিল দরজা। ডেস্কের ওপাশে স্বর্ণকেশী এক মহিলাকে দেখতে পেল লুনা, মাদাম বুভারির মত বয়স্ক নয়, পাশ ফিরে জানালার দিকে মুখ করে রেখেছে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে সুইভেল চেয়ার ঘোরাল, মুখোমুখি হলো

বন্দিনীর।

এবার মহিলাকে ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। বয়স টেনেটুনে চল্লিশ হতে পারে, মাখনের মত কোমল চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে কি পড়েনি। বেশ সুন্দরী, চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের গভীর। চেহারাটা কেন যেন চেনা চেনা ঠেকছে।

'শুভ অপরাহ্ন, মাদমোয়াজেল পারসেল!' ভরাট কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল মহিলা। 'আবার আপনার দেখা পেয়ে ভাল লাগছে। সেদিন এত তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন, ঠিকমত বিদায় দিতে পারিনি।'

থতমত খেয়ে গেল লুনা। দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়েছে কি না বুঝতে পারছে না।

'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে বলল মহিলা।

রোবটের মত আদেশটা পালন করল লুনা। মাথা কাজ করছে না।

মুচকি হাসল মহিলা। 'কী ব্যাপার? আপনাকে কেমন যেন হতবাক দেখাচ্ছে।'

আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই লুনার। সামনে বসা মহিলার কণ্ঠ পরিষ্কার চিনতে পারছে ও—মাদাম বুভারির! বার্ধক্যজনিত বৈশিষ্ট্যগুলো নেই বটে, কিন্তু কণ্ঠটা যে তারই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা খেলছে ওর মাথায়। কে এই মহিলা? আইরিন বুভারির মেয়ে? নাকি ভেন্ট্রিলোকুইজমের জাদু দেখানো হচ্ছে ওকে?

'কী হলো? অমন চুপ মেরে গেলেন কেন?' বলল মহিলা।

গলা খাঁকারি দিল লুনা। জানতে চাইল, 'আমাকে কি সম্মোহন করা হয়েছে?'

'মোটেই না,' হাসল মহিলা। 'যা দেখছেন, তার পুরোটাই বাস্তব।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে গেল লুনার। 'আ... আপনি মাদাম বুভারি?'

'এক এবং অদ্বিতীয়, মাই ডিয়ার,' দম্ভ ফুটল মাদাম বুভারির কণ্ঠে। 'পার্থক্য শুধু এই যে, নবযৌবন ফিরে পেয়েছি আমি।'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল লুনার। 'আপনার প্লাস্টিক সার্জনের নামটা জানা যাবে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে এল মাদাম বুভারি, ওর পাশে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকল একটু লুনার হাত তুলে নিজের গালে ঠেকাল সে। 'এবার বলুন, কোনও সার্জনের পক্ষে এমন নিখুঁত কাজ সম্ভব কি না।'

হাতের তালুতে মোলায়েম ত্বকের স্পর্শ পাচ্ছে লুনা। তাতে এক বিন্দু কৃত্রিমতা নেই। না, দুনিয়ার কোনও শল্য চিকিৎসক এমন ত্বক সৃষ্টি করতে পারবে না।

'অবিশ্বাস্য!' মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল লুনার।

সোজা হলো মাদাম বুভারি, বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে গেল নিজের চেয়ারে। টেবিলের উপর মেলে ধরল দু'হাত। লুনা লক্ষ করল, মুখের মত হাতের আঙুলগুলোও যৌবন ফিরে পেয়েছে। সামান্যতম ভাঁজ নেই চামড়ায়। মুখে কোনও কথা ফুটল না ওর।

'ভয়ের কিছু নেই,' হেসে বলল মাদাম বুভারি। 'আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন না। বাইরেটা শুধু বদলেছে, ভিতরে আমি আগের মানুষই আছি, ঠিক যেমন আপনি আর মসিয়ো মাসুদ রানা দেখেছিলেন। ভাল কথা, উনি কেমন আছেন?'

'জানি না,' বলল লুনা। 'রানার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি সেদিনের পর থেকে।' একটু ইতস্তত করল ও। 'কীভাবে?'

'কীভাবে আমি থুত্থুরে বুড়ি থেকে জোয়ান হয়ে উঠলাম?' চেয়ারে হেলান দিল মাদাম বুভারি। 'লম্বা এক কাহিনি সেটা।

তবে আমাদের পারিবারিক হেলমেট নিয়ে থিয়োডর যদি পালিয়ে না যেত, তা হলে এই কাহিনি অনেক সংক্ষিপ্ত হতে পারত। ওর কারণে একশো বছর পিছিয়ে গেছি আমরা, অলরেডি সফল হওয়া একটা গবেষণার পিছনে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়েছে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

লুনার চোখে চোখ রাখল মাদাম বুভারি। 'আপনি তো পুরনো অস্ত্র-শস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ। থিয়োডরের হেলমেট সম্পর্কে কী জানতে পেরেছেন?'

'জিনিসটা খুবই পুরনো,' বলল লুনা। 'বয়স পাঁচশো বছর, কিংবা তারও বেশি। ধাতু অত্যন্ত উন্নত মানের, সম্ভবত কোনও উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গেছে ওটা।'

হাততালি দিল মাদাম বুভারি। 'চমৎকার। একেবারে ঠিক আন্দাজ করেছেন। বহুকাল আগে এক উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গিয়েছিল ওই মেটাল। সেটার সাহায্যে আমাদের এক পূর্বপুরুষ ওই হেলমেট তৈরি করেন। প্রাচীনকালের বহু যুদ্ধে বহু বুভারির প্রাণ বাঁচিয়েছে ওটা। পরিবারের ঐতিহ্য হিসেবে প্রতি প্রজন্মের প্রধান বুভারির হাতে তুলে দেয়া হতো এই হেলমেট। সে-হিসেবে জিনিসটার সত্যিকার মালিক আমি; আমার ভাই থিয়োডর নয়। ওটা চুরি করেছিল ও।'

এক মুহূর্ত লাগল লুনার কথাটা বুঝতে। তারপরই ভুরু কুঁচকে ও বলল, 'আপনার ভাই মানে?'

'ঠিক শুনছেন। থিয়োডর আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল।'

থমকে গেল লুনা। বলে কী এই মহিলা? 'আ... আপনি থিয়োডরের বোন? তবে যে শুনেছিলাম, আপনি থিয়োডরের বোনের নাতনি?'

'দুনিয়ার চোখে ধুলো দেয়ার জন্য সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি। সত্যিকার পরিচয় জানলে লোকে আমার ব্যাপারে অতি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠত।'

হিসেব করার চেষ্টা করল লুনা। কিন্তু তালগোল পাকিয়ে গেল সব। অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আপনার বয়স...'

'সম্ভ্রান্ত কোনও ভদ্রমহিলাকে বয়স জিজ্ঞেস করতে হয় না,' বাঁকা সুরে বলল মাদাম বুভারি। 'ওটা অভদ্রতা। তবে এটুকু জানিয়ে রাখি—একশো বছরের সীমা বহুদিন আগে পার করেছি আমি।'

মাথা নাড়ল লুনা। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ পাচ্ছি,' বলল মাদাম বুভারি, তবে সেটা শুধুই কথার কথা, খুশি হয়েছে আসলে। 'বিস্তারিত জানতে চান?'

কৌতূহল আর ভয়ের টানাপড়েন শুরু হলো লুনার ভিতর। বলল, 'আপনাদের সম্পর্কে বেশি জানলে কী হয়, সেটা লর্ড ওয়ালটনের বেলায় দেখেছি আমি।'

'হাহ্, ওয়ালটন ছিল একটা মদ্যপ বাচাল। ওকে দুনিয়া থেকে সরানো খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপনাকে এখুনি পরপারে পাঠানোর ইচ্ছে নেই আমার! তাতে নিজেরই ক্ষতি। মরা টোপের চেয়ে জ্যান্ত টোপ অনেক বেশি কাজ দেয়, তা জানেন তো?'

'টোপ! কীসের জন্য?'

'কীসের নয়, বলুন কার জন্য।' শয়তানি হাসি ফুটল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'মাসুদ রানা! আর কে?'

পনেরো

গনগনে উত্তাপে ভরা মরুভূমির মাঝে মরুদ্যান দেখতে পেলে যে-ধরনের অনুভূতি হয়, রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ দেখতে পেয়ে ঠিক একই অনুভূতি সৃষ্টি হলো আসিফ আর তানিয়ার মধ্যে। সারাদিন রাস্তায় কেটেছে ওদের, খাওয়াদাওয়ার সুযোগ মেলেনি, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। রেস্তোরাঁ দেখেই গাড়ি থামাল ওরা। ঢুকে পড়ল ওখানে।

জায়গাটা আহামরি কিছু নয়। পুরনো এক ফার্মহাউস সংস্কার করে রেস্তোরাঁ বানানো হয়েছে। আশপাশে এখনও রয়ে গেছে ফসলের খেত। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ। তবে ওখানে ঢোকায় নানা দিক থেকে লাভবান হলো ওরা। রান্না চমৎকার, সুস্বাদু খাবারে পেট ভরাতে পারল; একই সঙ্গে আবিষ্কার করল, রেস্তোরাঁর তরুণ মালিক এই এলাকার খবরের ভাণ্ডার।

ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে অর্ডার দিতে শুরু করেছিল আসিফ, কিন্তু তরুণ জানাল—সে ইংরেজি জানে। তার নাম ফ্যেনুয়্যা, নিউ ইয়র্কের এক রেস্টুরেন্টে বেশ কিছুদিন বাবুর্চি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু আমেরিকার জীবন ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে ওঠায় দেশে ফিরে এসেছে, এখানে ছোট রেস্তোরাঁ খুলে ব্যবসা করছে।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল আসিফ। 'আমি আসিফ রেজা। ইনি আমার স্ত্রী... তানিয়া।'

'ইণ্ডিয়ান?' জিজ্ঞেস করল ফ্যেনুয়্যা।

'না, বাংলাদেশি। তবে এখন আমরা আমেরিকায় সেটেলড্।'

মুগ্ধ চোখে তানিয়াকে দেখল ফরাসি তরুণ। প্রশংসার সুরে বলল, 'আপনি অত্যন্ত সুন্দরী, মাদমোয়াজেল। এমন স্ত্রী পেয়েছেন, সেটা আপনারও সৌভাগ্য, মসিয়ো রেজা।'

'ধন্যবাদ,' বলে একহাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল আসিফ। ফ্যেনুয়্যাকে বুঝিয়ে দিল, আমার বউয়ের দিকে আর নজর দিয়ো না, বাছা। 'এখন কি অর্ডার দিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি বলল ফ্যেনুয়্যা। ইশারা বুঝতে পেরেছে। মেন্যু বাড়িয়ে দিল খদ্দেরের দিকে।

অর্ডার দিল আসিফ-তানিয়া। খানিক পর খাবারের ট্রে নিয়ে হাজির হলো ফ্যেনুয়া। রেস্তোরাঁয় আর কোনও কর্মচারী নেই। সে নিজেই বাবুর্চি, ওয়েইটার, মালিক ও ম্যানেজার। আর কোনও কাস্টোমার নেই এ-মুহূর্তে, খাতিরযত্নের চূড়ান্ত করল। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'আপনারা কি বেড়াতে এসেছেন? নাকি কাজে?'

'দুটোই,' তানিয়া বলল।

'ওয়াশিংটনে আমাদের কয়েকটা ওয়াইন শপ আছে,' ব্যাখ্যা করল আসিফ। গল্পটা আগে থেকেই সাজিয়ে নিয়েছে ওরা। ভুয়া একটা ভিজিটিং কার্ড দিল ফ্যেনুয়্যাকে। 'তাই যেখানেই যাই, চোখ-কান খোলা রাখি। আঙুরের খামার দেখলেই ওখানকার মদ কেমন, সেটা পরীক্ষা করি। ভাল লাগলে দোকানের জন্য কিনি।'

'একেবারে ঠিক জায়গায় এসেছেন, মসিয়ো,' বলল ফ্যেনুয়্যা। 'এখানকার স্থানীয় মদের তুলনা হয় না। ট্রাই করে দেখবেন? পছন্দ হলে খামারের মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাদের।'

'নিশ্চয়ই, নিয়ে আসুন।'

দুটো গ্লাসে মদ পরিবেশন করল ফ্যেনুয়্যা। ছোট এক চুমুক দিয়ে তানিয়া বলল, 'বেশ কড়া! র‍্যাসবেরির ফ্লেভার আছে মনে হচ্ছে।'

আসিফও চুমুক দিল। 'হুম। ঝাঁঝালো একটা ভাব আছে, সেটাও পছন্দ হয়েছে আমার। সম্ভবত একটু মরিচের গুঁড়ো মেশানো হয়েছে।'

ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস নেই রেজা দম্পতির। কিন্তু ওয়াইন-এক্সপার্টদের কথা বলার ভঙ্গি শিখে এসেছে ওরা রানার কাছে। সে-অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলো ফ্যেনুয়্যা। বলল, 'আপনারা সত্যিই মদ চেনেন!'

'ধন্যবাদ,' বলল তানিয়া। 'আর কোনও খামারের মদ আছে?'

'আছে মানে?' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল ফ্যেনুয়্যা। 'আমাদের এলাকা তো আঙুর চাষের জন্যই বিখ্যাত। অনেক আঙুর-খামার আছে আশপাশে। সবাই মদ তৈরি করে।'

'আমরা একটার নাম শুনে এসেছি, কী যেন ওটা... বিভারি?'

'বিভারি না, বুভারি,' শুধরে দিল ফ্যেনুয়্যা।

'ও হ্যাঁ, বুভারিই তো।'

'আপনার এখানে ওদের মদ আছে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'জী না, মসিয়ো রেজা,' মাথা নাড়ল ফরাসি তরুণ। 'রাখতে পারলে ভাল হতো, জিনিসটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। বুভারিরা খুব অল্প পরিমাণে বানায়, সেটা যায় ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনী লোকজনের কাছে। এখানে যদি রাখতেও পারি, বিক্রি করতে পারব না। একেক বোতলের দাম হাজার ডলারের বেশি!'

'তাই নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল তানিয়া। 'বুভারি এস্টেটে যেতে হয় তা হলে। কী এমন আঙুর ওরা চাষ করছে, তা দেখে

আসা দরকার।'

মুখ বাঁকা করল ফ্যেনুয়্যা। 'চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। বুভারিরা একটু অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ।'

'মানে?'

'একেবারেই মিশুক না, দেখা দেয় না কাউকে।' ইতস্তত করল ফ্যেনুয়্যা। 'ইয়ে... পরিবারটা অনেক পুরনো। নানা রকম কেচ্ছা-কাহিনি চালু আছে ওদের সম্পর্কে।'

'কী ধরনের কেচ্ছা-কাহিনি?'

'গুজব বলে মনে হবে আপনাদের কাছে। এলাকার লোকজন গন্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন কি না! ওদের বিশ্বাস, বুভারিরা মানুষের রক্ত চুষে খায়।'

ভুরু কোঁচকাল আসিফ। 'ভ্যাম্পায়ার বলতে চাইছেন?'

হাসল ফ্যেনুয়্যা। 'বলেছি তো, কেচ্ছা-কাহিনি। কখনও ওদের চেহারা দেখে না লোকে, তাই নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। একটা ব্যাপার অনস্বীকার্য, ওদের মধ্যে কোনও না কোনও রহস্য আছে। আমরা এমনিতে বেশ মিশুক, অতিথিপরায়ণ। বুভারিরা ঠিক তার উল্টোটা। ওদের কারণে লোকে ভুল বোঝে আমাদেরকে।'

'খামোকা ভয় পাচ্ছেন,' বলল তানিয়া। 'এমন খাতিরযত্ন পাবার পর ভুল বোঝার কোনও অবকাশ নেই।'

হাসল ফ্যেনুয়্যা। এক টুকরো কাগজ এনে বুভারি এস্টেটে যাবার পথনির্দেশ লিখে দিল। বলল, 'আঙুর খেতের কাছে যেতে পারবেন, কিন্তু ওদের শ্যাতোর দিকে ভুলেও তাকাবেন না। *নো ট্রেসপাসিং*-এর সাইনবোর্ড দেখলেই উল্টো ঘুরবেন, ঠিক আছে? প্রাইভেসির ব্যাপারে ওরা খুবই সিরিয়াস।'

রেস্তোরাঁ মালিককে বিল মিটিয়ে দিল ওরা। তারপর বেরিয়ে

এল। গাড়িতে উঠে হেসে ফেলল তানিয়া। স্বামীকে বলল, 'ভাল অভিনয় করেছ। বেচারা ফ্যেনুয়্যা বুঝতে পারেনি, ওয়াইনের কিছুই জানি না আমরা।'

'বোঝাবুঝির সময় কোথায়?' ইগনিশনের চাবি ঘুরিয়ে বলল আসিফ। 'ও তো হাঁ করে তোমাকে দেখছিল সারাক্ষণ।'

'তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'উঁহুঁ,' হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করল আসিফ। 'হিংসা তো করবে ও... তোমাকে আমার পাশে দেখে।'

স্বামীর হাতে চিমটি কাটল তানিয়া। তারপর ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে ম্যাপ নিয়ে কোলের উপর বিছাল। ফ্যেনুয়্যার কাছ থেকে পাওয়া পথনির্দেশ মেলাল। বলল, 'দশ মাইল সামনে একটা মোড় পড়বে। ওটা ধরে যাওয়া যাবে শ্যাতো বুভারিতে।'

'ফ্যেনুয়্যা যেভাবে বলল, তাতে তো নাম পাল্টে ক্যাসল ড্রাকুলা ডাকতে হবে,' ঠাট্টা করল আসিফ।

'ভুল,' দ্বিমত পোষণ করল তানিয়া। 'রানার গল্প যদি সত্যি হয়, তা হলে মাদাম বুভারির সামনে কাউন্ট ড্রাকুলা কোনও পাত্তাই পাবে না।'

বিশ মিনিট পর মোড়ের সামনে পৌঁছুল ওরা। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে কাঁচা রাস্তায় নামল আসিফ। দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়সারি, তার গায়ে রয়েছে আঙুরের খেত। চেহারা দেখে বোঝা গেল, নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। আশপাশে কোথাও খামারের নাম লেখা নেই, সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় বলেই। বুভারিদের এক টুকরো জমিও কেউ ভুল করে নিজের ভাববে না।

একটু পর খেত-খামার পেরিয়ে গাছপালায় ছাওয়া অংশে পৌঁছে গেল গাড়ি। গাছের গায়ে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি আর স্প্যানিশে লেখা সতর্কবাণী চোখে পড়ল। পাত্তা দিল না আসিফ, এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিট পর অবশ্য না থেমে উপায় রইল না,

সামনে চেইন-লিঙ্কের বেড়া। গেট আছে, তার গায়ে লাল হরফে সতর্কবাণী—বেড়াটা বিদ্যুতায়িত। ওপাশটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিনা অনুমতিতে ঢোকার চেষ্টা করলে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং আহত হতে হবে।

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'ফ্যেনুয়্যা ভুল বলেনি। প্রাইভেসির ব্যাপারে ওরা সত্যিই সিরিয়াস। অতিথি পছন্দ করে না।'

'তা হলে অভ্যর্থনা জানাতে আসছে কেন?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'অভ্যর্থনা!'

'রিয়ারভিউ মিররে দেখো।'

গাছপালার আড়াল থেকে একটা কালো রঙের এস.ইউ.ভি. বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে থামল, যাতে আসিফদের পথ আটকে যায়। দু'জন মানুষ নেমে এল ওটা থেকে। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজন একটা হিংস্র রটওয়েইলার কুকুরের শেকল ধরে রেখেছে। সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে এল। থামল আসিফদের গাড়ির দু'পাশে এসে।

ভাল করে দুই রক্ষীকে দেখল আসিফ। একজন গাঁট্টাগোট্টা, অন্যজন বেশ লম্বা। মাথা-কামানো। হাবভাবে নেতা বলে মনে হচ্ছে। কুকুরের শেকল হাতে, কিন্তু কোমরের হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে চকচকে একটা পিস্তল।

'বেরিয়ে আসুন,' ধমকের সুরে বলল লোকটা।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল রেজা দম্পতি। দক্ষ হাতে ওদেরকে সার্চ করল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। বলা বাহুল্য, কিছু পেল না।

'আপনাদের পরিচয়?' জানতে চাইল নেতা।

'আসিফ এবং তানিয়া রেজা,' বলল আসিফ। 'ওয়াইন

মার্চেন্ট।'

'এখানে কী চাই?'

কাছের একটা আঙুর খামারের নাম বলল আসিফ। ওখানে যেতে চায়।

'ভুল পথে এসেছেন,' বলল নেতা। 'এটা বুভারি এস্টেট। মেইন রোড ধরে আরও দু'মাইল গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতে হবে আপনাদেরকে।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না!' মুখ ঝামটা দিল তানিয়া। 'কত করে বললাম, ভালমত রাস্তাঘাট চিনে নাও। এখন শিক্ষা হলো তো?'

মুখ কাঁচুমাঁচু হয়ে গেল আসিফের। সেটা দেখে হেসে উঠল দুই রক্ষী। টাকমাথা লোকটা বলল, 'ইটস্ ওকে, ম্যা'ম। ভুলত্রুটি হতেই পারে। রেহাই দিন বেচারাকে।'

'সো নাইস অভ ইউ,' ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বলল তানিয়া। 'আপনাদের এখানেও তো আঙুরের খেত আছে। আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি?'

'ঠিক আছে, দেখুন। কিন্তু বেড়া থেকে দূরে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ... অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' আসিফের দিকে ফিরল তানিয়া। 'কী হলো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো!'

গাড়িতে উঠে বসল স্বামী-স্ত্রী। এস.ইউ.ভি. সরিয়ে নেয়া হলো, উল্টো ঘুরে চলতে শুরু করল আসিফের গাড়ি। রিয়ারভিউ মিররে টাকমাথা লোকটাকে শেষবারের মত দেখে নিল তানিয়া। বলল, 'ও-ই সম্ভবত রানার *দোস্ত* ভ্যাসিলি। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।'

আসিফ কিছু বলল না। মুখ গোমড়া করে রেখেছে।

তানিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার... কথা বলছ না কেন? বকা দিয়েছি বলে রাগ করেছ? আরে... ওটা তো অভিনয় ছিল!'

'সেজন্য কিছু মনে করিনি,' বলল আসিফ। 'কিন্তু বার বার তুমি মেয়েলি আকর্ষণ খাটিয়ে কাজ উদ্ধার করছ, সেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। প্রথমে ফ্যেনুয়্যা... এখন আবার ভ্যাসিলি?'

'সমস্যা কোথায়?'

'কামনার দৃষ্টি লক্ষ করেছি আমি ওদের চোখে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।'

'ধ্যাৎ! খামোকাই চিন্তা করছ। চারদিকে মনোযোগ দাও। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এখানে। ওদের সিকিউরিটি ভেদ করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে তার আগেই।'

আঙুর খেতের মাঝে ভাঙাচোরা একটা পথ দেখতে পেয়ে সেখানে গাড়ি ঢোকাল আসিফ। কিছুদূর এগোলে একদল শ্রমিকের দেখা পাওয়া গেল। আঙুর তুলছে। সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে তাদের শ্বেতাঙ্গ সুপারভাইজর। গাড়ি থামিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল রেজা দম্পতি।

'কে আপনারা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সুপারভাইজর।

মদ-ব্যবসায়ীর পরিচয়টা আরেকবার দিল আসিফ। জানাল, ভ্যাসিলির অনুমতি নিয়ে খেত দেখতে এসেছে।

'বেশ, দেখুন যত খুশি,' নিস্পৃহ গলায় বলল সুপারভাইজর।

'ইয়ে... মসিয়ো...'

'মারচান্দ। গাই মারচান্দ।' নিজের নাম বলল সুপারভাইজর।

'হ্যাঁ, মসিয়ো মারচান্দ... আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'কী কথা?'

'না, মানে... খামার সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম। সময় দিতে পারবেন?'

'সময় দিতে পারব না, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে এখানেই

করুন। এই কালো লেবারগুলো হচ্ছে বদের হাড্ডি, সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি দেয়।'

'ওটা একটা প্রশ্ন। সব লেবার কালো কেন?'

'অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট,' বলল মারচান্দ। 'সেনেগাল থেকে এসেছে। দু'বেলার খাবার, আর রাতে শোয়ার জায়গা পেলেই খুশি। বুঝতেই পারছেন! এরা থাকতে স্থানীয় লেবার নেবে কেন কেউ?'

'হুম,' মাথা দোলাল তানিয়া। 'আসার পথে একটা রেস্তোরাঁয় থেমেছিলাম। আপনাদের মদের খুব প্রশংসা শুনলাম। একেবারে নাকি ফার্স্ট ক্লাস?'

'ঠিকই শুনেছেন,' হাসি ফুটল সুপারভাইজরের ঠোঁটে। তোয়াজ পেয়ে খুশি হয়েছে। 'আমাদের আঙুর দেখতে চান? আসুন।'

আঙুরলতার কাছে গিয়ে লেকচার ঝাড়তে শুরু করল সে। এখানকার মাটি, পানি আর আবহাওয়া যে আঙুর উৎপাদনের জন্য কত ভাল—তা বোঝাল দুই অতিথিকে। লতা থেকে আঙুর ছিঁড়ে খেতে দিল। ফলগুলো পুরুষ্ট, রসে ভরা। অত্যন্ত মিষ্টি। স্বীকার করতে বাধ্য হলো আসিফ-তানিয়া—এমন চমৎকার আঙুর খুব কম দেখেছে ওরা।

মারচান্দকে অনুসরণ করল ওরা। খেত থেকে আঙুর তুলে কীভাবে ট্রাকে তোলা হয়, তা দেখল।

'মদ তৈরি হয় কোথায়?' জানতে চাইল আসিফ।

'এস্টেটে,' জবাব দিল মারচান্দ। 'মসিয়ো ফিলিপ নিজে সব তদারক করেন।'

'মসিয়ো ফিলিপ আবার কে?'

'ফিলিপ বুভারি... এই খামারের মালিক।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'না। কারও সঙ্গে দেখা করেন না উনি।'

'আপনারা কখনও দেখেন না ওঁকে?'

'দেখি তো!' উপর দিকে আঙুল তুলল মারচান্দ। 'আকাশে!'

'ঠিক বুঝলাম না কথাটা।'

'নিজের বিমান নিয়ে খামারের উপর উড়ে বেড়ান মসিয়ো ফিলিপ।'

সুপারভাইজরের কথা থেকে জানা গেল, বিমান নিয়ে খেতে কীটনাশক ছড়াবার কাজ ফিলিপ নিজেই করে। একবার শ্রমিকদের উপর বিষ ছিটিয়ে দিয়েছিল। একজন মারা যায় তাতে, বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবৈধ অভিবাসী হওয়ায় পুলিশের কাছে যেতে পারেনি ওরা, কিন্তু মারচান্দ প্রতিবাদ জানিয়েছিল এ-ঘটনার। সবাইকে মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এস্টেট থেকে জানানো হয়েছে, ওটা স্রেফ দুর্ঘটনা, কিন্তু সুপারভাইজরের স্থির বিশ্বাস—ইচ্ছে করেই ওদের উপর কীটনাশক ছড়িয়েছিল ফিলিপ।

আলাপচারিতার ফাঁকে আঙুর-বোঝাই ট্রাক স্টার্ট হতে দেখল আসিফ। ধীর গতিতে এগোল ওটা, খেত থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল, একটু পর থামল বেড়ার সামনে গিয়ে। দু'জন গার্ড বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলল, তারপর খুলে দিল গেট। এস্টেটের ভিতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক; পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল ফটক।

স্ত্রী-র কাঁধে টোকা দিল আসিফ। 'চলো, ফেরার সময় হয়েছে।'

বিদায় নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল ওরা। খামার থেকে বেরিয়ে এল।

'সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল,'

বলল তানিয়া। 'রানা বাড়িয়ে বলেনি, বুভারিরা সত্যিই ডেঞ্জারাস পরিবার।' স্বামী গম্ভীর হয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। 'শ্রমিকদের উপর কীটনাশক ছড়ানোর কথা ভাবছি। মারচান্দের সঙ্গে আমি একমত। অ্যাকসিডেন্ট না, ইচ্ছে করে ছড়িয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভ্যাস আছে ওদের, একবিন্দু মূল্য দেয় না কাউকে। ড. হেণ্ডারসন ছাড়াও আরও অনেক বিজ্ঞানীকে খুন করেছে, বেচারা লর্ড ওয়ালটনকেও কী ভয়ানক শাস্তিই না দিয়েছে!'

মাথা ঝাঁকাল তানিয়া। 'মিউট্যান্টদের কথাও ভুলতে পারছি না আমি। বেঁচেও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে ওরা। বুভারিদেরকে পিশাচ বললেও কম বলা হয়।'

স্টিয়ারিঙের উপর কিল বসাল আসিফ। 'ওদের শাস্তি হওয়া দরকার!'

'শান্ত হও,' স্বামীর কাঁধে হাত রাখল তানিয়া। 'শাস্তি অবশ্যই হবে ওদের। কিন্তু সেজন্য রানা আর ববিকে ঢুকতে হবে ওদের প্রাসাদে। কী করা যায়, ভেবেছ কিছু? আমি কিন্তু বেড়া টপকানোর কোনও উপায় দেখছি না।'

'কে বলেছে উপায় নেই?' হাসল আসিফ। 'উপায় পেয়ে গেছি, ডার্লিং। রানা আর ববিকে এবার খবর দিতে হয়!'

কয়েক ঘণ্টা পর পৌঁছে গেল রানা আর ববি। স্থানীয় এক সরাইখানায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছে আসিফ-তানিয়া। রাতের খাওয়া সেরে মিটিঙে বসল ওরা।

'বল্ তোর প্ল্যান,' আসিফকে বলল রানা। 'কীভাবে ঢোকা যাবে শ্যাতোয়?'

ব্যাখ্যা করল আসিফ, বেশি সময় লাগল না।

শুনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হুঁ, মন্দ না।'

'মন্দ না মানে?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'খুবই বাজে প্ল্যান। আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'বিকল্প কোনও আইডিয়া আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'না... মানে... একটু চিন্তাভাবনা করলে...'

'চিন্তাভাবনার সময় নেই,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'এদিকটা সামলাবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওদেরকে। ধরে নিতে হবে, এরচেয়ে ভাল আর কোনও রাস্তা নেই। ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে একটা টাইমটেবিল দিয়ে এসেছি আমরা, সেটা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই?'

'কীসের কথা বলছিস?' জিজ্ঞেস করল আসিফ। 'প্যারিসে কী করে এসেছিস তোরা?'

'মিটিং,' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছি বুভারিদের গ্রেফতার করতে।'

'রাজি হয়েছে ওরা?'

'উঁহুঁ। সরাসরি কোনও পদক্ষেপ নেবে না ওরা। শেষ পর্যন্ত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দিয়ে ফোন করাতে হয়েছে। চাপাচাপির মুখে বিকল্প এক প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ওরা।'

'কী রকম?'

'বুভারি এস্টেটে ঢোকার জন্য অজুহাত তৈরি করে দিতে হবে। আমি আর ববি গিয়ে একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করব। এই ধর... আগুন, বা এই জাতীয় কিছু। সাহায্য করার জন্য ভিতরে ঢুকবে ফায়ার ব্রিগেড আর পুলিশ। এর মধ্যে লুনাকে উদ্ধার করব আমরা, পুলিশ পৌঁছালে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ আনবে [illegible]। [illegible] অ্যারেস্ট করা হবে মাদাম বুভারি আর তার সুপুত্রকে।'

'তাতে লাভ হবে? কতক্ষণই বা আর ওদেরকে আটকে

রাখতে পারবে পুলিশ? উল্টো আগুন লাগানোর জন্য তোদেরকেই তো ফাঁসিয়ে দিতে পারে!'

'জানি, প্ল্যানটা সুবিধের নয়,' স্বীকার করল রানা। 'তবে এ-ছাড়া আপাতত আর কোনও এক্সিট-স্ট্র্যাটেজি নেই। পুলিশ আমাদেরকে অ্যারেস্ট করলেই বা কী? জান নিয়ে তো বেরুতে পারব শ্যাতো থেকে। ওদেরকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল সন্ধ্যা থেকে মাঝরাতের মধ্যে বুভারি এস্টেটে দুর্ঘটনা ঘটবে।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের প্ল্যানে একটা গোলমাল দেখা দেবে,' শঙ্কা প্রকাশ করল তানিয়া।

'মনে হওয়ার কিছু নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'গোলমাল বাধবেই... আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। আমার আর রানার জন্য ওটা এক ধরনের নিয়তি বলতে পারো।'

'তবু যাবে ওখানে?' অবাক হলো তানিয়া। 'বিপদ হবে জেনেও?'

'অবশ্যই,' দাঁত বের করে হাসল মুরল্যাণ্ড। 'বিপদ আমাদেরকে চুম্বকের মত টানে।' রানার দিকে তাকাল। 'কী বলো, দোস্ত?'

'একদম খাঁটি কথা,' সায় দিল রানা।

ষোলো

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিকেল পাঁচটায় আঙুর খেতের

শ্রমিকরা কাজ শেষ করল। পরদিন ভোরে আবার ফিরবে। ক্লান্ত পায়ে ওরা যখন নিজেদের আবাসস্থলে ফিরছে, তখন পিছনে আঙুর বোঝাই পাঁচটা ট্রাক ছুটল বুভারি এস্টেটের দিকে। গেটের সামনে পৌঁছে থামল ওগুলো, দাড়িঅলা এক গার্ড এসে ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলল, তারপর খুলে দিল পাল্লা বেড়া অতিক্রম করে আবার এগোল ট্রাকগুলো। বড় একটা শেডের দিকে যাচ্ছে, ওখানে আঙুর আনলোড করা হবে।

শেডে ঢোকার আগে গতি কমাল ট্রাকের বহর, সঙ্গে সঙ্গে শেষের ট্রাকের পিছন থেকে লাফ দিয়ে নামল দুটো ছায়ামূর্তি। একছুটে ঢুকে পড়ল গাছপালার সারির ভিতর। আঁধার নেমে আসায় কেউ দেখতে পায়নি ওদের, আড়ালে পৌঁছে থামল দু'জনে। জামাকাপড় থেকে মাটি ঝাড়তে শুরু করল, মুখ আর হাত থেকে মুছতে চেষ্টা করল আঙুরের রস। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হলো না। বেগুনি রঙে মাখামাখি হয়ে থাকল চেহারা আর পোশাক।

থুঃ করে মুখ থেকে একদলা মাটি ফেলল ববি মুরল্যাণ্ড। সখেদে বলল, 'এই শেষবার আমি ওই জামাই-বউয়ের প্ল্যান ফলো করছি। অবস্থা দেখেছ? বেগুনি চামড়ার ভিনগ্রহবাসীর মত লাগছে আমাদেরকে!'

মাথার চুল থেকে পাতা আর ডাল বের করছে রানা। বলল, 'যতই অভিযোগ করো, প্ল্যানটা যে চমৎকার, তা অস্বীকার করতে পারবে না। কে ধারণা করবে, আমরা আঙুরের তলায় লুকিয়ে এখানে ঢুকতে পারি?'

খুব সহজ, কিন্তু কার্যকর একটা বুদ্ধি দিয়েছে আসিফ। শেষ বিকেলে ও আর তানিয়া আবার এসেছে বুভারিদের আঙুর বাগানে, সুপারভাইজর মারচান্দের সঙ্গে গল্প করার ছলে লোকটাকে ব্যস্ত রেখেছে। গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে ছিল রানা আর

মুরল্যাণ্ড, সুযোগ বুঝে নেমে গিয়ে সন্তর্পণে উঠে পড়েছে আঙুর-ভর্তি ট্রাকে। গা-ঢাকা দিয়েছে আঙুরের স্তূপের তলায়। এস্টেটে ঢোকার সময় ট্রাক চেক করা হয় না, ফলে নিরাপদেই সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছে ওরা।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোতে শুরু করল দু'বন্ধু। গাছপালার ভিতরে ঘনঘোর অন্ধকার, কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। হাতে একটা জিপিএস আর হ্যাণ্ডহেল্ড কম্পাস রয়েছে রানার, ও-দুটোর সাহায্য নিয়ে অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল শ্যাতোর কাছে। আড়াল থেকে উঁকি দিল ওরা। খোলা ময়দানের ওপাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রাচীরে ঘেরা প্রাসাদ। নিঃসঙ্গ এক গার্ড পাহারা দিচ্ছে ওখানে—পরিখার কিনার ধরে চক্কর দিচ্ছে।

'কপাল ভাল বলতে হবে,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'একজন মাত্র গার্ড দেখতে পাচ্ছি।'

'আমার কাছে ওটা সুবিধের মনে হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল রানা। 'বুভারিদের সম্পর্কে যতটা জেনেছি, সিকিউরিটির ব্যাপারে সামান্য ঢিলও দেয় না ওরা।'

সন্দেহ আরও বাড়ছে ড্র-ব্রিজ নামানো দেখে। শ্যাতোর ফটকের গ্রিলের পাল্লাটাও তুলে রাখা হয়েছে। বাইরের গেস্ট-ড্রাইভওয়ে শূন্য, মাঝখানের ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে বরাবরের মত। কানে ভেসে আসছে পরিখায় বয়ে যাওয়া পানির কুলুকুলু ধ্বনি। বড্ড শান্ত, বড্ড সমাহিত পরিবেশ। যেন ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকা হচ্ছে প্রাসাদের ভিতরে। শেষবার রানা যা দেখে গেছে, তার সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

'ফাঁদ, তাই না?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ, নেই শুধু পনিরের টুকরো।'

'কী করা যায় তা হলে?'

'তেমন কোনও বিকল্প দেখতে পাচ্ছি না। হয় উল্টো ঘুরে

পিঠটান দাও, নয়তো বুক ফুলিয়ে ঢুকে পড়ো ফাঁদের ভিতরে।'

'আঙুরের রসে কি খামোকা গোসল করেছি? না বাপু, উল্টো ঘুরতে রাজি নই আমি। চলো, কী ধরনের আপ্যায়ন অপেক্ষা করছে দেখে আসি।'

'কথা দিতে পারি, আমাদেরকে ছাড়তে চাইবে না ওরা।'

'কোনও অসুবিধে নেই। কীভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়, তা জানা আছে আমার। আশা করছি তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। রোলস-রয়েস নিয়ে পরিখায় ডাইভ দিতে হবে না।'

হাসল রানা। 'দেখা যাক কী ঘটে। ঘড়ি মিলিয়ে নাও। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। ঠিক সাড়ে সাতটায় টাইমার সেট করো।'

'দু'ঘণ্টায় কাজ উদ্ধার করা যাবে?' সন্দিহান গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এত বড় শ্যাতোর কোথায় লুনাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা-ই তো জানি না আমরা!'

'কোথায় ওকে রাখা হয়েছে, তা আন্দাজ করতে পারি,' বলল রানা। 'ডানজনে। খুঁজে বের করতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। আসলে... বেশি সময় নিতে চাইছি না। আমাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার খায়েশ জাগতে পারে ফিলিপ বুভারির। ব্যাটার মাথা বড্ড গরম। যত কম সময় ওকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়, ততই ভাল।'

শ্যাতোর পিছন ঘুরে আবার উদয় হতে দেখা গেল গার্ডকে। ঘড়ি দেখল রানা—ঠিক ষোলো মিনিট লেগেছে লোকটার প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে। গার্ড দ্বিতীয়বার প্রাচীরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করল ও, তারপর দুজনে ছুটতে শুরু করল শ্যাতোর দিকে। দু'জনেই কালো পোশাক পরেছে, পিঠের হ্যাভারস্যাকও কালো রঙের। আশা করছে, সাঁঝের ম্লান আলোয় দেখা যাবে না ওদেরকে।

খুব দ্রুত খোলা ময়দান পেরুল ওরা, ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল শ্যাতোর আঙিনায়। প্রাচীরের গায়ে শরীর মিশিয়ে এরপর এগোল দু'জনে। ছায়ায় যাতে ওদের আকৃতি ঢাকা পড়ে যায়। শ্যাতোর নীচতলার কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, বাকিসব ঘুটঘুটে অন্ধকার। আঙিনায়ও বেশি আলো নেই। সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে রানার।

বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছুনোর পর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল। বাড়ির পিছনের দরজায় ছিটকিনি লাগানো নেই। নব ঘোরাতেই হাট করে খুলে গেল পাল্লা। ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল ওরা। করিডোর ধরে হাঁটতে থাকল। এবার আর লুকোচুরির চেষ্টা করছে না রানা। বোঝা যাচ্ছে, ওদের প্রতীক্ষাতেই রয়েছে বুভারি পরিবার। খামোকা গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

কাউকেই দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সিকিউরিটি ক্যামেরার খোঁজে দেয়ালে নজর বোলাল রানা, কিন্তু দেখতে পেল না কিছু। ক্যামেরা নিশ্চয়ই ভালমত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

'দুঃসাহস দেখানো ঠিক হলো কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না,' অস্বস্তিভরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এরা তো আমাদের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি!'

'আমরাও ওদের জন্য তৈরি,' বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না।'

'তুমি যখন চিন্তা করতে মানা করো, তখনই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হয় আমার।'

ডানজনে যাবার একটা পথের মুখে পৌঁছে গেছে ওরা। মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা। শেষ মাথায় একটা বড় লোহার দরজা। তালাবদ্ধ। হ্যাভারস্যাক থেকে তালা খোলার কিট বের করল রানা।

'খামোকা সময় নষ্ট করছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এদিকে নেই তোমার বান্ধবী। থাকলে দরজা খোলা পেতে।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে যে লুনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে, তা ভাবছ কেন? ওকে এখানে রেখে আমাদেরকে হয়তো বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তেমন হতে পারে না? তা ছাড়া... ওদের দেখিয়ে দেয়া পথে প্রতিটা কদম ফেলতে চাই না আমি। একটু অনিশ্চয়তা থাকা ভাল।'

ছোট একটা ড্রিল আর তামার তার ব্যবহার করে তালা খুলে ফেলল ও। দরজা খুলে পা রাখল অন্ধকার ডানজনে। হ্যাভারস্যাক থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালল। বাতাসে গুমোট গন্ধ ভাসছে। একে একে ডানজনের সবগুলো প্রকোষ্ঠ দেখল ওরা। যেখানে রানা আর লুনাকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল ফিলিপ, সেখানেও গেল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সব প্রকোষ্ঠ খালি। এডগার অ্যালান পো-র গল্পের মত করেও আর সাজানো নেই এখন। সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আধঘণ্টা ব্যয় হলো ভূ-গর্ভে, নিষ্ফলভাবে।

'এখানে নেই লুনা,' শেষ পর্যন্ত বলল রানা। 'অন্য কোথাও রেখেছে ওকে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'খুব শীঘ্রি জানা যাবে।'

ডানজন থেকে বেরুনোর সমস্ত দরজা পরখ করতে শুরু করল রানা। তালা দেয়া সব, খোলা পাওয়া গেল মাত্র একটা। সেটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল চারপাশে আলো ফেলতেই দেখতে পেল রানা বুভারি পরিবারের আর্মারিতে পৌঁছে গেছে।

কামরার দূর প্রান্তে একটা বাতি জ্বলছে। সেই আভায় আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে ডিসপ্লেগুলো। ভৌতিক

পরিবেশ।

নিচু সুরে শিস দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাহ্, সুন্দর সাজিয়েছে তো! ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরটা কে?'

'নিঃসন্দেহে কোনও রক্তপিপাসু বদমাশ,' বলল রানা। 'এসো, এগোই।'

কামরার আলোকিত অংশ লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল দু'বন্ধু। সারি বেঁধে রাখা ডিসপ্লে-কেসের মাঝ দিয়ে এগোল। খানিক পর বোঝা গেল, ঘোড়ায় চড়া চার নাইটের মূর্তির উপরে জ্বলছে বাতি। মূর্তিগুলো পেরুতেই লুনাকে দেখতে পেল ওরা।

কাঠের এক সিংহাসনে বসে আছে তরুণী আর্কিয়োলজিস্ট, হাত-পা আসনের হাতা আর পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ডাক্ট-টেপ, যাতে চেঁচাতে না পারে। দু'পাশে বর্ম-পরা দুই নাইটের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে খোলা তলোয়ার। দেখে মনে হতে পারে, সিংহাসনে বসা রানীকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ওরা।

রানা আর মুরল্যাণ্ডকে দেখে লুনার চোখ বড় হয়ে গেল। সজোরে মাথা নাড়তে শুরু করল ও, গোঙানির মত শব্দ বেরুচ্ছে টেপের তলা থেকে—কিছু বলতে চায়। এগিয়ে গেল রানা, বেল্টে আটকানো কমাণ্ডো নাইফ তুলে নিল হাতে, লুনাকে মুক্ত করবে। মেয়েটা আরও জোরে মাথা নাড়ল।

থমকে গেল রানা। বুঝতে পারছে, ওকে এগোতে নিষেধ করছে লুনা। আর তখুনি চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেল।

আচমকা নড়ে উঠেছে দুই বর্ম-পরা নাইট, তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে আসছে সামনে। আক্রমণোদ্যত!

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। তিক্ত দৃষ্টিতে তাকাল হাতের ছুরির দিকে। লোহার বর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রটা একেবারে অচল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই রানা-মুরল্যাণ্ডের উপর হামলা চালাল দুই নাইট। বাউলি কেটে একপাশে সরে গেল রানা, তলোয়ারের কোপ এড়াল। মুরল্যাণ্ডও একই কায়দায় ফাঁকি দিয়েছে তার নাইটকে। চেঁচাল, 'রানা! পিস্তল?'

'না, সারা দুনিয়া খবর হয়ে যাবে!' মানা করল রানা।

আবার ছুটে এসেছে দুই নাইট। ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে গেল ও। মুরল্যাণ্ড তা করল না। মাথা নিচু করে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল দ্বিতীয় নাইটের দিকে। এমন প্রতি-আক্রমণ আশা করেনি লোকটা, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা আর কাঁধের একাংশ দিয়ে সজোরে আঘাত হানল মুরল্যাণ্ড লোকটার শরীরের মাঝামাঝি। যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে উড়ে চলে গেল নাইট, আছড়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

সঙ্গীর অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রথম নাইট। মুরল্যাণ্ডের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাচ্ছে। লোহার বর্ম-পরা কাউকে এভাবে গুঁতো দিয়ে ধরাশায়ী করা সম্ভব, তা বোধহয় ভাবতেও পারেনি। লোকটার এই হতভম্ব অবস্থার সুযোগ নিল রানা। কাছেই দেয়ালে ঝুলছে একটা পুরনো আমলের ভারী মুগুর। ওটা তুলে নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বেসবল ব্যাটের মত চালাল প্রথম নাইটের মাথায়।

ঠং করে বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল নাইটের শিরোস্ত্রাণ। আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। মুরল্যাণ্ড এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় নাইটের মাথায় ফুটবলের ফ্রি-কিক ঝাড়ল। কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল সে-ও।

'গর্দভের দল!' গাল দিল মুরল্যাণ্ড। 'ভেবেছে বর্ম পরলেই অপরাজেয় হতে পারবে? উল্টো কেমন ঘায়েল হলো!'

'ওদের বোকামির চেয়ে তোমার কৃতিত্বই বেশি,' বলল

রানা। 'দারুণ ট্যাকেল করেছ! প্রফেশনাল রাগবি প্লেয়ারও ফেল!'

'*ইএসপিএন*-এ নিয়মিত রাগবি লিগ দেখার সুফল,' হাসল মুরল্যাণ্ড।

লাফালাফির ফাঁকে হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেছে, ওটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে লুনার দিকে এগিয়ে গেল রানা। দড়ি কেটে মুক্ত করল ওকে, মুখ থেকে খুলে দিল ডাক্ট-টেপ।

'তুমি ঠিক আছ?' জানতে চাইল রানা।

কথা বলল না লুনা, কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল।

'ইশারা দেয়ায় ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নাইট ব্যাটারা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি।'

'ওদের জন্য ইশারা দিইনি তো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লুনা।

'তা হলে?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না লুনা। তার আগেই খনখনে হাসি ভেসে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে। গা কেঁপে উঠল সবার। পরমুহূর্তে একসঙ্গে জ্বলে উঠল আর্মারির সমস্ত বাতি। রানাদের সামনে উদয় হলো সাদা পোশাক পরা দীর্ঘাঙ্গী একটি মূর্তি। মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

'বুঝেছি কীসের জন্য ইশারা দিচ্ছিলে,' তিক্ত গলায় বলল রানা।

'চমৎকার... চমৎকার দেখিয়েছেন, মসিয়ো রানা!' ঘোমটার আড়াল থেকে শোনা গেল মাদাম বুভারির পরিচিত কণ্ঠ। 'সবসময় এমন নাটকীয়তাই বুঝি পছন্দ করেন আপনি?'

ফিলিপ বুভারি, গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলি উদয় হলো মহিলার পিছু পিছু। সঙ্গে জনাছয়েক গার্ড। সবার হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, রানাদের দিকে তাক করে রেখেছে।

নির্বিকার রইল রানা। মেঝেতে পড়ে থাকা দুই নাইটকে ইশারা করে বলল, 'নাটকীয়তা একা আমিই করছি না।'

হাসল ম্যাদাম বুভারি। 'আমার ব্যাপার তো আপনি জানেন! কস্টিউম পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন আপনি।'

'ওটাকে কস্টিউম পার্টি না বলে কিলিং পার্টি বললেই বেশি মানাবে।'

'তা-ই?'

সাদা, নিটোল একটা বাহু উঁচু করল ম্যাদাম বুভারি। আস্তে, খুব আস্তে, চুলের নীচে হাত চালিয়ে একটা বাঁধন খুলল : মুখ থেকে ঘোমটা খসে পড়ল তার। চমকে উঠল রানা, কী দেখছে সামনে! নিজের অজান্তেই ওর চোখজোড়া উঠতে শুরু করল মহিলার গা বেয়ে। সফেদ কাপড়ের আড়াল থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে নিখুঁত রাজকীয় দেহ। নিরেট সোনার তৈরি একটা কোমরবন্ধনী কোমরের সাথে এঁটে রেখেছে সাদা পোশাকটা। এর উপর থেকে ঢেউয়ের মতো রেখায় ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠেছে অপরূপ দেহসুষমা। অপূর্ব এক চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও, তাতে বার্ধক্যের কোনও ছাপ নেই। যৌবন খেলা করছে মুখশ্রীতে। এই অপরূপার জন্য যে-কোনও পুরুষ নিজের সর্বস্ব বাজি ধরবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল রানা। গোস্ট সিটির এনযাইম সম্পর্কে জানা আছে ওর, কিন্তু সেটা দিয়ে যে এমন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব, তা কল্পনাও করেনি। করবেই বা কী করে, এখন পর্যন্ত ওই এনযাইমের তৈরি করা একদল মানব-সদৃশ পিশাচ দেখেছে ও। বিশেষ করে ওই এনযাইম দিয়ে যে যৌবন ফিরে পাওয়া সম্ভব... এমন অদ্ভুত সৌন্দর্য অর্জন করা সম্ভব, তা চিন্তাতেও আসেনি। তার মানে ওই ফর্মুলা শুধু অমরত্বের নয়, অনন্ত-যৌবনেরও বটে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল ও। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

'বেশ, বেশ, ড. হেণ্ডারসনের ফর্মুলা দেখছি তা হলে সত্যিই কাজ দিয়েছে!'

'হেণ্ডারসনকে বেশি কৃতিত্ব দেবেন না, মসিয়ো রানা,' দাম্ভিক কণ্ঠে বলল মাদাম বুভারি। 'ও স্রেফ একটা অনুঘটক ছিল, কিন্তু যে ফর্মুলা আমাকে এ-অবস্থায় এনেছে, সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে হেণ্ডারসনের জন্মের বহুকাল আগে।'

'শেষবার দেখার পর অনেক বদলে গেছেন আপনি। এই অলৌকিক পরিবর্তন কবে ঘটেছে, জানতে পারি?'

'অমরত্বের ওষুধ অত্যন্ত শক্তিশালী,' বলল মাদাম বুভারি। 'তিন ধাপে খেতে হয় ওটা। প্রথম দুই ধাপের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। গত দু'দিনে, চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে খেয়েছি দুই ডোজ। একটু পরে তৃতীয় ডোজ... মানে শেষটুকু খাব।'

বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। তৃতীয় ডোজ... ড. হেণ্ডারসন তৃতীয় ডোজের কথা বলছিল! ওষুধের তৃতীয় ডোজ! কী ঘটবে ওটা খেলে?

'এমনিতেই তো ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠেছেন,' গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল ও। 'আবার এক ডোজ ওষুধ খাবার দরকার কী?'

ফুলের সঙ্গে তুলনা করায় খুশি হলো মাদাম বুভারি। বলল, 'এই সৌন্দর্যকে চিরস্থায়ী করবে তৃতীয় ডোজ। ওটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমর হব আমি। যা হোক, কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক কথা হলো। আপনার হ্যাণ্ডসাম বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন না? ও তো আমার দিক থেকে নজর ফেরাতে পারছে না!'

মাদাম বুভারিকে আগে দেখেনি মুরল্যাণ্ড। রানার সঙ্গে মহিলার আলাপচারিতার অর্থ ধরতে পারছে না ঠিকমত।

অপরূপা এক নারীর দেখা পেয়ে ও স্রেফ মুগ্ধতায় হারিয়ে গেছে। বিড় বিড় করে কী যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না।

'ও হলো আমার বন্ধু... ববি মুরল্যাণ্ড,' বলল রানা। 'ববি, ইনি মাদাম আইরিন বুভারি—আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের হোতা!'

'মাদাম বুভারি?' বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল মুরল্যাণ্ডের।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কোনও সমস্যা?'

'না... মানে, আমি আপনাকে অন্যরকম আশা করেছিলাম।'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'সন্দেহ নেই, মসিয়ো রানা আমাকে ডাইনি বুড়ি হিসেবে বর্ণনা করেছেন আপনার কাছে।'

'মোটেই না,' হাসল মুরল্যাণ্ড। বিস্ময় কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আপাদমস্তক দেখল মহিলাকে। 'ও শুধু আপনার রূপের কথা বলতে ভুলে গেছে।'

'স্বীকার করছি, নুমার লোকজন অত্যন্ত সাহসী এবং রমণীমোহন,' বলল মাদাম বুভারি। 'তবে কথার মারপ্যাঁচে সুবিধে করতে পারবেন না এখানে।'

'এদের সঙ্গে কথা বলে খামোকা সময় নষ্ট করছ, মা,' বিরক্ত গলায় বলল ফিলিপ। 'অনুমতি দাও, মাথায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দিই।'

ঝট্ করে ছেলের দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। চোখে আগুন জ্বলছে। 'যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না,' গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ। 'যদি খুনই করতে চাইতাম ওদেরকে, তা হলে বহু আগে সেটা করা যেত। এখানে টোপ ফেলে ডেকে আনার প্রয়োজন ছিল না।'

ধমক খেয়ে কুঁকড়ে গেল ফিলিপ।

'কিছু যদি করতেই চাও, তা হলে ওদের বডি সার্চ করো,' বলল মাদাম বুভারি। 'মি. রানা চমক দেখাতে ভালবাসেন বলে

রিপোর্ট পেয়েছি। কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলিকে ইশারা করল ফিলিপ। এগিয়ে গিয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডের হ্যাভারস্যাক কেড়ে নিল ওরা। দেহতল্লাশি করতে শুরু করল।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, মাদাম বুভারি,' বলল রানা। 'আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে কেন, জানতে পারি? নিজেই তো বললেন, খুন করতে চাইলে অনেক আগে করে ফেলতে পারতেন।'

'মিথ্যে আশ্বাস দেব না, মসিয়ো রানা,' বলল মাদাম বুভারি। 'মরতে আপনাদেরকে হবেই। তবে মরার আগে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, কার বিরুদ্ধে লাগতে গিয়েছিলেন। আমার সাফল্য দেখবেন আপনারা, তারপর ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে দুনিয়া ছাড়বেন। কম ভোগাননি আপনি আর আপনার বন্ধুরা, তার বিনিময়ে এটা আপনাদের প্রাপ্য হয়েছে।'

শরীরতল্লাশি শেষ হয়েছে, তিন বন্দিকে পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য যা কিছু পাওয়া গেছে, সব নিয়ে নিল গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলি। মাদাম বুভারি আর তার ছেলেকে দেখানো হলো সব। হ্যাভারস্যাক উপুড় করেও মাটিতে ফেলা হলো ভিতরের জিনিসপত্র। মাত্র দুটো পিস্তল, জিপিএস, কম্পাস, টুলকিট, দড়ি-দড়া, ইত্যাদি দেখে মুখ বাঁকাল ফিলিপ।

বলল, 'এসব নিয়ে এসেছেন বাঘের গুহায় হানা দিতে? আমি সত্যিই হতাশ হয়েছি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'খামোকাই ঝুঁকি নিয়েছেন। আমাদের বাগানের আঙুরের স্বাদ চাখাই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হতো, এক বোতল মদ কিনে নিলেই পারতেন।'

'আপনাদের মদ কেনার সাধ্য নেই আমার,' কাঁধ ঝাঁকাল

রানা।

'বড্ড আত্মবিশ্বাস আপনার, মসিয়ো রানা। শুধু বোকাদেরই এমন আত্মবিশ্বাস থাকে। কী ভেবেছিলেন, সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকতে পারবেন শ্যাতোয়? সার্ভেইলান্স ক্যামেরাগুলোকেই তো ফাঁকি দিতে পারেননি। আমরা আপনাকে ঢুকতে দিয়েছি, বুঝলেন? নইলে কস্মিনকালেও শ্যাতোর ধারেকাছে ভিড়তে পারতেন না।'

'বুঝতে পারছি,' নীরস গলায় বলল রানা। 'দরজা-জানালা খুলে রাখায় আন্তরিক ধন্যবাদ!'

'সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু কী ভেবে এসেছেন এখানে, জানতে পারি?'

'ভেবেছিলাম লুনাকে নিয়ে যাব।'

'আপনার সেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।'

'তা-ই তো দেখছি। আচ্ছা, সাহস দেখানোয় একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেতে পারি না? এতকিছু ঘটে গেল... কিন্তু কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, তার কিছুই জানি না। মরার আগে ওসব জানতে না পারলে আক্ষেপ থেকে যাবে। বলুন না! বিনিময়ে আপনিও যা জানতে চাইবেন, সব বলব আমি।'

'আপনার কাছে কিছুই জানার নেই আমার, মসিয়ো রানা,' কাটা কাটা স্বরে বলল মাদাম বুভারি। 'তবে হ্যাঁ, সাহসিকতার কদর করি আমি। তাই আপনার কৌতূহল মেটানো যেতে পারে।' ফিলিপের দিকে ফিরল সে। 'সবাইকে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

'ওদের গায়ে হাত না দিলেই ভাল করবে!' বুভারি-তনয়কে [illegible] সুরে বলল রানা।

বিদ্রূপের হাসি হাসল মাদাম বুভারি। 'আপনার তুলনা হয় না, মসিয়ো রানা। এমন পরিস্থিতিতেও হুমকি দিচ্ছেন?

এনিওয়ে, ভয়ের কিছু নেই। ওদেরকে কামরার বাইরে নেয়া হবে না। আপনার দৃষ্টিসীমাতেই থাকবে। আমি একান্তে কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

লুনার চেয়ারে রানাকে বসতে ইশারা করল সে। গার্ডরা মেঝে থেকে সবকিছু ভরে ফেলল হ্যাভারস্যাকদুটোয়। অজ্ঞান দুই নাইটকে সরিয়ে নেয়া হলো, মুরল্যাণ্ড আর লুনাকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হলো আর্মারির এক প্রান্তে।

রাজকীয় একটা চেয়ার আনা হয়েছে মাদাম বুভারির জন্য। রানার মুখোমুখি সেটায় বসল সে। বলল, 'হ্যাঁ, এবার কথা বলার পরিবেশ পাওয়া গেছে। আরেকটা ব্যাপার, কোনও রকম কুমতলব থাকলে ভুলে যান এখুনি। আমার উপর হামলা চালাতে গেলে আপনার বন্ধুরা খুন হয়ে যাবে।'

'হাত বেঁধে রেখেছেন, সব কেড়ে নিয়েছেন... চাইলেও কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' বলল রানা। 'সবকিছু জানার আগে তেমন কোনও ইচ্ছেও নেই আমার। তো বলুন... পুরনো আমলের সন্ন্যাসিনীর সাজ নিয়েছেন কেন?'

'কস্টিউম পছন্দ করি আমি, তা তো জানেন। কেন, ভাল দেখাচ্ছে না?'

শান্ত চোখে মাদাম বুভারির পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল রানা। সুপারমডেল হার মেনে যাবে, এমনই দেহবল্লরী। পোশাকের আড়ালে শরীরের প্রতিটি বাঁক আর উত্থান-পতন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সবই অসাধারণ, শুধু চোখদুটো ছাড়া। সেখানে বরফের শীতলতা, প্রাণের সাড়া নেই।

'বেশ লাগছে আপনাকে,' বলল ও। 'তবে...'

'আমার সত্যিকার বয়স জানেন বলে আকর্ষণ বোধ করছেন না, এই তো?'

'বয়সের ব্যাপারে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ঠাণ্ডা

মাথার খুলির ব্যাপারে আপত্তি আছে।'

একটা ভুরু উঁচু হলো মাদাম বুভারির। 'আপনি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন?'

'ধরে নিন তা-ই।'

'খুব খারাপ।' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মাদাম বুভারি। 'গত একশো বছরে প্রচুর প্রেমিক এসেছে আমার জীবনে, ওদের কেউ আপনার নখেরও যোগ্য নয়। আপনি সুদর্শন, বিপজ্জনক... সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন পুরুষ। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার মৃদু ইচ্ছে আছে আমার, কিন্তু বার বার সেটাকে অসম্ভব করে তুলছেন আপনি।'

'শুনে খুব ভাল লাগছে,' বলল রানা। 'কিন্তু একশো বছরের ব্যাপারটা কী?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। আগে আপনার দিকটা শুনি। কতটুকু জেনেছেন আপনি আমাদের সম্পর্কে?'

'খুব বেশি না। ড. হেণ্ডারসন এবং তাঁর টিমকে ভাড়া করেছিলেন আপনারা অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কার করবার জন্য। ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন অগণিত মানুষ খুন করে। শেষ পর্যন্ত গবেষণা সফল হয়েছে বটে, কিন্তু মাঝে বেশ কিছু মিউট্যান্ট বানিয়ে বসেছেন আপনারা।'

'সারসংক্ষেপ হিসেবে মন্দ বলেননি। কিন্তু বেশিরভাগ তথ্যই আপনার অজানা।'

'জানিয়ে কৃতার্থ করুন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বলতে শুরু করল মাদাম বুভারি। 'মিনোয়ান সভ্যতা পর্যন্ত আমাদের পরিবারের শেকড় ট্রেস করা গেছে। স্যান্টোরিনির দ্বীপে কুখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতের আগে বাস করতেন আমাদের পূর্বপুরুষরা—পেশায় ছিলেন মিনোয়ান সর্পদেবীর পুরোহিত। যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁদের, তবে

বিরুদ্ধবাদী একদল লোকের ষড়যন্ত্রে আমাদের পুরো পরিবারকে দ্বীপ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই অগ্ন্যুৎপাতে গোটা দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যায়। সাইপ্রাসে বসত গাড়ে আমাদের পরিবার—প্রথমে কামারশালা খোলে, পরে অস্ত্র-ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। গল্পটা শুনেছেন আপনি আগে আমার মুখে।'

'সেখান থেকে মিউট্যান্ট বানানো পর্যন্ত পৌঁছুলেন কেমন করে?'

'ব্যবসার লজিক্যাল আউটগ্রোথ বলতে পারেন ওটাকে। গত শতাব্দীর শুরুতে সুপার-সোলজার তৈরির জন্য একটা গবেষণাগার স্থাপন করি আমরা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ভবিষ্যতে ট্রেঞ্চ-ওয়ারফেয়ার কতটা অসার হয়ে পড়বে। ওতে পাল্লা করে হামলা চালায় দুই পক্ষ, কেউই খুব একটা লাভবান হয় না। অটোমেটিক ওয়েপন আবিষ্কারের পর দেখা গেল, গুলিবৃষ্টির সামনে দাঁড়াবারই সাহস নেই সৈনিকদের। তাই এমন একদল সৈন্য প্রয়োজন, যারা গুলিকে ভয় পাবে না, হামলা চালিয়ে যাবে যে-কোনও মূল্যে। প্রাণহানি কমানোর জন্য এদের বাড়তি স্ট্যামিনা, সেইসঙ্গে অতি দ্রুত আঘাত থেকে সেরে ওঠার ক্ষমতা থাকা চাই। ফর্মুলাটা কিছু সৈনিকের উপর প্রয়োগ করি আমরা।'

'পিয়েরে লোত্তার মত?'

ভুরু কোঁচকাল মাদাম বুজারি। 'নামটা আমার পরিচিত নয়।'

'ক্যাপ্টেন লোত্তা ছিলেন ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। আপনাদের তৈরি করা প্রথম মিউট্যান্টদের একজন সে।'

'হুম... এবার কিছুটা মনে পড়ছে। বেশ হ্যাণ্ডসাম এক লোক ছিল, তাই না?'

'একশো বছর আগেকার একজন সৈনিককে আপনি চিনছেন কীভাবে?' বিস্মিত হলো রানা।

'ধৈর্য ধরুন। যথাসময়ে জানবেন। আরেকটা ব্যাপার, ওদের পরিণতির জন্য আমাদেরকে দুষবেন না। সবাই ছিল ভলান্টিয়ার, নিজ ইচ্ছেয় যোগ দিয়েছিল অতিমানব হবার লোভে।'

'নিশ্চয়ই ওরা জানত না, অতিমানবের বদলে স্রেফ একদল পিশাচে পরিণত হবে?'

'কেউই তা জানত না, মসিয়ো রানা। তখন বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। ফর্মুলাটা প্রাথমিকভাবে সফল হয়—সাবজেক্টরা অস্বাভাবিক শক্তি আর দ্রুততা অর্জন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ থেকে জানোয়ারে পরিণত হয়।'

'অমর জানোয়ার।'

'অমরত্বের ব্যাপারটা ছিল অপ্রত্যাশিত সাইড-এফেক্ট। সবচেয়ে বড় কথা, ওতে বয়স কমারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা ফর্মুলার দোষত্রুটি প্রায় সারিয়ে নিয়েছিলাম, মাঝখান থেকে আমার ভাই থিয়োডর তাতে বাগড়া দিয়ে বসল।'

'আপনার ভাই?' থমকে গেল রানা। পরমুহূর্তে ধরতে পারল রহস্যটা—কেন বার বার একশো বছরের কথা বলছে মাদাম বুভারি। 'আপনি তা হলে অরিজিন্যাল আইরিন বুভারি, তাঁর নাতনি নন?'

'ভেরি গুড, মসিয়ো রানা! আপনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন!'

অবাক হলো না রানা। এর মধ্যে এমন সব অদ্ভুত জিনিস দেখে ফেলেছে, তাতে আর অবাক হবার ক্ষমতা নেই ওর। বলল, 'কী ঘটেছিল? আপনার ভাইয়ের ভিতর বিবেক জেগে উঠেছিল?'

'বিবেক না, ওটা ছিল পাগলামি!' রাগী গলায় বলল মাদাম

বুভারি। 'মানবজাতির জন্য দরদ উথলে উঠেছিল ওর ভিতর। যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছিলাম আমরা, সেটার প্রতিবাদ করে বসল। দাবি জানাল ফর্মুলাটা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য। ওর বিপক্ষে গোটা পরিবারকে একাট্টা করি আমি, ওকে নজরবন্দি করি। কিন্তু বদমাশটা সবার নজর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল একগাদা দলিল, পোপের প্রতিনিধিকে দেখিয়ে দুনিয়ার সামনে আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবে বলে। অনেক কষ্টে আল্পসের উপরে ওকে ঠেকিয়ে দিই আমরা।'

'হেলমেটটা নিয়েছিল কেন?'

'ওটা ছিল পরিবারের কর্তৃত্বের প্রতীক। প্রতি প্রজন্মের পারিবারিক প্রধানের কাছে রাখার নিয়ম ওটা। থিয়োডর নিজের বোকামির কারণে পদটা হারায়। নিয়ম অনুসারে হেলমেট তুলে দেয়ার কথা আমার হাতে, কিন্তু সেটা সে করতে চায়নি।'

'হুম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'থিয়োডর তো পথ থেকে সরে গেল... সমস্ত দলিলসহ। কিন্তু রিসার্চ ঠেকাবার কোনও উপায় বোধহয় ছিল না তার।'

'পালিয়ে যাবার আগেই রিসার্চের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বদমাশটা,' বিরক্ত গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলেছিল, ফর্মুলা খোদাই করে নিয়েছিল হেলমেটের গায়ে। জিনিসটা নিয়ে যাবার পিছনে ওটা আরেকটা কারণ। পাকা হারামি ছিল, জানত কীভাবে মরেও আমাদের শায়েস্তা করা যাবে। পুরো গবেষণা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয় আমাদেরকে। মিউট্যান্টগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় পুরনো প্রজেক্টের নমুনা হিসেবে। এর মাঝে হাজারি রকমের বাধা এল—যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা... আরও কত কী! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রায় সফল হয়ে এসেছিলাম আমরা, কিন্তু মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণে আমাদের ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়ে

গেল। কী ভয়ানক হতাশা অনুভব করেছি, তা বলে বোঝানো যাবে না।'

হাসল রানা। 'বলছেন, নিজেরা যে-যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন, সেটাই সর্বনাশ করেছে আপনাদের? নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!'

'হ্যাঁ, নিয়তিই বটে,' স্বীকার করল মাদাম বুভারি।

'হুম, এর মাঝে আপনি বুড়ো হতে থাকলেন।'

'ঠিক বলেছেন, বয়স বাড়ল আমার,' দুখি গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'সুন্দরী যুবতী থেকে বুড়িতে পরিণত হলাম আমি। আয়ু বাড়াবার ব্যাপারে কিছুটা সফল হয়েছিলাম আমরা, সেটা দিয়ে আমার আর ফিলিপের মৃত্যু ঠেকিয়েছি, পার করেছি শত বছরের সীমানা... কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম—কবরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সঠিক ফর্মুলা তৈরি করা যাচ্ছিল না। এমন সময় একদিন আমার এক বিজ্ঞানী জানাল গোস্ট সিটির এনযাইমের কথা। বয়স থামাবার গুণ নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে ওতে। দেরি না করে ল্যাবটা কিনে নিলাম আমি, যারা ওই এনযাইম নিয়ে গবেষণা করছে তাদের সহ। ড. হেণ্ডারসনের অধীনে একদল প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে ভাড়া করলাম দিনরাত গবেষণা করার জন্য। সাবমেরিন বানানো হলো গোস্ট সিটি থেকে অর্গানিজম সংগ্রহ করার জন্য। স্কটিশ দ্বীপপুঞ্জে নতুন একটা ল্যাব দাঁড় করালাম টেস্টিং শুরু করার জন্য। এরপরের ঘটনা সম্ভবত আপনি জানেন...'

'ড. হেণ্ডারসনের টিমের বিজ্ঞানীদেরকে খুন করলেন কেন?'

'প্রজেক্টের খবর গোপন রাখার জন্য। এটা নতুন কিছু না। আমার আগেও বহু লোক এ-কাজ করেছে। তা ছাড়া হিউম্যান টেস্টিঙের খবর ফাঁস করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছিল ওরা।'

'কিন্তু ওদের কাজ তো তখনও শেষ হয়নি। হিউম্যান টেস্টিঙে নতুন একদল মিউট্যান্ট তৈরি করে বসেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, হিসেবে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল। এনযাইমটা যে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি, তা বুঝতে পারিনি কেউ। পরে অবশ্য ভুল শোধরানোর ব্যবস্থা করি আমি। হেণ্ডারসনকে ফিরিয়ে এনে নতুন একটা টিম গড়ে দিই। ওরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে।'

'ভরমেয়ার প্রেসিয়ারের টানেলে যে-ঘটনা ঘটেছে, তার জন্যে কে দায়ী? আপনি, না আপনার ছেলে?'

'দুঃখের বিষয়, ওটা ফিলিপের কাণ্ড। হেলমেটের আসল গুরুত্ব জানা ছিল না ওর, তাই ওটা উদ্ধারের চেষ্টা করেনি। ওর পোষা কুকুরটা শুধু স্ট্রংবক্স নিয়ে ফিরে আসে, সাক্ষীদেরকে খুন করার চেষ্টা করে টানেল পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে। কপাল ভাল যে, মাদমোয়াজেল পারসেল ওটা বের করে নিয়ে এসেছিলেন। ওটার খোদাই থেকে ড. হেণ্ডারসন পুরনো ফর্মুলার সমীকরণ পেয়েছে; এমনিতেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, তবে পুরনো সমীকরণ পাওয়ায় খুব দ্রুত শেষ করতে পেরেছে নতুন ফর্মুলার কাজ। আমিও পরিবারের মহামূল্য রেলিক ফিরে পেয়েছি।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল রানা। 'তা হলে তো সব কূলই রক্ষা পেয়েছে আপনার!'

'অবশ্যই!' গর্ব ফুটল মাদাম বুভারির কণ্ঠে। 'আমরা ভুল করি, মসিয়ো রানা। কিন্তু সে-ভুল থেকে শিক্ষাও নিই। তাই কেউ হারাতে পারে না আমাদেরকে। অন্যদিকে আপনি... স্রেফ একজন আবেগপ্রবণ মানুষ, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে জানেন না। একবার কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন এখান থেকে; তারপরও আবার ফিরে এসেছেন বান্ধবীকে উদ্ধার করতে। ফলাফল? মৃত্যু!'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'কী বলতে চান?'

'নিজেকে যতটা অক্ষত ভাবছেন, ততটা অক্ষত আর নন আপনি। স্কটিশ ওর্কনির ওই ল্যাবের খবর পাননি এখনও?'

'না তো! কী হয়েছে?'

'ওখানে আপনার সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে গেছে। দ্বীপটা এখন ব্রিটিশ সরকারের দখলে। গোপন গবেষণার সব খবর জেনে গেছে ওরা, মিউট্যান্টদেরকে পেয়েছে। খুব শীঘ্রি আপনার হাতে হাতকড়া পরাতে আসছে পুলিশ।'

'অসম্ভব! দ্বীপের মালিক যে আমি, তা কেউ জানে না।'

'তা হলে আমি জেনেছি কীভাবে?' হাসল রানা। 'মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মনকে শান্ত রাখতে পারেন, কিন্তু জেনে রাখুন—জেলখানা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য... অনন্তকাল থাকবেন ওখানে। আপনার মরণ নেই কিনা!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ম্যাদাম বুভারি। তারপরই হেসে উঠল হা হা করে। 'স্বীকার করছি, ভয় দেখাতে জানেন আপনি, মসিয়ো রানা। কিন্তু আফসোস, ভুল লোককে ভয় দেখাতে চাইছেন। ভেবেছেন চাইলেই আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ বা আর কেউ? আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্য লইয়ারদের রীতিমত একটা আর্মি পুষি আমি। ওরা যদি ফেলও মারে... পুরো ইউরোপ আর আমেরিকার কত মন্ত্রী আর সংসদ সদস্য আমার পকেটে আছে, তা জানেন? আমার কথায় ওঠে-বসে ওরা, আমার দয়ায় বাঁচে। ওরা কখনোই জেলে যেতে দেবে না আমাকে।'

'এমন কথা অনেকেই ভেবেছে অতীতে, তাদের কারও পরিণতিই সুখকর হয়নি। আমি নিজে তার সাক্ষী। নিশ্চিত থাকুন, আপনার নোংরা পরিকল্পনা কোনোদিন সফল হবে না।'

'কে ঠেকাবে আমাকে? আপনি? মাফ করবেন, তবে আমার

মনে হয় না অমর কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এর আগে লড়াই হয়েছে আপনার। চিন্তাই করতে পারছেন না আমাদের ক্ষমতা কতখানি।'

'তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি আমি,' টিটকিরির সুরে বলল রানা।

'দেখবেন, খুব শীঘ্রি দেখবেন।' বলে উঠে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। 'আমাদের আলাপ শেষ হয়েছে, এবার বুভারি পরিবারের জয়যাত্রা শুরু করতে হয়।' ফিলিপকে ইশারা করল সে।

চঞ্চল চোখে আর্মারির দেয়ালে লাগানো ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। কথাবার্তা বলে অনেকটা সময় ব্যস্ত রাখা গেছে মাদাম বুভারিকে। আর আধঘণ্টা পরেই ওর প্ল্যান মোতাবেক সবকিছু ঘটবে। কথা হলো, আর ত্রিশটা মিনিট ওদের আয়ু আছে কি না।

সতেরো

অস্ত্রের মুখে তিন বন্দিকে নামিয়ে আনা হলো ডানজনে। ফিলিপ একটা গুপ্ত পথের দরজা খুলল, ওটা আগে দেখেনি রানা। হাতে একটা মশাল নিয়ে সবার আগে থাকল মাদাম বুভারি, তার পিছু পিছু বাকিরা। প্রবেশপথ পেরুলে প্রথমেই বড় একটা প্রকোষ্ঠ, কিছুদূর যাওয়ার পর সিঁড়ি। নামতে শুরু করল ওরা। অসংখ্য

ধাপ সিঁড়িটায়। নামছে তো নামছে। প্রায় ষাট ফুট নেমে যাওয়ার পর শেষ হলো সিঁড়ি। উপর দিকে উঠে যাওয়া অদ্ভুতদর্শন গর্ত বা নল তৈরি করে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।

এগিয়ে চলল ওরা। হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পেছন পেছন আসা গার্ডদেরকে মশাল উঁচু করে ধরতে বলল মাদাম বুভারি। কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় অদ্ভুত এক দৃশ্য ভেসে উঠল বন্দিদের চোখের সামনে।

বিশাল এক ভূগর্ভস্থ চেম্বার ওটা—বৃত্তাকার। প্রাকৃতিক নয়, মানুষের হাতে গড়া। ঠিক যেন প্রাচীন আমলের কোনও অ্যাম্ফিথিয়েটার; পার্থক্য শুধু এই যে, এটা মাটির তলায়। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে গ্যালারি, একপ্রান্তে উঁচু মঞ্চ—উচ্চপদস্থ দর্শকদের বসার জন্য। ওখানে একটা বেদি রয়েছে। মাঝখানের বৃত্তাকার অ্যারেনা বালিতে ঢাকা।

'কী এটা?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের শ্যাতোর হৃৎপিণ্ড—আণ্ডারগ্রাউণ্ড কলোসিয়াম,' জানাল মাদাম বুভারি। 'আমাদের যে-পূর্বপুরুষ এই শ্যাতো তৈরি করেন, তিনি ছিলেন রোমান গ্ল্যাডিয়েটর লড়াইয়ের মহা-ভক্ত। কিন্তু এ-দেশে ওই খেলা বৈধ ছিল না। তাই শ্যাতো তৈরির সময় মাটির তলায় এই অ্যাম্ফিথিয়েটার বানান তিনি, এখানেই গোপনে গ্ল্যাডিয়েটররা যুদ্ধ করত। তা দেখে আনন্দ পেত অভিজাত সমাজ। পুরনো আমলের ইল্লিগাল স্ট্রিট-ফাইটিং আর কী!'

'এখনও হয় ওই খেলা?'

হেসে উঠল মাদাম বুভারি। 'রোমান ফ্যাসিনেশন বহু আগেই কাটিয়ে উঠেছি আমরা, মসিয়ো রানা। এই কলোসিয়াম এখন আমাদের পারিবারিক কাউন্সিল এবং সব ধরনের সভা-

সমাবেশের জায়গা।'

'বোঝা যাচ্ছে, কনফারেন্স রুমের কথা শোনেননি কখনও আপনারা,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড।

গ্যালারির উপর নজর বোলাল রানা। পুরোপুরি শূন্য নয়, এক প্রান্তে চোখে পড়ছে বসে থাকা অনেকগুলো ছায়ামূর্তি—নড়ছে না একটুও।

'কারা ওরা?' জানতে চাইল ও।

'আসুন, দেখাচ্ছি।'

গ্যালারির কাছে এগিয়ে গেল দলটা। উপবিষ্ট দেহগুলোর উপর আলো পড়তেই আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল লুনা। জ্যান্ত নয় একটিও, সব লাশ—পুরনো, শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে। শুকনো চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে হাড়, দাঁত আর মাড়ি। বীভৎস।

'ভয় পেয়ো না,' লুনাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'দর্শকের অভাব পড়েছে আপনাদের?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'সিট ভরানোর জন্য লাশ রাখতে হলো শেষ পর্যন্ত? কলোসিয়াম না, এ তো স্রেফ এক সমাধি!'

'যা খুশি বলতে পারেন,' গর্ব ফুটল মাদাম যুভারির কণ্ঠে। 'কিন্তু এই কলোসিয়াম আমাদের পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই আমাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, তাই এখানেই উপস্থিত থাকে পরিবারের প্রতিটি সদস্য—জীবিত এবং মৃত... দু'রকমই।' উঁচু মঞ্চের দিকে হাত তুলল সে। '১৯১৪ সালে ওখানে দাঁড়িয়ে থিয়োডরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আমি, ওকে আমাদের পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলাম। বোকা ছেলে, কথা না শুনে কী ভুলটাই না করেছে! যদি পালিয়ে না যেত, তা হলে বরফের ওই পিণ্ডের বদলে এখানে...

পরিবারের সম্মানিত চিরনিদ্রার জায়গায় স্থান পেত।'

'ওটাকে সম্মান ভাবেননি হয়তো,' বলল রানা। 'কেমন মানুষ ছিলেন থিয়োডর, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এমন একটা খুনে পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করা কম সাহসের কাজ নয়।'

'ওটা স্রেফ বিরুদ্ধাচরণ নয়,' রাগী গলায় বলল মাদাম বুত্তারি। 'পরিবারের পাঁচ হাজার বছরের নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চাইছিল ও। কে ওটা মেনে নেবে, বলুন? ঐতিহ্যের পূজারী আমরা। উদাহরণ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। ক্রুসেডারদের সঙ্গে আমরা যখন ফ্রান্সে আসি, তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষও নিয়ে আসা হয়। বছরের পর বছর লেগেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখানে পর্যন্ত মমিগুলো নিয়ে আসতে, বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে... কিন্তু আমরা পিছু হটিনি। শেষ পর্যন্ত এই মহান পরিবেশে ঠাঁই পেয়েছেন পূর্বপুরুষেরা। ঐতিহ্যকে গুরুত্ব না দিলে কে এ-কাজ করবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না, শুকনো কতগুলো লাশ নিয়ে এত ঝক্কি পোহানোর দরকার কী?'

'আমাদের পরিবার চিরকাল অমরত্বের অন্বেষণ করেছে, মসিয়ো রানা। প্রাচীন মিশরীয়দের মত আমরাও বিশ্বাস করি, দেহকে সংরক্ষণ করা গেলে মৃত্যুর পর আত্মা অটুট থাকে। লাশগুলো মমি বানানো হয়েছে সে-কারণেই।'

মায়ের কাছে এগিয়ে এল ফিলিপ। কানে কানে বলল, 'অতিথিরা এসে পড়েছে, মা। অনুষ্ঠান শুরু করা যেতে পারে।'

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। সাদা আলখাল্লা পরা একদল নারী-পুরুষ নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে। অ্যারেনায় এসে মাদাম বুত্তারিকে অভিবাদন জানাল, হাঁটু গেড়ে চুমো খেল তার

হাতের উল্টোপিঠে, তারপর গ্যালারিতে গিয়ে আসন গ্রহণ করল।

রানার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ করে মাদাম বুভারি বলল, 'এদেরকে আপনি চেনেন। আমাদের তিন আদি-পরিবারের উত্তরাধিকারী... এখনকার আর্মস্-কার্টেলের পার্টনার। সবাইকে আপনি কস্টিউম পার্টিতে দেখেছেন।'

'দেখতেই পাচ্ছি, ওই পার্টি এখনও শেষ হয়নি,' অতিথিদের পরিধেয় নিয়ে খোঁচা মারল রানা।

'যত খুশি ঠাট্টা করুন, মসিয়ো রানা। কিন্তু আমরাই খুব শীঘ্রি দুনিয়ার সবচেয়ে অভিজাত মানুষ হতে চলেছি। বিশ্বজয় করব আমরা, আমাদের পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা, অবাক করে দিল সবাইকে। বলল, 'তা হলে এই-ই আপনার মহা-পরিকল্পনা? বিশ্বজয়? মানবজাতির উপর প্রভুত্ব?'

ধক করে দু'চোখ জ্বলে উঠল মাদাম বুভারির। 'এর মধ্যে হাসির কী দেখলেন?'

'না হেসে উপায় কী? আপনার আগে বহু পাগলই এ-স্বপ্ন দেখেছে। হিটলার, চেঙ্গিস খান, নেপোলিয়ন! নিজের এবং অপরের রক্ত ঝরানো ছাড়া কিছুই করতে পারেনি ওরা। আপনিও পারবেন না।'

'ওদের কেউই অমর ছিল না। যদি ওরা অনন্তকাল বাঁচত, তা হলে দুনিয়ার চেহারা কী দাঁড়াত, তা ভেবে দেখেছেন?'

'মনে হয় না কেউ তা খুব আনন্দের সঙ্গে মেনে নিত।'

'ভুল বললেন। দস্তয়ভস্কি কী বলেছেন, জানেন না? মানবজাতি চিরকালই পুজো করার জন্য কাউকে না কাউকে খোঁজে। পৃথিবীর সমস্ত সাগর যখন নোংরা জলায় পরিণত হবে,

তখন ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হব আমরা। আমাদেরকে সাদরে বরণ করে নেবে সবাই।'

'নোংরা জন্মা?'

'কাম অন, আপনি নুমার লোক। এ-কথা বলবেন না যে, সাগরে ছড়িয়ে পড়া সবুজ ক্যান্সারের কথা আপনি এখনও শোনেননি।'

'গরগন-উইডের কথা বলছেন?'

'এ-নাম দিয়েছেন নাকি? হুম, শুনতে মন্দ লাগছে না।'

'তারমানে ভয়ঙ্কর ওই শৈবালের খবর আপনি জানেন?'

'জানব না কেন? গোস্ট সিটিতে আমাদের মাইনিঙের ফলে ওটার সৃষ্টি হয়েছে, আমার বিজ্ঞানীরা সেটা জানিয়েছে আমাকে। জিনিসটা প্রতিরোধের একটা উপায় খুঁজতে চেয়েছিল ওরা, আমি মানা করেছি। ছড়াক ওটা, ছড়িয়ে পড়ুক। পুরো দুনিয়া তলিয়ে যাক মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক মন্দার আড়ালে। ধ্বংস হয়ে যাক সনাতন সমাজ-ব্যবস্থা!'

'আর সে-দুনিয়ার মালকিন হবেন আপনি?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো রানা! যখন দুরাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সবাই, সমস্ত সরকারের পতন ঘটবে, তখন ওদেরকে উদ্ধার করব আমি। আমাকে দুনিয়া দেবীর সম্মান দেবে, বসাবে সর্বোচ্চ আসনে। প্ল্যানটা চমৎকার নয়?'

'সেজন্যে গরগন-উইডের অভিশাপ দূর করতে হবে আপনাকে। কীভাবে করবেন?'

'কঠিন কিছু নয়। ওটা কীভাবে মিউটেশনের শিকার হয়েছে, তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে আমার হাতে। প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না। শুধু খেয়াল রাখতে হচ্ছে, অন্য কেউ যেন সে-প্রতিষেধক তৈরি করতে না পারে।'

'এ-কারণেই গোস্ট সিটির এক্সপিডিশনে হামলা চালিয়েছেন

আপনি?'

'ঠিক ধরেছেন, মসিয়ো রানা। আমি কোনও কম্পিটিশন চাই না।' হাসল মাদাম বুভারি। 'এনিওয়ে, গল্পগুজব যথেষ্টই হলো, এবার আমাকে অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়।'

গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে। উঠে পড়ল উঁচু মঞ্চে। বেদির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফিলিপ দাঁড়াল তার পাশে। তিন বন্দিকে অ্যারেনার মাঝখানে নিয়ে এল গার্ডরা, হাঁটু গেড়ে নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে বসতে বাধ্য করল। আদেশ দিল মাথা নুইয়ে রাখতে। মাদাম বুভারির সামনে মাথা নত করার ইচ্ছে নেই কারও, কিন্তু অযথা ঝামেলা পাকাতে চাইল না রানা। সঙ্গীদেরকে বলল আদেশ মেনে নিতে।

'বুভারি পরিবারের প্রিয় সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, কলোসিয়ামে স্বাগতম!' উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল মাদাম বুভারি। 'আজকের এই বিশেষ দিনে তোমাদের সবাইকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজ ইতিহাস রচিত হবে এখানে, ক্ষমতার এক নতুন সোপানে পা রাখব আমরা সবাই।'

হাততালি দিল দর্শকরা।

'রানা!' ফিসফিসিয়ে ডাকল মুরল্যাণ্ড।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার প্ল্যানের বারোটা বাজতে চলেছে। হ্যাভারস্যাকগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা, দেখতে পেয়েছ?'

দেখেছে রানা। ওর আর মুরল্যাণ্ডের হ্যাভারস্যাকদুটো নিয়ে আসা হয়েছে অ্যাম্ফিথিয়েটারে, অ্যারেনার একপ্রান্তে পড়ে আছে এ-মুহূর্তে।

'হুঁ,' বলল রানা। 'সমস্যা বটে। কিন্তু প্ল্যানের বারোটা বেজেছে বলা ঠিক নয়, একটু ঝামেলা দেখা দিয়েছে আর কী!'

'এটাকে স্রেফ ঝামেলা বলছ?' বিরক্ত হলো মুরল্যাণ্ড। 'ভর্তা

হয়ে যেতে পারি আমরা!'

'অ্যাই! কীসের কথা বলছ তোমরা?' চাপা গলায় জানতে চাইল লুনা।

'হ্যাভারস্যাকে বোমা আছে, টাইমার ফিট করা,' বলল রানা। 'ওগুলো ফাটিয়ে শ্যাতোয় একটা বিপর্যয় ঘটাতে চেয়েছিলাম, যাতে পুলিশ এসে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে...'

'কীসের বোমা?' বিস্মিত গলায় বলল লুনা। 'হ্যাভারস্যাক উপুড় করে সব চেক করেছে ওরা; কই, বোমা-টোমা তো দেখিনি।'

'সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'পাতলা করে হ্যাভারস্যাকের লাইনিঙের তলায় লুকিয়ে রেখেছি, চেক করলেও যাতে ধরা না পড়ে।'

'ধরা পড়েনি তো। সমস্যা কোথায়?'

'কোথায় ফাটবে ওগুলো, বুঝতে পারছ না?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার... শকওয়েভ বেরুনোর কোনও রাস্তা নেই। দেয়ালে ফাটল দেখা দেবে, ফাউণ্ডেশনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে—পুরো শ্যাতো ধসে পড়বে আমাদের মাথার ওপর।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল লুনা। 'কখন ফাটবে বোমা?'

'খুব বেশি হলে পাঁচ-সাত মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে।'

'কিছু একটা করা দরকার, রানা,' সিরিয়াস গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'শ্যাতোর তলায় চাপা পড়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'ঝেড়ে দৌড় দেয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'গার্ডরা সবাই বন্দুক তাক করে রেখেছে আমাদের দিকে।

দৌড়ানোর চেষ্টা করলেই ঝাঁঝরা করে দেবে। ডাইভারশন দরকার।'

'পাওয়া যাবে,' আত্মবিশ্বাস ফুটল রানার কণ্ঠে। 'অপেক্ষা করো।'

তখনও ভাষণ দিচ্ছে মাদাম বুভারি। '...কাজেই বুঝতে পারছ বন্ধুরা, বিজয়ের দিন সমাগত। আমরা অমর হতে চলেছি—রূপক অর্থে নয়, বাস্তবে। আমি সূচনা করছি সেই শুভলগ্নের, তারপর সামনে হাঁটু গেড়ে থাকা এই তিন অবিশ্বাসী শত্রুর রক্তে পূর্ণতা পাবে আমাদের অনুষ্ঠান।'

হর্ষধ্বনি করে উঠল গ্যালারির দর্শকরা।

গলা থেকে একটা চেইন খুলল মাদাম বুভারি, লকেটের জায়গায় সেখানে একটা ছোট্ট শিশি শোভা পাচ্ছে: ভিতরটা স্বচ্ছ তরলে ভরা। হাত উঁচু করে সেটা সবাইকে দেখাল, তারপর খুলে ফেলল মুখ।

'অমরত্ব... তুমি আমার!' মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সে। মুখে ঢেলে দিল তরল।

তুমুল করতালি আর চেঁচামেচিতে ভরে গেল অ্যাম্ফিথিয়েটার। বিজয়ীর ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল মাদাম বুভারি, হাসছে উন্মাদিনীর মত। মিনিটখানেক দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, তারপর হাসতে হাসতে ফিলিপের দিকে এগোল। একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল রানা, আগের মত সাবলীল ছন্দ যেন নেই মাদাম বুভারির হাঁটায়। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল ছেলেকে, কিন্তু তার হাতের সেই সৌন্দর্য কোথায়? সরু কাঠির মতো হয়ে গেছে। চোখের পলকে বুড়োটে হতে শুরু করল মুখ! ফিলিপও দেখতে পেয়েছে এই পরিবর্তন; ছিটকে দু'পা পিছনে সরে গেল সে।

'কী ব্যাপার, ফিলিপ?' বলল মাদাম বুভারি, ফ্যাসফেসে

কর্কশ শোনাল গলা। কণ্ঠের মাধুর্য হারিয়ে গেছে। 'আরে, এ কী?' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বলল সে। 'এমন ঝিমুনি আসছে কেন আমার? ফিলিপ! আমার চোখে কী হয়েছে? সব ঝাপসা দেখছি কেন?' দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুল খসে পড়ল মাটিতে। একটা চুলও নেই মাথায়! কুৎসিত এক টাক যেন ভেঙচি কাটছে ওখানে।

ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল অ্যাম্ফিথিয়েটারে উপস্থিত প্রতিটি নারী। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সবার চোখ। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য—ধীরে ধীরে কুঁচকে যাচ্ছে মাদাম বুভারির দেহ। সোনার কোমরবন্ধনী পিছলে নেমে গেল সুগঠিত কোমর থেকে। সাদা ত্বকের রঙ বদলে হলদেটে বাদামি হয়ে গেছে, তাতে ছোপ ছোপ দাগ। নিখুঁত হাতদুটোয় হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না মাদাম বুভারি। পড়ে গেল মেঝেতে। তারপর রক্তহিম করা কর্কশ গলায় বিকট এক চিৎকার করে উঠল।

'মা!' আর্তনাদ করে উঠল ফিলিপ।

'কী হচ্ছে এসব!' হতভম্ব গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

'ড. হেণ্ডারসনের প্রতিশোধ,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ফর্মুলা বদলে দিয়ে গেছেন উনি। তৃতীয় ডোজে অমরত্ব পাবে না কেউ, বরং এক লাফে বয়স বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। পরশ পাথরের বদলে র‍্যাপিড এইজিঙের ফর্মুলা ধরিয়ে দিয়েছেন উনি ডাইনিটার হাতে।'

কুঁচকে যাওয়া একটা বানরের মত ছোট হয়ে গেছে মাদাম বুভারির আকৃতি। মুখটার দিকে তাকালে ভয় করে। শরীরের দিকে তাকালে জেগে ওঠে ঘৃণা। বিশ্বাস করা কঠিন, এই সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইরিন বুভারি। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না

সে, সাদাটে চোখদুটোর ওপর ঘষা কাচের মতো একটা পর্দা পড়ে গেছে। চেঁচাচ্ছে অবিরাম। ধীরে ধীরে কমে এল গলার জোর। শেষবারের মত কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

আর সহ্য করতে পারল না দর্শকরা। হুড়োহুড়ি শুরু করল অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যেতে। মায়ের পরিণতি দেখে স্থবির হয়ে গেছে ফিলিপ; ভ্যাসিলি আর গ্যাস্টন-সহ রক্ষীবাহিনীও হতভম্ব। সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার, ববি!'

সজোরে মেঝেতে জুতো ঠুকল দু'জনে। সাঁৎ করে জুতোর ডগা থেকে বেরিয়ে এল ধারালো ছুরির ফলা। হাতের বাঁধন কাটতে সময় লাগল মাত্র এক সেকেণ্ড। লুনাকেও মুক্ত করল ওরা।

'দৌড়াও!' চেঁচাল রানা।

দর্শকদের পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল তিনজনে, কেউ বাধা দিল না। থামতে হলো সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে, ওখানে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে—কে কার আগে যেতে পারে। ভিড়ের মাঝে নির্মমভাবে কনুই চালাল রানা-মুরল্যাণ্ড, আলখাল্লাধারীদেরকে সরিয়ে এগোচ্ছে দ্রুত।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল ফিলিপ। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে। ওর ধারণা, মায়ের পরিণতির জন্য মাসুদ রানা দায়ী। অ্যারেনার দিকে তাকিয়ে আরও খেপল। চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল তিন পলাতককে। ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

'ভ্যাসিলি! গ্যাস্টন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'হাঁ করে দেখছ কী? গুলি করো ওদেরকে!'

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল গার্ডের দল। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল ফিলিপ, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল সবক'টা রাইফেল। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল

বেশ ক'জন আলখাল্লাধারী।

'ফায়ার!' আবার চেঁচাল ফিলিপ।

আবার গুলি করল রক্ষীরা। আরও ক'জন আলখাল্লাধারী পিঠে গুলি খেলো। চেঁচামেচির ঝড় বয়ে গেল। গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য এদিক-ওদিক ছুটছে সবাই।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'ছোকরা বুভারি পাগল হয়ে গেছে, রানা।'

'মাথা তুলো না,' বলল রানা। প্রথম দফা গুলি হতেই মেঝেতে শুয়ে পড়েছে ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠছে। 'এগোতে থাকো।'

ছুটন্ত লোকজনের মাঝে গুলি করা কঠিন হয়ে উঠল গার্ডদের জন্য। ফিলিপের চিৎকারে ভয় পেয়ে বিচ্ছিন্ন একটা দুটো শট নিচ্ছে তারা। খেপে গিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল বুভারি-তনয়। খামচে ধরল ভ্যাসিলির কলার। হিসিয়ে উঠে বলল, 'রানার লাশ দেখতে চাই আমি!'

মাথা ঝাঁকাল পরিবারের বিশ্বস্ত রক্ষী-প্রধান। ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'গ্যাস্টন! সঙ্গে যাও ওর।' হুকুম দিল ফিলিপ।

ভ্যাসিলির পিছু নিল দৈত্য। দু'জনে প্রবল বিক্রমে এগোচ্ছে, সামনে যাকেই পাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দু'দিকে। সিঁড়িতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। হামাগুড়ি দিয়ে রানারা তখন খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

খপ্ করে রানা-মুরল্যাণ্ডের গোড়ালি চেপে ধরল দুই গুণ্ডা। হিড়হিড় করে টেনে নামাতে শুরু করল সিঁড়ি থেকে। বাধা দেয়ার সুযোগ পেল না ওরা, একেকটা ধাপের সঙ্গে নির্মমভাবে ঠোকর খাচ্ছে বুক-মাথা।

'রানা!' আর্তনাদ করে উঠল লুনা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ

নেই কারও।

অ্যারেনার সীমানায় রানা আর মুরল্যাণ্ডকে আছড়ে ফেলল ভ্যাসিলি আর গ্যাস্টন। লাথি মারতে শুরু করল। শরীর কুঁকড়ে আঘাত সইল দু'বন্ধু। উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে মেঝেতে গোড়ালি ঠুকল রানা, জুতোর ডগায় ছুরির ফলা বেরুতেই সজোরে পা চালাল। ঘ্যাঁচ করে গ্যাস্টনের উরুতে বিঁধে গেল ফলা। আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল রানা, তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকাল দৈত্যের দিকে। মনে পড়ে যাচ্ছে, এই লোকের হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

ঝট্ করে কোমরে হাত দিল দৈত্য, জামার তলা থেকে বের করে আনল একটা লুকানো ছুরি। ওকে সেটা ব্যবহারের সুযোগ দিল না রানা, বিদ্যুৎবেগে পা চালাল গলা লক্ষ্য করে। জুতোর ডগায় লাগানো ছুরির ফলার স্পর্শে দ্বিখণ্ডিত হলো গ্যাস্টনের গলা। জবাই করা পশুর মত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল, তারপর ধপাস করে অ্যারেনার বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে থমকে গেল ভ্যাসিলি এক মুহূর্তের জন্য। এই সুযোগে হাঁটুতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো মুরল্যাণ্ড, সজোরে ঘুসি হাঁকল লোকটার তলপেটে। হুঁক করে একটা শব্দ করল ভ্যাসিলি, ঝুঁকে পড়ল সামনে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে তার চোয়ালে আপার-কাট মারল মুরল্যাণ্ড। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল রক্ষী-প্রধান। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত পর। দলের অন্যান্য গার্ডের উদ্দেশে চেঁচাল, 'গাধার বাচ্চারা! দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গুলি কর্ ওদেরকে!'

রানা-মুরল্যাণ্ডের দিকে ঘুরে গেল সবক'টা অস্ত্রের নল। আর

তখুনি তীক্ষ্ণ একটা *বিপ বিপ* শব্দ ভেসে এল হ্যাভারস্যাকের দিক থেকে। টাইমারের যিরো কাউন্টডাউনে পৌঁছানোর সঙ্কেত ওটা। ডাইভ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা-মুরল্যাণ্ড, পিছু পিছু চোখ ধাঁধানো আলো দেখা গেল, গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হলো ওদের হ্যাভারস্যাক দুটো। কাছাকাছি দাঁড়ানো গার্ড আর বুভারি পরিবারের পার্টনাররা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বাকিরা উড়ে গেল শকওয়েভের ধাক্কায়।

মাটিতে শোয়া থাকলেও ধাক্কাটা ঠিকই টের পেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র উত্তাপের হলকা, প্রচণ্ড আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য অন্ধ এবং বধির হয়ে গেল ওরা। ঘোর কেটে গেলে উঠে বসল রানা, কান তখনও ভোঁ ভোঁ করছে। চারদিকে তাকাল—আহত-নিহতের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। স্যাসিলিকে দেখতে পেল গ্যালারির রেলিঙের পাশে—শকওয়েভের ধাক্কায় ওখানে আছড়ে পড়েছে সে; নড়ছে না, শরীর রক্তাক্ত। ফিলিপকে কোথাও দেখা গেল না।

আশপাশের কান্নাকাটি-গোঙানি ছাপিয়ে একটু পরেই নতুন আওয়াজ পাওয়া গেল; ইট-পাথর ভাঙার শব্দ। রানার বিস্ফারিত চোখের সামনে অ্যাম্ফিথিয়েটারের ছাদ আর দেয়ালে ফাটল দেখা দিল। বাড়ছে দ্রুত।

'ববি, ওঠো!' মুরল্যাণ্ডকে ধাক্কা দিল রানা। 'এখুনি সরে পড়তে হবে এখান থেকে।'

গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়াল দু'বন্ধু, সারা শরীর টনটন করছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে শুরু করল। সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে শুরু করল চেম্বারের ছাত। ফাটল দেখা দিল সিঁড়িতেও।

'রানা! ববি!' উপর থেকে শোনা গেল লুনার ডাক।

'তাড়াতাড়ি!'

'দৌড়াও!' চেঁচাল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে। ওকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড।

পিছনে ধীরে ধীরে ধসতে শুরু করল ছাদের একের পর এক অংশ—মুহুর্মুহু আওয়াজে কান ঝালাপালা, মেঝে পর্যন্ত কেঁপে উঠছে একেকটা পতনে। সামনের ছাদেও চিড় ধরতে দেখল ওরা, কয়েক জায়গা ধসে পড়ল, শেষ মুহূর্তে ডান-বামে সরে গিয়ে মৃত্যুফাঁদগুলোকে ফাঁকি দিল দুজনে। দ্রুতপায়ে উঠে এল উপরের প্রকোষ্ঠে; লুনা ওখানে দাঁড়িয়ে।

ওর হাত খামচে ধরল রানা, ওকে ছুটতে বাধ্য করল পাশাপাশি। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল ডানজন থেকে। থামল না, দৌড়াতে থাকল। যেন ভূমিকম্প ঘটছে, এমন ভঙ্গিতে পুরো শ্যাতো কাঁপছে। দেয়াল আর ছাত ভাঙতে শুরু করল, ধূলিকণার মাঝ দিয়ে একের পর এক করিডোর পেরুল ওরা, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শ্যাতো থেকে।

'থেমো না,' বলল রানা। ছুটে চলল, যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে।

শকওয়েভের কারণে মাটি কাঁপছে ভীষণভাবে, ফাটল দেখা দিল, ছুটন্ত তিনজন মানুষের পিছনে দেবে যেতে শুরু করল নরম তুলোর মত। তারপর... হঠাৎ তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ধসে পড়ল শ্যাতো বুভারি। বুভারি পরিবারের অটল দুর্গ পরিণত হলো ইঁট-পাথর আর কড়িকাঠের মূল্যহীন ধ্বংসস্তূপে।

থামল রানা। উল্টো ঘুরে তাকাল শ্যাতোর ধ্বংসাবশেষের দিকে। ওরা ছাড়া আর কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সবাই চাপা পড়েছে ধসের তলায়। আশপাশে কোনও গার্ড দেখা গেল না। সবাই সম্ভবত যোগ দিতে গিয়েছিল অ্যাম্ফিথিয়েটারের অনুষ্ঠানে—বুভারি পরিবারের মহা-বিজয় দেখার জন্য।

লুনা আর মুরল্যাণ্ডও থেমেছে। শ্যাতোর অবস্থা দেখে বিড়বিড় করল লুনা, 'হা, যিশু!'

'কেউই বেরুতে পারল না?' বলল মুরল্যাণ্ড। অপরাধবোধ জেগেছে ওর ভিতর—এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ায়। হাজার হোক, বোমা তো ও আর রানাই নিয়ে গিয়েছিল ভিতরে।

'*দ্য ফল অভ দ্য হাউস অভ আশার*,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'কী?' বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকাল লুনা আর মুরল্যাণ্ড।

'অ্যালান পো-র গল্প,' বলল রানা। 'নিজেদের প্রাসাদের তলায় চাপা পড়েছিল *আশার* পরিবার, ঠিক এই বুভারিদের মত। ওদের রাজপ্রাসাদও ধসে পড়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস... পো-র ভক্ত ছিল মাদাম বুভারি। নিজের পরিণাম হয়েছে প্রিয় লেখকেরই এক গল্পের মত।'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কারও মুখে কোনও কথা ফুটছে না। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল পিছন থেকে অস্ত্র কক করার শব্দ ভেসে আসায়। ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ওরা, চমকে উঠল ফিলিপ বুভারিকে দেখতে পেয়ে। হাতে একটা এম.পি-ফাইভ সাবমেশিনগান, তাক করে রেখেছে রানাদের দিকে।

'হ্যালো, ফিলিপ!' শান্ত গলায় বলল রানা।

মুখ খারাপ করে একটা গাল দিল বুভারি-তনয়। বলল, 'মরার জন্য তৈরি হও, রানা!'

'আজরাইলকে ফাঁকি দিয়েছ কীভাবে, জানতে পারি?'

'মঞ্চের তলায় একটা এস্কেপ টানেল ছিল। ধসে পড়ার আগেই ওটায় ঢুকে পড়ি আমি।'

তীক্ষ্ণ চোখে ফিলিপকে দেখল রানা, সময়মত টানেলে

ঢুকতে পারলেও পলায়ন-পর্ব খুব একটা আরামের হয়নি বেচারার। মাকড়সার জাল আর ধুলোবালিতে ভরে আছে সারা দেহ, এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ—শরীরে অগণিত কাটাছেঁড়া। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও, ফিলিপ,' বলল রানা। 'সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদেরকে খুন করে কোনও লাভ হবে না তোমার।'

'প্রতিশোধের আনন্দ তো পাব!' খ্যাপাটে গলায় বলল ফিলিপ। 'তোমার... আর তোমার বন্ধুদের কারণে আমার মা মারা গেছে, আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছুতেই তোমাদেরকে বাঁচতে দেব না আমি!'

'পাপের ভারে ধ্বংস হয়েছ তোমরা, আমাদের কিছু করার ছিল না।'

'আর কোনও কথা নয়, রানা।' মেশিনগান ধরা হাত একটু উঁচু করল ফিলিপ। 'বিদায়!'

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা গুলির আঘাত সহ্য করার জন্য, কিন্তু গুলি করল না ফিলিপ। তার আগেই দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, হেডলাইটের আলো পড়ল তার গায়ে। প্রচণ্ড বেগে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। ঝট্ করে উল্টো ঘুরল ফিলিপ, গুলি করল গাড়ি লক্ষ্য করে। উইণ্ডশিল্ডে সামান্য চিড় ধরাতে পারল সে, তারপরই গাড়িটা ছুটে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। ধাক্কা দিয়ে মুরল্যাণ্ড আর লুনাকে গাড়ির পথ থেকে সরিয়ে দিল রানা, তিনজনে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভাঁজ হয়ে গেল ফিলিপের দেহ, মাথা বাড়ি খেল বনেটে। হাড়গোড় ভাঙার বিশ্রী আওয়াজ হলো, আর্তনাদ করল সে, ছিটকে গেল কয়েক গজ দূরে। মাটিতে আছড়ে পড়ল তার রক্তাক্ত দেহ। থরথর করে কাঁপল কিছুক্ষণ, তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বুডারি-তনয়কে ধাক্কা দিয়েই ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। রানাদের ঠিক পাশে এসে থেমে গেল গাড়ি। জানালা দিয়ে মাথা বের করল ড. আসিফ রেজা : 'হাই, কারও লিফট্ দরকার?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা, মুরল্যাণ্ড আর লুনা। তানিয়াও আছে স্বামীর পাশে। হাসছে দুজনেই।

'তোরা...' রানার কথা আটকে যাচ্ছে। 'কীভাবে বুঝলি আমাদের সাহায্য দরকার?'

'জানিই তো, তোদের প্ল্যানে ভজকট দেখা দেবে,' বলল আসিফ। 'তাই কাছাকাছি অপেক্ষা করছিলাম। দেখতেই পাচ্ছিস, ভাল করেছি। এখন ওঠ্ গাড়িতে, সারারাত বসে থাকতে পারব না।'

'ফ্রেঞ্চ অথরিটি...'

শ্যাতোর ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল আসিফ। 'যা ঘটিয়েছিস, সেটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারবি? তারচেয়ে কেটে পড়া ভাল না?'

'খাঁটি একটা কথা বলেছ, দোস্তো!' বলল মুরল্যাণ্ড। 'চলো, চম্পট দিই। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করা যাবে।'

দরজা খুলে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল ওরা। গাড়ি ঘোরাল আসিফ। ফিলিপের নিথর দেহের দিকে শেষবার তাকাল লুনা। বলল, 'ও কি...'

'আশি মাইল স্পিডে ধাক্কা দিয়েছি ওকে,' বলল আসিফ। 'এ-ধরনের কলিশনে কেউ সাধারণত বাঁচে না। ভুলে যান ওর কথা।'

এরপর আর পিছনে তাকাল না কেউ।

আঠারো

এক সপ্তাহ পর।

সন্ধে সাতটায় প্যারিসের বিখ্যাত *বুইস্‌ঁ রাসিন* রেস্তোরাঁয় ঢুকল চমৎকার এক জুটি। যুবকটি সুদর্শন, অজুঃ তার সঙ্গিনীও অপরূপ সুন্দরী। রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। যুবকটি বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমাদের একটা রিজার্ভেশন আছে।'

'নাম, সার?' বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইল কাউন্টারে দাঁড়ানো রিসেপশনিস্ট।

'মাসুদ রানা আর লুনা পারসেল।'

খাতা দেখল লোকটা। 'ইয়েস, সার। আট নম্বর টেবিল।'

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক ওয়েইটার অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল টেবিলে। তারপর বাড়িয়ে ধরল মেন্যু কার্ড। অর্ডার দিল রানা, খাবার আনতে চলে গেল ওয়েইটার।

'শেষ পর্যন্ত এলাম আমরা ডিনারে!' হাসিমুখে বলল লুনা।

'কথা দিলে সাধারণত সেটার বরখেলাপ করি না আমি,' বলল রানা। 'কেন, তোমার সন্দেহ ছিল?'

'গত একটা সপ্তাহ চেহারা দেখিনি তোমার। ফোনেও যোগাযোগ করতে পারিনি। আমার তো সন্দেহ হচ্ছিল, আদৌ তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না।'

'সরি, খুব ব্যস্ত ছিলাম। এতকিছু ঘটে গেল, সমস্ত ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে হয়েছে।'

'কী ঘটেছে, তার কিছুই কিন্তু জানাওনি আমাকে!' অভিযোগ করল লুনা। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, কখন না জানি পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য হাজির হয়!'

'অমন কোনও ভয় নেই,' আশ্বাস দিল রানা। 'ফরবিডেন আইল্যাণ্ড থেকে বুভারিদের সমস্ত কুকীর্তির প্রমাণ উদ্ধার করেছে ব্রিটিশরা। অফিশিয়ালি সেটা জানানো হয়েছে ফ্রান্সকে। বুভারিরা মারা গেছে, ব্যাপারটা নিয়ে তাই নাড়াচাড়া না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাদের সরকার। অফিশিয়ালি শুধু ওদের শ্যাতোয় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রচার করা হয়েছে মিডিয়াতে।'

'কী পাওয়া গেছে দ্বীপে?'

'ল্যাব, গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র, ওদের সাবমেরিন আর মিউট্যান্টের দল। সবার টনক নড়াবার জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল।'

'মিউট্যান্টদের নিয়ে কী করা হচ্ছে?'

'একদল বিজ্ঞানী দায়িত্ব নিয়েছেন। চেষ্টা করে দেখবেন, ওদেরকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কি না। কিন্তু কাজটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমরত্বের ফর্মুলার কিছুই পাওয়া যায়নি দ্বীপের ল্যাবে।'

'কেন?'

'ড. হেণ্ডারসনের কীর্তি। দ্বীপ থেকে পালাবার আগে কম্পিউটারের সমস্ত ডেটা মুছে দিয়েছিলেন উনি। ফর্মুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। যাতে কেউ আর ও-জিনিস তৈরি করতে না পারে। বুভারিদের হেলমেটও শ্যাতোর ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে গেছে। খোঁজাখুঁজি করে দ্বীপের ল্যাবরেটরিতে শুধু তৃতীয় ডোজের ফর্মুলা পাওয়া গেছে, আর কিছু না।'

'ওটা রেখে গেলেন কেন হেণ্ডারসন?'

'জিনিসটা আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি বলে।'

'মানে?'

'জিনিয়াস এক লোক—বুঝতে পেরেছিলেন, র‍্যাপিড এইজিঙের মাধ্যমে সব ঝামেলা মেটানো যাবে। ওষুধের প্রথম দুই ডোজে সাময়িকভাবে কমানো যায় বয়স। সেটা দেখিয়ে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন মাদাম বুভারিকে, তৃতীয় ডোজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বয়স বাড়ার সেরাম। শত্রুকে খতম করেছেন ওভাবে, একই সঙ্গে আমাদেরকে মরার আগে বলে যাবার চেষ্টা করেছেন—সেরাম দিয়ে গরগন-উইডের মোকাবেলাও করা যাবে।'

'কীভাবে?'

'গোস্ট সিটির এনযাইম হলো সবকিছুর মূল। ওটাই মিউটেশন ঘটাচ্ছে মানবশরীর, কিংবা শৈবালে। তৃতীয় ডোজে এই এনযাইম র‍্যাপিড এইজিঙের মাধ্যমে সাবজেক্টকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেটা মানুষ এবং শৈবাল... দুটোর ব্যাপারেই কার্যকর।'

'তারমানে গরগন-উইডকে থামানো গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'নুমা আর উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট একসঙ্গে কাজ করছে। সমস্ত শৈবাল-উপদ্রুত এলাকায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সেরামটা। আসিফ আর তানিয়ার দম ফেলার সময় নেই।'

'আর তোমার বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড?'

'চামোয়াঁ মাউন্টেইনে ওর ফরাসি বান্ধবীর কাছে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই খুব আনন্দে আছে, আমার কোন খবরই না গত দু'দিন থেকে।'

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য
সবসময় ভিজিট করুন
www.DOWNLOADPDFBOOK.com
STOP
বিনা অনুমতিতে
সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক
শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

'চমৎকার!' মন্তব্য করল লুনা। 'সবকিছু তা হলে ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে। দুঃখ একটাই, অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কৃত হবার পরও হারিয়ে গেল।'

'তাতে দুঃখ পাবার কী আছে?' বলল রানা। 'চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি মানুষ। সেটা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। অমর যদি হতেই হয়, তা হতে হবে কেবল কাজের মাধ্যমে... ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ে। ড. হেণ্ডারসন তা জানতেন। জানতেন বলেই সব নষ্ট করে দিয়ে গেছেন। অসাধারণ এক মানুষ... ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিকমত পরিচিত হতে পারলে খুব খুশি হতাম আমি।'

'আমিও,' সুর মেলাল লুনা। 'খুশি হতাম থিয়োডর বুভারির দেখা পেলেও।'

'অবশ্যই,' রানা বলল। 'তাঁর মত মানুষ হয় না। যদি পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ না করতেন, যদি হেলমেট নিয়ে পালিয়ে না আসতেন... তা হলে ভল্মেয়ার গ্লেসিয়ারে কোনও লাশ পাওয়া যেত না; আমরাও টের পেতাম না, গোপনে বুভারি পরিবার কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র এঁটেছে। এবং সেটা ভেস্তে দিতে পারতাম না। সত্যি, ড. হেণ্ডারসন আর থিয়োডর বুভারির তুলনা হয় না।'

'এখানে আমার দ্বিমত আছে,' হাসল লুনা। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'ওঁদের সঙ্গে তুলনা করার মত অন্তত একজন মানুষকে আমি চিনি।'

'পাম দিয়ো না,' হাতজোড় করল রানা। 'নিজেকে আমি ওঁদের নখেরও যোগ্য বলে মনে করি না।'

'আর আমার?' ভুরু নাচাল লুনা। 'নিজেকে আমার যোগ্য বলে মনে করো?'

'হুম,' গম্ভীর হবার ভান করল রানা, 'এ-প্রশ্নের জবাব তুমি

পাবে আজ রাতে... বিছানায়!'

'বদমাশ কোথাকার!' ন্যাপকিন ছুঁড়ে মারল লুনা।

খাবারের ট্রে নিয়ে ওয়েইটার এসে পড়েছে। হাসিমুখে যার যার প্লেট টেনে নিল ওরা।

***